

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accn. No.... ২৩৪৪৫.... Date.....

আচার প্রবন্ধ ।

আচারাল্লভতেহাযুরাচারাদীপিতাঃ প্রজাঃ ।

আচারাক্ষনমক্ষযাচারো হস্ত্যলক্ষণং ॥

—মহাসংহিতা ।)

৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ ।

চুচুড়া

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীরাজকুমার সেন দ্বারা মুদ্রিত

ও

বিশ্বনাথ ট্রাফিক ও অফিস হইতে

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১৩২৪ সাল ।

মূল্য এক টাকা মাত্র ।

ভূদেব জীবনী ।

স্বপ্নাঞ্জলি দ্বিতীয় সংস্করণ	১১০
পারিবারিক প্রবন্ধ ৭ম সংস্করণ	১১
ঐ উপহার জন্ম ৮ম " সুন্দর মুশিদাবাদী গরদে বাঁ আই	১১০
ঐ হিন্দীতে	১১
সামাজিক প্রবন্ধ ৪র্থ সংস্করণ	১১০
আচার প্রবন্ধ ৩য় সংস্করণ	১১
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ	১১০
বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ [তত্ত্বের কথা প্রভৃতি]	১১০
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	১১০
বাল্যলব্ধ ইতিহাস ৩য় ভাগ	১১০
ঐতিহাসিক উপন্যাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	১১০
পুরাবৃত্তসার গ্রীক রোম প্রভৃতি [পঞ্চদশ সংস্করণ]	১১০
ইংলণ্ডের ইতিহাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	১১০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব [পঞ্চম সংস্করণ]	১১
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান [সপ্তম সংস্করণ]	১১

উপরোক্ত পুস্তকগুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী বিশ্বনাথ ট্রেষ্ট ফণ্ডের মূল দলিলের নকল সহিত জুঁকি খণ্ডে বাঁধান আমার নিকট লইলে ডাকমাগুল ফ্রি পি খরচা সহিত মোট ১০৬০ পড়িবে।

বিশ্বনাথ দাতব্য ট্রেষ্টফণ্ডের অপর পুস্তকাদি :—

ভূদেব চরিতং মহাকাব্যম্ ৬ মহোচ্চৈর্ তর্কচূড়ামণি প্রণীত	১১০
[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	১১০
অনাথবন্ধ [উপন্যাস]	১১০
সদালাপ নং ১ এডুকেশন গেজেট হইতে পুনর্মুদ্রিত	১১০
সদালাপ নং ২	১১০
সদালাপ নং ৩	১১০
নেপালী ছত্রি	১১০
শ্রীরাম চরিত্রের আলোচনা	১১০
একাদশীতত্ত্বম্ দেবনাগর অক্ষরে	১১
এডুকেশন গেজেট—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	১১

শ্রীকৃষ্ণাবদেব মুখোপাধ্যায় । বিশ্বনাথফণ্ডের কর্মচারী,—চুঁচুড়া ।

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। উপক্রমণিকাধ্যায়	১
২। নিত্যাচার প্রকরণ	
প্রথম অধ্যায়—প্রাতঃকৃত্য	২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়—পূর্বাঙ্কুত	৪১
তৃতীয় অধ্যায়—মধ্যাহ্নকৃত্য	৫১
চতুর্থ অধ্যায়—অপরাহ্ন, সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত্য	৭৫
পঞ্চম অধ্যায়—প্রকরণের উপসংহার	৮২
৩। নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ	
প্রথম অধ্যায়—প্রকরণের বিষয় নিরূপণ	৯৬
দ্বিতীয় অধ্যায়—সংস্কার কৰ্ম, গার্ভসংস্কার	১০২
তৃতীয় অধ্যায়—সংস্কার কৰ্ম, শৈশব সংস্কার	১১৬
চতুর্থ অধ্যায়—সংস্কার কৰ্ম, কৈশোর সংস্কার	১২১
পঞ্চম অধ্যায়—সংস্কারকৰ্ম, যৌবন সংস্কার	১২২
ষষ্ঠ অধ্যায়—শ্রাদ্ধকৃত্য	১৪২
সপ্তম অধ্যায়—ব্রত পূজা পৰ্বাদির বিষয়	১৫৩
পরিশিষ্ট (১) ব্রত পূজাদির তালিকা	১৬৯
ঐ (২) স্ত্রী শূদ্রাদির আচার	১৯৭

নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহের সাহায্য লওয়া হইরাছে—

- ১। ব্রতরাজ [দাক্ষিণাত্যের]
- ২। ছেয়াদি
- ৩। রণবীর ব্রত রত্নাকর [কাশ্মীরের]
- ৪। নির্ণয় সিদ্ধ
- ৫। ধর্ম্যসিদ্ধ
- ৬। প্রাতিবার্হিক পূজা কথাসংগ্রহ [মিথিলার]
- ৭। রঘুনন্দন
- ৮। ভবদেব
- ৯। গোভিল গ্রন্থ
- ১০। গুণবিষ্ণু
- ১১। মন্ত্র ব্রাহ্মণ
- ১২। ব্রতমালা
- ১৩। সর্বসংকর্ম পদ্ধতি
- ১৪। পঞ্জিকা :—গুজরাট, কাশ্মীর, তৈলঙ্গ ও কাশীর।
- ১৫। কাশীতে বিভিন্ন প্রদেশীয় পণ্ডিতদিগের সাহায্যে প্রস্তুত তালিকা
- ১৬। ব্রাহ্মণ সর্বস্ব

শ্রীমান্ ক্রেতামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তথা অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা
 ঝট্টকদেব মুখোপাধ্যায় তথা রামদেব মুখোপাধ্যায় তথা অনন্তনাথ বন্দ্যোপা-
 ধ্যায় তথা ভবদেব মুখোপাধ্যায় তথা গণদেব মুখোপাধ্যায় তথা কুমারদেব
 মুখোপাধ্যায় তথা সোমদেব মুখোপাধ্যায় তথা সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীমানেরা !

তোমরা কেহ আমার পৌত্র কেহ বা দৌহিত্র ।
 পরম স্নেহের ভাজন । দেশীয় পরম পবিত্র সদাচারপালন,
 ইহ এবং পারলৌকিক হিতসাধন পক্ষে কিরূপ কার্য্যকরী,
 তাহার জ্ঞান বিদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সম্ভ্রান্ত ও
 সভক্তিক শাস্ত্রশিক্ষার ক্রটিতে দেশ মধ্যে ন্যূন হইবার
 উপক্রম হইতেছে । শাস্ত্রজ্ঞানের ও সদাচার পালনের
 সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমাদেরই পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে আমি
 প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সেই পরমধন তোমাদের মধ্যে
 অবিকৃতভাবে থাকিয়া যায় ইহাই আমার একান্ত অভি-
 লাষ । তোমাদের ও তোমাদের ন্যায় স্বদেশীয় যুবক ও
 বালকবৃন্দের আচার শিক্ষার আনুকূল্যে এবং স্বজাতীর
 পরম পবিত্র শাস্ত্রের মহত্ব উপলব্ধির সাহায্যে এই আচার
 প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি । তোমাদের নামে আশীর্ব্বাদী
 দিলাম ইতি ।

চুঁচুড়া

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ ।

ভট্টাকাজিক

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ।

আচার প্রবন্ধ ।

উপক্রমণিক।ধ্যায় ।

“ধর্মোহস্য মূলানি ।”

শাস্ত্রাচারের মূল ধর্ম । ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন । এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটি বস্তু দৃষ্ট হয় । (১) বিধি বিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য ।

আপাত দর্শনে আমাদের মধ্যে এই পাঁচটি দোষই বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয় । (১) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অন্ন-চিন্তায় বিভ্রত হইয়াছেন ; তাঁহারা শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপন পূর্ব্বের ত্যায় মনঃসংযোগ সহকারে নির্বাহ করিতে পারেন না ; সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধির সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা জন্মিয়া যাইতেছে । (২) বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধা-হীনতা জন্মিতেছে । এখন গৈশবাবধি যে ইংরাজী বিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কিছু মাত্র উল্লেখ থাকে না ; প্রত্যুত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে দেশীয় শাস্ত্র-জ্ঞাতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই থাকে ; সুতরাং শিক্ষার কাল হইতেই লোকের মনে শাস্ত্রাচারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়া যায় । (৩) এতদ্দেশে শাস্ত্রাচার-বিহীন বিজাতীয় জনগণের ভূতিদর্শনেও শাস্ত্রাচারের প্রয়োজনীয়তা বোধটী নূন হইয়া পড়ে এবং ঐ বিভব-সম্পন্ন বিজাতীয়েরা কিরূপে এবং কেমন সকল বিষয়ে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার বিচার না করিয়া, মোহবশতঃ দেশীয় জনগণ আপনাদের শাস্ত্রবিরোধী ব্যবহারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন ।

শাস্ত্রাচার লোপের উল্লিখিত তিনটি হেতুই আগন্তুক । ওগুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে । উহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন

হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে পারে। এখনও দেশে অনেকটা শাস্ত্রজ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে এবং যৌবনেই অতি প্রবল হয়; বয়োহৃদয়িক এবং চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক নূন হইয়া থাকে; এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। যেমন মলিন বস্ত্রদ্বারা বলবৎ বর্ষণে তৈজসাদির পূর্বমলিনতা বিদূরিত হয়, তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচারমালিগ্ধ জন্মায়, তাহারই সম্যক অনুশীলনে ঐ মালিগ্ধ অপনীত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রাচারের সারবত্তা বহু পরিমাণে হুক্তিমুখেও সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠে। পূর্বে ইংরাজী পড়িয়া দেশীয় যুবকেরা যেরূপ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের গুণ্য কথা কহিতেন এবং ব্যবহার করিতেন, এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রায় কেহই তেমন উন্মাদ-প্রসূত হইলেন না। (৩) যে ইংরাজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই-দৃষ্ট হয় যে, ঐ প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে; উহার হেতু তাহাদের স্বদেশের ও স্বধর্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সমানুভূতি। আমাদেরও শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সান্ত্বিকতা সম্বন্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন। লোকের মন যে ক্রমে ক্রমে এই তথ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং ইংরাজের অমথাক্রম অঙ্কুরণ যে এদেশে অনিষ্টকর এবং নীচপ্রকৃতিকতার লক্ষণ বলিয়াই অনুভব করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। এখন ইংরাজীতে কথা কহিবার সাধ, পেণ্টেলুন, হ্যাট পরিবার সাধ,

টেবিলে বসিয়া খামা খাইবার সাধ, অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ঐ সকল সাধ যেমন হিন্দুকলেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কি, এ, এম, এ, প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও মধ্যে তেমন নাই। বিলাত-ফেরতদিগের মধ্যে ঐ সকল সাধ এবং বিবিধ ইয়া বাহিরে বেড়াইবার নূতন সাধটা সম্প্রতি বাড়িয়াছে, কিন্তু ধর্মসংস্কারের সাধটা নাই বলিলেই হয়—বোধ হয়, উহাদেরও সংখ্যা আর কিছু বাড়িলে ওরূপ সকল সাধই মিটিয়া যাইবে।

অতএব শাস্ত্রাচার লোপের যে তিনটি আগন্তুক কারণ এখন প্রবল হইয়াছে স্বতঃই সে তিনটি কারণের প্রাবল্য উপশমিত হইতে পারে।

কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ের যে সাহজিক দুইটি দোষের নিবারণার্থ শাস্ত্রাচারের সৃষ্টি, শুদ্ধ কালসহকারে অথবা অন্য কোন উপায়ে সে দোষ নিবারিত হইবার নহে। সে দুইটির নিবারণ একমাত্র শাস্ত্রাচারের অবলম্বনেই সিদ্ধ হইতে পারে।

মনুষ্যে পশু ধর্ম এবং জড় ধর্ম দুইই আছে। ‘পশুধর্ম’ হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা, পশুর ধর্ম। ঐ পশু-ভাবের নূনতাসাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের ঐকান্তিকতা, চিত্তের প্রশান্ততা, এবং শরীরের পটুতা সম্বন্ধে সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য করিলাম, এইরূপ যথেষ্টব্যবহার আর্ধ্যশাস্ত্রের বিগর্হিত। ঐগুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় ন। শাস্ত্রাচারের পালনেই সম্বন্ধের সম্বন্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণ-সম্বৃত দোষের পরিহার হইতে পারে।

মনুষ্যে যে ‘জড়ধর্ম’ আছে তাহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাহার আলস্য। শাস্ত্রাচার আলস্য নাশ করে। শাস্ত্রকর্তৃক মনস্ত জীবিত কালের উপযোগী বিশেষ বিশেষ কার্যের নির্দেশ হওয়াতে জড়তাপ্রাপ্তির অবসর থাকে না। আবার শাস্ত্র বিনির্দিষ্ট কাজগুলি এরূপ যে, তাহাদের যথোচিত স্বাধনে ক্ষণকালও শরীরের বলবত্ব এবং তেজস্বিতা বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্র একবারও

আনাদিগকে একান্ত 'আলগা' হইয়া গড়িতে দেন না । বর্ধোচিত কাঁসে এবং যথাযোগ্য অবস্থায় আনাদিগকে আহার, বিহার, নিদ্রাদি সেবন করিতে বিধি প্রদান করেন ; কিন্তু লোভ, স্বেচ্ছা, অথবা আলস্যের বশীভূত হইয়া কিছুই করিতে দেন না ।

শাস্ত্রাচারের এই জড়তা-নাশক গুণটির প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য মা করিয়া ইহার স্বেচ্ছাচার মিথ্যারূপের প্রতি সমধিক দৃষ্টি করা হয় ; সেই জন্য দুইটি আপত্তির উত্থাপন হইয়া থাকে ।

কেহ বলেন শাস্ত্রাচার সমস্ত প্রযুক্তির পথ একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দেন ; নরুণ্যের জীবনে কিছুমাত্র তেজস্বিতা থাকিতে দেন না ; নরুণ্যকে নির্জীবন করিয়া ফেলেন । কোন শান্তশীল সুবোধ ব্যক্তি মিল্লোকৃত শ্লোক কয়েকটি গুণিতেছিলেন—

জ্ঞান্যামং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।
বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি হস্তাভ্যাংবিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তঃ ভোক্তেত্যাত্মনৌষিণঃ ।
বস্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যাত্মেন মনসা সদা ।
তস্মৈন্দ্রিয়াণাবস্থানি ছষ্টাশ্বা ইব সারথৈঃ ।
বস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তো মনসা সদা ।
তস্মৈন্দ্রিয়াণি বস্থানি সদশ্বা ইব সারথৈঃ ॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে সুখরজ্জু, ইন্দ্রিয়-গণকে অশ্বরূপ জামিবে । ঐ অশ্বগণ বিষয়ভোগে গতিশীল । জ্ঞানিগণ বলেন যে, ইন্দ্রিয় এবং মনের বোগে আত্মা বিষয় ভোগ করেন । যিনি জ্ঞানহীন এবং মন দ্বারা অযুক্ত, তাঁহার রথ ছষ্ট অশ্বের দ্বারা বাহিত রথের ভ্রায় হয় । যিনি সুবোধ এবং মন দ্বারা সংযুক্ত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সদশ্ব-বিশিষ্ট সারথির অশ্বের দ্বারা বশীভূত থাকে ।

তিনি শ্লোকগুলি গুমিয়া বলিলেন, অশ্বেরা ছষ্ট হইলে মনরূপ প্রগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে টানিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু যদি অশ্বেরা এমনি দুর্বল হইয়া যান যে আর চণিতেই না পারে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে; তাহা ত বলা হইল না ।

শাস্ত্রাচারের সংক্ষেপে এইরূপ একটি ভ্রম কখন কখন হইয়া থাকে। তাঁহার একটি কারণ শাস্ত্রাচারের জড়তা মার্ক এবং তেজস্বিতা-সাধকভূষণের প্রতি লক্ষ্য না করা। অপর কারণ; শাস্ত্রাচারের মধ্যে গৃহস্থ কর্তব্যো এবং দান-প্রভৃতির কর্তব্যো যে পার্থক্য আছে, তাঁহার অজ্ঞাবসম না করা। গৃহস্থশ্রমীর পক্ষ শরীরের পীড়ন বা ক্ষয় করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। পূর্বকার লোকেরা অধিক পরিমাণে শাস্ত্রাচার পালন করিতেন; তাঁহাদের-আহার অধিক, ঘল অধিক, এবং আবৃত্ততা অধিক ছিল—তাঁহাদের ইঞ্জিরগণ অধমকার শাস্ত্রাচারবিধীন অলসদিগের ইঞ্জিরগণের ভ্রম ধূলহীন এবং অকর্মণ্য হইত না।

অপর কেহ কেহ বলেন যে শাস্ত্রীর বিধি সকল আমোদিগকে অশেষ যত্নে লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়াছে; উহা একেবারেই আমোদিগের স্বাধীনতা বিবৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রাচার স্বাধীনতা মষ্ট করে না; উহার দ্বারা জড়তার ভ্রাস তওরাতে প্রকৃত স্বাধীনতার ইঞ্জিই হয়। একটি সোনাগু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। শীতকালে ষথম প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, অমেকেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উত্তিতে পারেন না; রোদ্র প্রথর হইলে তবে উঠেন; ঈরত বিছানার বসিয়াই তামাক এবং চা খান। সমস্ত দিন তাঁহাদের শরীরে এক প্রকার: জড়তা থাকিয়া যায়। কিন্তু যাহারা শাস্ত্রের বিধি পালন পূর্বক নিদ্রাভঙ্গ হইলেই জীবন স্রবণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করত স্নান করিয়া আইসেন, তাঁহাদের শীত-ভীতি থাকে না, জড়তা থাকে না, সজীবতা এবং কার্যক্ষমতা উদ্ভিক্ত হয়, এবং সমস্ত দিন স্বচ্ছন্দে যায়। এই দুই প্রকার লোকের মধ্যে কাহার স্বাধীন—শীতভীতেরা, না প্রাতঃস্নাত্তরীরা ?

বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যও হয় সামান্ত প্রকৃতির; না হয় বিবি বাবস্থার 'বশ' হইয়া থাকে। এ দুয়ের মধ্যে 'অবিচারিত প্রকৃতির' বশ হওয়া অপেক্ষা 'বিচারিত বিধির' বশ হওয়াই শ্রেয়ঃ।

উপনিষদে এই কথাই স্পষ্টরূপে এবং স্পষ্টকালকারে উক্ত হইয়াছে। "দেবাসুরাঃ সংযতিরে"—দেবাসুরের বন্ধ হইয়াছিল। ভগবান, ভাব্যকার বলেন—শাস্ত্রোক্তানিত ইঞ্জিরগণ দেবতা, আর স্বাভাবিক বা তমোগুণাত্মক

ইন্দ্রিয়গণ অসুস্থ হইলে উহাদিগের যুদ্ধক্ষেত্র মনুষ্য শরীর। ইন্দ্রিয় বৃত্তির ত্রুটি-
গুণ নির্জিত হইলেই দেবতার জন্ম হয় অর্থাৎ শাস্ত্রাচারের ফল হয়। সেই
জন্ম ধর্মই শাস্ত্রাচারের মূল।

“সদাচার প্রকাশ”।

সদাচাররূপ মহাবৃক্ষের প্রকাণ্ড বা গুঁড়ি আয়ুঃ। অর্থাৎ সদাচার সেবনে
মনুষ্যের আয়ুঃ দীর্ঘ এবং দীর্ঘ হয়। আয়ুঃমতঃ প্রধানতঃ লক্ষণ দ্বাদশটি
বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে। (১) পূর্বপুরুষদিগের বিশেষতঃ পিতা মাতার
আয়ুঃমতঃ (২) অবিকলাঙ্গ দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ (৩) দুর্ঘটনার অভাব (৪)
স্বাস্থ্যকর আবাস (৫) স্বাস্থ্যকর আহার (৬) উপযোগী আবরণ (৭)
পরিচ্ছন্নতা (৮) মিতাহার (৯) মিতাচার (১০) নিয়মানুগামিতা (১১)
বন্দ্যসহিত্যতা (১২) মনের শান্তি।

এই দ্বাদশটির মধ্যে প্রথমে তিনটি কোন্ মনুষ্যের নিজের আয়ুঃ হয়
না। (১) জন্মগ্রহণ জীবের স্বচ্ছন্দীন ব্যাপার নহে। যে পূর্বপুরুষদিগের
আয়ুঃ দীর্ঘ তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত হইবে, কোন্ সন্তান একপে পিতা মাতার
নির্বাচন করিয়া জন্মিতে পারে না। (২) আমি দোষশূন্য শরীর লইয়া
জন্মিব, বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিব না, ইহাও সন্তানের স্বচ্ছন্দীয় বিষয়ীভূত হয়
না। (৩) আমার জীবিতকালের মধ্যে, বিশেষতঃ শৈশবে, কোন্ দুর্ঘটনা
উপস্থিত হইয়া আমাকে উদ্ভিন্ন করিবে না, কিংবা বিকলাঙ্গ করিবে না, অথবা
প্রাণে নষ্ট করিবে না, তাহা সমুদয় জানিয়া, বুঝিয়া, প্রতিবিহিত করিয়া,
চলা স্বতঃই মনুষ্যের সাধ্যাভীত। বস্তুতঃ জীবনের রক্ষা, বলাধান এবং
বিস্তৃতির উল্লিখিত তিনটি হেতুকে ‘প্রাক্তন-হেতু’ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।
এগুলি পুরুষকারের সর্বতোভাবেই অনাস্ত্র।

কিন্তু “ব্যক্তিবিশেষের অনাগত হইলেও পারাধাহিক পুরুষ-পরম্পরার
তের্মন অনাস্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। সকল পিতা মাতাই আপনাপন শরীর
স্বস্থ, সবল এবং স্থায়ী করিবার নিমিত্ত কতকটা উপায় অবলম্বন করিতে
পারেন এবং তাহাদিগের অবলম্বিত সন্তান সমস্ত পরবর্তী পুরুষদিগের দ্বারা

পরিগৃহীত হইয়া চলিলেই বংশে আয়ুত্বভার সঞ্জন হইতে পারে। সেইরূপ চেষ্টার দ্বারাও বংশের মধ্যে বিকলাঙ্গতাজননের নিবারণ হইতে পারে; অঙ্গ পূর্ণপুরুষদিগের এবং স্নাতকের মধ্যে জ্ঞানের বাহুল্য এবং সহায়ভূতির আধিক্য থাকিলেও দুর্ঘটনাদি দোষের অনেক পরিহার হইতে পারে। অঙ্গ এবং নির্বোধ এবং বর্ষের লোকদিগের মধ্যে দুর্ঘটনার আধিক্য যত মনুষ্য ও মনুষ্যশিশুর অকাল মৃত্যু হয়, বিদ্যাবান, বুদ্ধিমান এবং সুসভ্য জনগণের মধ্যে তেনন হয় না।

অতএব নিশ্চিত হইল যে, আয়ুত্বভার প্রথমোক্ত তিনটি হেতু যদিও মনুষ্য বিশেষের আয়ত্বাধীন হয় না, তথাপি পুরুষপরম্পরার এবং পুরুষসমষ্টির কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ব হয়। পুরুষপরম্পরা এবং পুরুষ সমষ্টি এই দুইটির সম্মিলিত একটি নাম সমাজ। অতএব আয়ুত্বভার প্রাক্তনরূপ হেতুগুলি কিয়ৎপরিমাণে সমাজের আয়ত্বাধীন।

আয়ুত্বভার প্রথম তিনটি হেতুর পরবর্তী দ্বিতীয় হেতুত্রয়ও শৈশবে কোন ব্যক্তির নিজের আয়ত্ব হইতে পারে না। স্বাস্থ্যকর আবাস, আহার এবং আবরণ শিশু স্বয়ং বুঝিয়া রাখা চেষ্টা করিয়া আপনার নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে পারে না। অর্থাৎ যদি শৈশব হইতে ঐ সকল বিষয়ে ত্রুটি জন্মে, তবে শরীরের দৌর্বল্য, অপটুতা এবং রোগিতার সূত্রপাত হয়। পিতা মাতা ছেলেকে যেমন ঘরে রাখেন, ষেকরূপ আহার এবং বস্ত্র দেন, এবং দেশের ভাব ষেকরূপ পবিত্র বা দূষিত থাকে, বাল্যাবস্থাতে শরীরের ভাব তাহার অনুযায়ী হয়। যদি বাল্যের অভিতাবকেরা স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং সেই সকল উপায় অবলম্বনে সক্ষম হয়েন, অঙ্গ যদি সামাজিক শাসনের প্রভাবে দেশ পবিত্র এবং সংক্রামক রোগ-পরিশূন্য হয় তাহা হইলে শিশু নীরোগ থাকিয়া বর্দ্ধমান হয়, নচেৎ অকালে কালপ্রাপ্ত পতিত অথবা ক্রম-দেহ হইয়া কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে। অতএব এই তিনটি বিষয়েও মনুষ্যের আয়ুত্বভা পুরুষ পরম্পরার এবং পুরুষ সমষ্টির অর্থাৎ সমাজের আয়ত্বাধীন।

আয়ুত্বভার অপর দুইটি হেতুর বল মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত বিশেষরূপে কার্যকরী হয়। ঐ গুলিতে প্রাক্তন অথবা পরকীয় শক্তির প্রাচুর্য্যের অপেক্ষাকৃত নূন এবং পুরুষকারের শক্তিই বিশিষ্টরূপে পরিফুট। পরিচ্ছন্ন

থাকা, নিঃসাহার এবং বিতৃষ্ণাচার হওয়া, সকল কার্যে নিরনামুগামী হইয়া চলা, আপনাকে ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করিয়া তোলা, এবং মনকে উদ্বেগ-শূন্য শান্তিময় করিয়া রাখা এই কাজগুলি মানুষ নিজের জন্ত নিজেই অনেকটা করিতে পারে।

কিন্তু ঐ সকল কার্যে পুরুষকারের প্রাধান্য আছে বলিয়া বে, উহারা এক মাত্র পুরুষকারেরই অধীন, প্রাকৃতন বা পরকীয় শক্তির একান্ত অনধীন, তাহা নহে। প্রথমতঃ ঐ সকল বিষয়ে যথাকালে জ্ঞান প্রাপ্তির প্রয়োজন, তাহা জ্ঞানের স্থানে পাইতে হয় ; এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্ত জ্ঞানের অপ্রয়াদ, স্মরণ এবং প্রয়োগ কর্তৃক প্রাকৃতন-শক্তিমত্তার এবং কর্তৃক অপরের দৃষ্টান্ত দর্শন সাপেক্ষ।

অতএব আয়ুস্কৃত্তার যে বারটি বিভিন্ন হেতুর নির্দেশ করা যায়, তাহা ত্রিবিধ ; প্রাকৃতন, সামাজিক, এবং পৌরুষ। ঐ ত্রিবিধ শক্তি এক্রূপে পরস্পরে অনুসৃত, যে প্রথমটি ছাড়িয়া দ্বিতীয়ের গতি নাই, এবং ঐ দুইটিকে ত্যাগ করিয়া তৃতীয়েরও গতি হইতে পারে না।

আমাদিগের শাস্ত্রোপনিষ্ট আচার পদ্ধতি ঐ ত্রিবিধ শক্তির অনুকূলরূপে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ ইহা সর্বদিক্‌দর্শী। এই জন্ত যাহারা শুদ্ধ ইউরোপীয় শাস্ত্রাদির এক মাত্র পুরুষকার-মূলক বিচার প্রণালী হৃদয় করিয়াছেন এবং সেই প্রণালীর সহিত মিলাইয়া দেশীয় শাস্ত্র-পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়েন, তাঁহাদের চক্ষে আচার কাণ্ডের অনেক কথাই অপ্রাসঙ্গিক অথবা উপধন্য-মূলক বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাঁহারা শাস্ত্রবিহিত আচার অমান্য করিয়া নানা প্রকারে দোষভাগী হইয়েন। অনেকেই স্বল্পায়ু হইয়া পড়েন।

ঐ সকল লোকের পক্ষে সদাচার বিধি বুঝিবার অপর একটা ব্যাঘাতও উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাও অজ্ঞতা-মূলক। মনুষ্যের করণীয় প্রায় সকল বিষয়েই সম্ভবিতব্যতার বিচার সমধিক পরিমাণে থাকে, অব্যভিচারী তথ্যের প্রাপ্তি অতি স্বল্পহলেই হইতে পারে। মনুষ্যকে যাহা কিছু করিতে হয়, তাহাতে কি হওয়া সম্ভব কি বা অসম্ভব, ইহা ভাবিয়াই করিতে হয়। এইটাই হইয়া থাকে এবং ইহাই করিতে হইলে, অত্যন্ত বিষয়েই একরূপ দৃঢ় উৎকর্ষ প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু বিচারের প্রণালী একরূপ হইলেও শিক্ষা-

কার্যে সম্ভবিতব্যতার গণনা করিতে গিয়া সন্ধিত্বের আভাস প্রদান করিলে চলে না। যদি শিক্ষক সম্ভবিতব্যতার গণনারস্ত করেন, তাহা হইলেই ছাত্রের হৃদয়ে শিক্ষার দৃঢ়তা নুন হইয়া পড়ে এবং সিদ্ধান্তের বা ফলের স্থিরতা জন্মে না। এই জন্ত মূলে সম্ভবিতব্যতার স্মৃদ্ধানুস্মৃদ্ধ বিচারদ্বারা বাহা সনধিক পরিমাণে সম্ভবিতব্য বলিয়া অবধারিত হয়, তাহাই ঐক্যবত্যা বলিয়া শিক্ষিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে উচ্চ ছাত্রের উপর হইতে পড়িয়া যাইতে উদ্ধুখ দেখিলে “তুমি মরিয়া যাইবে” বলিয়াই তাহাকে নিবারিত করা হয়। ছাত্র হইতে পড়িলেই ত সকলে মরে না, দেহের গঠন, পড়িবার ধরণ, নীচের-মুত্তিকার অবস্থা প্রভৃতির কথা ভাবিয়া “তোমার মরিবার সম্ভাবনা অধিক” এ কথা বলা হয় না।

শাস্ত্র ও শিক্ষাদাতা। তিনি প্রভুর আয় আদেশ করেন। তিনি পূর্ণমাত্র প্রত্যভিজ্ঞার ফলগুলিকে কার্য্যকর রূপে স্মৃদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত স্মৃদ্ধান্ত বিধি অথবা নিষেধ বাক্যের প্রয়োগ করেন। তিনি বিধি নিষেধ বাক্য প্রয়োগ সময়ে প্রাক্তন ও পুরুষকার ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে কোন বিশেষ বিষয়ে সম্ভবিতব্যতা মাত্র প্রদর্শন করিয়া নিশ্চিত হইতে পারেন না।

শাস্ত্রবিধির এই শিক্ষাদাতৃক প্রভুভাবটী স্মরণ করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই ভাবটীর স্মরণ না থাকায় শুদ্ধ আজ্ঞিকার সময়ের ইংরাজী শিক্ষিতেরাই যে কোন কোন স্থলে শাস্ত্রোক্তির অসাফল্য মনে করিয়া তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন এমত নহে, অতি পূর্বকাল হইতেও এবং অতি প্রধান প্রধান লোকেরাও ঐরূপ শ্রদ্ধা হীনতার দোষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বহুকালাবধি শাস্ত্রীয় বিধি সকলের অনুযায়ী তপস্যা পূর্বক তাঁহার কাজ্জিত ফললাভে বঞ্চিত হইয়া শাস্ত্র-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। গুনা গিয়াছে, রামমোহন রাষ্ট্রও অনেকানেক পুরস্চরণ এবং জপাদিদ্বারা সিদ্ধকাম না হওয়া-তেই শাস্ত্রাচার পরিত্যাগী হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, বুদ্ধদেব এবং রামমোহন উভয়েই যে, আপনাপন তপস্যাদির অনুরূপ ফলভোগী হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা স্ব স্ব কৃত তপস্যার দ্বারা বিশোধিত এবং উন্নত হইয়াছিলেন বলিয়াই আপনাপন মতবাদ প্রচারে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ফলাভিসন্ধান সহকারে তপস্থা করিয়াছিলেন,

অতএব তাঁহাদের তপস্শা রজোদোষাত্মক হইয়াছিল। এই জন্ত রাজসতপ-
জ্ঞায় বে কল, অর্থ্যং প্রভাব, খ্যাতি এবং সম্মান বৃদ্ধি, তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য
হইয়াছিল।—যাদৃশীভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই জন্তই শাস্ত্রে কলা-
কাজ্জকার ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ ; এই জন্তই ভগবান বলিয়াছেন—

কর্ষ্যঃপ্যাবধিকারস্তে মা ফলেষু কথঞ্চন।

তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার ; ফলে কোন অধিকার নাই।

উল্লিখিত ভগবদ্‌বাক্যের এবং শাস্ত্র বিধি মাত্রের প্রয়োগ আধ্যাত্মিক
বিষয়েই করা হয়। কিন্তু সকল প্রকার কার্ম্মের প্রতিই ঐ বিধি খাটে।
আয়ুস্বাস্থ্যসম্পাদক যে সকল বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে গুলিও কলাকাজ্জকা
ব্যক্তিরে কেবল বিধি প্রতিপালনের জন্ত সুপালিত হওয়া আবশ্যক। ফল
খুঁজিতে গেলেই রজোগুণ পরিস্ফুট হয় এবং ফলগুলিকে বিকৃত করিয়া দেয়
অথবা আদবেই ফলিতে দেয় না। কোন ব্যক্তি তাহার পুত্রকে কএকটি
ফুলের চারা দিয়া বলিয়াছিলেন, “এই গাছগুলিকে যত্ন করিয়া উহাদিগের
গোড়ায় জল দিবে ; উহাদিগের শিকড় মাটিতে বসিলেই দিব্য ফুল ফুটিবে।”
ছেলেটা পিতার আদেশ পালন করিল। কিন্তু প্রত্যহ গাছগুলিকে উপড়াইয়া
দেখিতে লাগিল, গাছগুলির শিকড় বসিয়াছে কি না! ফুলের চারাগুলি
অবশ্যই মরিয়া গেল। বস্তুতঃ বিধিবোধিত হইয়াই কার্ম্ম করিতে হয় ; ঐ
বালকের স্থায় ফলাশ্রয়ী হইতে নাই।

“কিন্তু যদি কোন ফলাশ্রয়ণই না করিব, তবে যে বিধি প্রতিপালনে
অনিষ্ট হইতেছি, তাহাই যে প্রকৃত বিধি তাহা কেমন করিয়া জানিব?”
আজিকালি শাস্ত্রাচারকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতেছে। কোন শিশু তাহার
পিতৃকোড়ে উঠিয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টি করতঃ চন্দ্র দর্শন পূর্বক জিজ্ঞাসা
করিল—“বাবা! ও কি?” পিতা বলিলেন “উহার নাম চাঁদ?” সরল-
মনা শিশু আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। জ্ঞান-বিরোধিকা সংশয়াত্মকতা
তাহার সরল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সে চাঁদ শব্দটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি
করিয়া শিথিতে লাগিল। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করিত, “উহাকে কেন চাঁদ
বলে?” তবে পিতা তাহার প্রবোধার্থে আর কি বলিতে পারিতেন?—হয়ত
ই হাই বলিতেন যে উহাকে সকলেই চাঁদ বলে। এই বলিয়া আর ছই এক

জনের মুখ হইতেও 'চিন্তা' শব্দটি শিগ্ৰুকে শুনাইতেন।। এতদ্ব্যতীত এই পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে, ইউরোপীয় বিজ্ঞান হইতে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে যে, শাস্ত্রোক্ত আচারের উপকারিতা এই সকলের দ্বারা সমর্থিত হইয়া আছে।

কিন্তু দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হউক, আর বিদেশীয় বিজ্ঞানই হউক, আর অপর দেশীয় লোকের আচারই হউক, কেহই আমাদের স্বত্বোক্ত আচার-বিধিগুলির জ্ঞান সর্বদিকদুর্শী এবং সর্বতোভাবে আমাদের উপযোগী হইতে পারে না। চিকিৎসা শাস্ত্র এবং বাহ্য-বিজ্ঞান একদেশদর্শী। অন্তঃদেশীয় আচার স্থলবিশেষেই আমাদের উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু উহারা কেহই শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। তদ্বিন্ন, আচারের সকল গুণবস্তুর মূল যে "অভ্যাস" তাহাতে আশ্রয়শাস্ত্র ভিন্ন অপর কাহার দ্বারা আমাদের সুশিক্ষণলাভ হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা মনুষ্যের স্বাস্থ্য-সহি-কৃত শক্তির যে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা বোগ শাস্ত্রকারই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অপর কেহ তাহা এ পর্যন্ত পারেন নাই। শরীরের অভ্যাসরূপ ব্যায়াম শিক্ষায় একমাত্র যোগ শাস্ত্রেরই অধিকার।

‘বহুনি শাখা, শুদ্ধনানিকামাঃ’

সদাচার কৃষ্ণের শাখা ধন ; কাননা সমস্ত উহার পত্র। সদাচার ধনবস্তুর অন্তর্কুল। ধনবস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার্য। (১) ধনের অর্জন (২) ধনের সংরক্ষণ (৩) ধনের সম্বর্জন। (১) শরীর, সুস্থ পটু এবং কার্যক্ষম ; সুখি, বিষয়-বোধে ক্ষিপ্ত এবং অমোঘ ; চিত্ত, স্থির এবং উৎসাহ-সম্পন্ন ; এবং স্বভাব বিশ্বাস-প্রদ এবং লোকাসুহৃদগণের আকর্ষক হইলে ধনোপার্জন কঠিন হয় না। সদাচার দ্বারা শরীরের, ধীশক্তির, চিত্তের এবং স্বভাবের এই সকল গুণ জন্মে। এইজন্য সদাচারের অভ্যাসে ধনোপার্জন সহজ হয়। (২) ধনের সংরক্ষণ—ভোগেচ্ছার সংবমে, বিলাসিতার দমনে, বাহ্যভরণের সংকোচনে এবং সমাজে সাদা-সুগামিতার পালনে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এইগুলিও

সদাচার রক্ষা হইতে সমুদ্ভূত হয় (৩) ধনের সম্বন্ধ—মিতব্যয়িতা, পরিশ্রম, দক্ষতা এবং সমাজের সুস্থাবস্থা সাপেক্ষ ; এগুলিও সদাচার দ্বারা সম্বন্ধিত এবং সুরক্ষিত হয়। ধনবৃদ্ধির প্রসিদ্ধ উপায় যে বাণিজ্যাদি ব্যবসায় তাহাতে কৃতিত্বলাভ, সত্যনিষ্ঠা, সুবুদ্ধি এবং দূরদর্শন হইতে হয়। সদাচার এই তিনটিরই অনুকূল।

ধনবত্তার সহিত ধর্মবত্তার যে একটু বিরোধ আছে তাহা যেন ধনবত্তার সর্বদা ব্যাপী বলিয়াই কাহার কাহার ভ্রম জন্মে। বিগত বুলিয়াছিলেন যে, “উষ্ট্রও যেমন মূর্খীর ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি ধনশালী ব্যক্তিও স্বর্গদ্বারে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।” সরল স্বভাব যিশু একদেশদর্শী হইয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। ঐ কথাটি সংসারের প্রতি একান্ত বৈরাগ্য প্রণোদিত। কথাটি প্রকৃত নয়। সেই জন্ত তাঁহার মতানুগামী ভক্তিমান ক্যাথলিক যাজকবর্গ আশ্রমভেদের তথ্য না বুঝিয়া একবারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া উঠিলেন এবং গৃহস্থেরা প্রায় কেহই কার্যতঃ ঐ মতমিহিত প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না ; একান্ত ধনলোলুপ হইয়া রহিলেন। সর্বদিক্‌দর্শী আর্থ্য শাস্ত্র ওরূপ মোটা কথা বলেন নাই। তিনি ধনকে সাম্বিক, রাজস এবং তামস এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া পরম সাম্বিক যে ‘দেয়’ নামক ধন তাহার এই লক্ষণ বলেন—

“অপরাধাধমক্লেশঃ প্রযত্নেনার্জিতঃ ধনঃ।

স্বল্পং বা বহুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে ॥

অতের বাধা না জন্মাইয়া, স্বল্প অধিক ক্লেশ না পাইয়া, নিজ পরিশ্রমের দ্বারা যে যে অল্প বা অধিক ধন উপার্জিত হয় তাহার নাম ‘দেয়’—অর্থাৎ সেই ধনের দানেই বিস্তৃত দান হয়।

উল্লিখিতরূপে উপার্জিত ধন পূণ্যকর্মে সহকারী ; সুতরাং সে ধনে ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গদ্বার অপারূত হইয়াই থাকে, রুদ্ধ থাকে না। শাস্ত্রে রাজস ধনের লক্ষণ আছে, যথা—

কুর্সীদি কৃষিবাণিজ্য শুদ্ধগানাত্মবৃত্তিভিঃ।

কৃতোপকারাদাপ্তক রাজসঃ সমুদাহৃতং ॥

সুন্দ লইয়া কৃষি করিয়া, বাণিজ্য করিয়া শুদ্ধ লইয়া সংগীতাদি ব্যবসায় দ্বারা এবং উপকৃত ব্যক্তির স্থানে গ্রহণ করিয়া যে ধন লভ হয় তাহা রাজস ধন।

এই রাজস্ব ধনের উপার্জন সাধিতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি নিষেধ, তবে আপেক্ষিক ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। তামস ধনের শাস্ত্রোক্তি লক্ষ্য এই—

পারিষদ্য দ্যুত চৌর্য্যান্তি প্রতিরূপক সাহসৈঃ ।

ব্যাঞ্জনোপার্জিতং বস্ত তৎ কৃৎসং সমুদাহৃতং ॥

পদের মাহাত্ম্য, দ্যুতের বলে, চৌর্য্য দ্বারা, পরপীড়ন করিয়া, লোককে ভাঁড়াইয়া, সাহস কর্ত্তের দ্বারা, এক অঙ্ককে ঠকাইয়া, যে ধন লব্ধ হয়, তাহার নাম কৃৎস বা তামস ধন ।

এই ধনের উপার্জন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ । যদি খুঁটের মতামুগামী ইউরোপীয়েরা ধনের এই ত্রিবিধ ভেদ শিখিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, কমিশন প্রভৃতি নানা নামে ঘুর খাওয়া, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বাজি রাখিয়া রোজগার, বিজাতীয়ের দেশ লুণ্ঠন করা, বাণিজ্য দ্রব্যে কৃত্রিমতা করা, পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন পৃথিবীতে অনেক কম হইত । তাহারা শুনিলেন, ‘ধন মাত্রই চুট’ । তাহারা ও কথা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না, কোন জাতিই পারে না ; সুতরাং ধনোপার্জনের জন্য যে বিস্তৃত পথ খুলিয়া লইতে হয় তাহা জানিলেন না ; সাম্বিক, রাজস্ব, তামস অভেদে ধনোপার্জনের জন্য পৃথিবীময় উদ্বেগ জন্মাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।

শাস্ত্রাচার আদ্যাদিগকে ওরূপ করিতে দিবেন না । এখন আপেক্ষিক আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব সাম্বিক এবং রাজস্ব এই দুই প্রকার ধন লাভের জন্যই আমরা চেষ্টা করিলেও করিতে পারি । কিন্তু তামস ধন আদ্যাদিগের অস্পৃশ্য এবং অগ্রাহ্যই থাকিবে ।

স্বতঃ ধনের প্রয়োজন তিন প্রকার । (১) আপনার এবং স্বজনের ভরণপোষণ, (২) ভোগাভিলাষের তৃপ্তিসাধন, (৩) দামের দ্বারা অপরের দুঃখ মোচন । এই তিনটি প্রয়োজনের মধ্যে কোনটাই অসীম নয় ; প্রত্যুত সকল-গুলির সীমাই সঙ্গীর্ণ । (১) আপনার এবং স্বজনের পোষাদিগের নিমিত্ত মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করায় অধিক ধনের প্রয়োজন হইতে পারে না । যদি কখন কোথাও সেই পরিমাণ ধনেরও অর্জন না হয় তবে সমাজমধ্যে বিশেষ দোষই জন্মিয়াছে, এবং সে দোষের অপনয়ন চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য । (২) ভোগ-

স্বথের সীমাও অতি দূরবর্তী নহে। বিষয়ে ইজিয় নিয়োগের দ্বারা ভোগ হয়। কিন্তু ইজিয়গণ অতি শীঘ্রই উপভোগ্য গ্রহণে অশক্ত হইয়া পড়ে। অতি উপাদেয় বস্তুর ভোজনসুখও উদর পূর্তি হইলে আর কিছুমাত্র থাকে না। শুদ্ধ তাহাই নহে। ইজিয়গণের গ্রহণ-শক্তি কিছু অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতেই ভোগের ত্যাগ অবশ্যক হয়। সম্পূর্ণ উদর-পূর্তির পূর্বেই ভোজন গ্রহণ পরিত্যাগ না করিলে, ভোজনের সুখানুভব হয় না। (৩) দানের গুণও সসীম। যে দানের দ্বারা দাতার সহানুভূতি এবং স্বচিন্তার বৃদ্ধি না হয়, সে দানে গুণ নাই। আর যে দানে গ্রহীতার অপকর্ষ সাধন হয় অর্থাৎ তাহার আগ্রহ অথবা আশ্রয়ানি জন্মে সে দানেও প্রকৃত সুখ নাই এবং প্রকৃত উপকারিতাও নাই। ব্যক্তি-নিষ্ঠ দানের সীমা এইরূপে অতি সঙ্কীর্ণ হইয়াই আছে। সাধারণ-হিতকর কার্য যে দান তাহার সীমা ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত বটে কিন্তু তাহাও একান্ত অসীম নহে।

আমাদের শাস্ত্রাচার ধন-প্রয়োজনের এই সসীমত্ব উপলব্ধ করিয়াই বিনির্দিষ্ট হইয়া আছে। কারণ ধনের প্রয়োজন সঙ্কীর্ণ সীমায় সঙ্কল্প হইলেও লোকের ধন তৃষ্ণা অতি অসীম; শাস্ত্র সাধ্বিক ধনোপার্জনের উপায় বলিয়া দিয়া অর্জুন স্পৃহাটীকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন। তিনি গৃহস্থকে ধন উপার্জন করিতে এবং ধন সঞ্চয় করিতে বিধি প্রদান করিয়া পরিশেষে বলেন—

সন্তোষঃ পরমাত্মায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ ।

সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ ॥

সুখার্থী পূর্বব সন্তোষকে পরম অবলম্বন করিয়া সংযতচিত্ত হইবেন; সন্তোষই সুখের মূল তদ্বিপরীত দুঃখের মূল। অতএব সুখের জন্ম ধন নয়, কারণ ভোগমাত্রাই সুখ হয় না।

ধনলোভে প্রমত্ত হইতে শাস্ত্রের নিষেধ, কামনাকে জয় করিয়া চলিতেও শাস্ত্রের উপদেশ।

ইজিয়গণের সর্কেষু ন প্রসজ্জিত কামতঃ ।

অতি প্রসজ্জিতচেতাঃ মনসা সার্বিকরেৎ ॥

ইজিয়-প্রয়োজন সকলে কামতঃ প্রসক্ত হইবে না; উহাদিগের অতি-প্রসক্তি হইতে মনোব সংযম কবিবে।

এই সংঘের সাধন সহকারেই প্রকৃত প্রভাবে স্বভোগের সম্ভাবনা।
কামকে দমন করিয়া না রাখিলে কামেরই উপভোগ হয় না।

ন জাতু কামঃ কামনারূপভোগেন শাস্তি।

হবিষা কৃকবজ্জৈব তুর এবাভিবর্জিতে ॥

কামের উপভোগে কদাচিৎ কামনার শাস্তি হয় না ; অগ্নিতে দ্বতাহতি দান করিলে অগ্নির বৃদ্ধিই হয়। অর্থাৎ কামের উপভোগে ভোগকামনা মাত্রই বাড়ে, ভোগের শক্তি বৃদ্ধি হয় না ; সুতরাং কামনার বৃদ্ধিতে হঃখেরই বৃদ্ধি হয়।

বস্তুতঃ শাস্ত্রকারেরা কামিনাকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াই ভোগের পথ ব্রূত রাখিয়াছেন, এবং ভারতবাসী আপনার সর্বদিক্দর্শী শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী হইয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন কখন কামনারূপ পত্রের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া পুষ্প এবং ফল-পরিশূদ্ধ হয় নাই।

“যশাংসি পুষ্পানি”।

সদাচার বৃক্ষের পুষ্প যশ। অর্থাৎ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি লোকের নিকট যশোভাগী হইয়া থাকেন। এই কথাটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের জ্ঞান সহজেই বোধগম্য। সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যই জনসাধারণের নিকট প্রসংসা-ভাজন হইবেন ; কারণ, যে আচার ব্যবহার পালন করিয়া চলিবার নিমিত্ত সকলেই আদিষ্ট, যিনি তাহা পালন করেন, তিনি সুখ্যাতি না পাইবেন কেন ? বিভাগ্যের যে বালকটি ভাল করিয়া পড়াশুনা করে, সে পারিতোষিক পায়। সদাচার-পরায়ণ হইলে লোকের নিকটে যে যশোলাভ হয়, তাহা ঐ পারিতোষিকেরই সমূল। ইউরোপীয়েরাও বলেন যে, বাহা সাধারণের অতিমত তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিলেই সুখ্যাতি এবং না চলিলেই নিন্দা হয়। এই জন্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যদিও শাস্ত্রাচার নাই, তথাপি যে সময়ে যে আচার প্রবর্তিত থাকে, তাহার অনুসরণেও তাহার অন্তর্নিহিত করিতে পারেন না।

কিন্তু সদাচারের পুষ্প যশ বলিয়া যে কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য আরও কিছু বিশেষ বিচার করিয়া বৃদ্ধিতে হয়। দেখা যায় যে, যশের কারণ দুইভাঃ তিনটি—(১) অনন্তসাধারণ গুণপাতিতা ; (২) পরোপকার

Uttarpara Jaikrishna Public Library

Accn. No. ২৭৪৫১ Date.....

পর্যাপ্ততা ; (৩) নম্রতা । ইহার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ আশাধারণ গুণশালিতাটি অধিক পরিমাণেই প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তু । উহা কোন প্রকার সাধারণ শিক্ষার জাগত হয় না । প্রত্যুত, যদি শিক্ষার তেমন দোষ থাকে, তবে উহার ব্যাঘাত হইয়া যায় । আমাদের শাস্ত্রাচাররূপ শিক্ষায় যে তেমন কোন দোষ নাই তাহা ক্রমশঃ পরিতুট হইবে । (২) পরোপকার-প্রবণ ব্যক্তির হৃদয়ে পর-দুঃখ-কাতরতা থাকে । তাহাতে সমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি উপলব্ধ হয় । পরোপকারী ব্যক্তিকে কেহ সার্থপর বলিয়া মনে করিতে পারেন না । তিনি সামাজিক বন্ধনের মৌলিক স্তরেই একান্ত সম্বন্ধ । পরোপকারী ব্যক্তি সমাজের ভক্ত, অতএব তিনি সমাজেরও প্রীতি পাত্র । “যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ” । সদাচার, লোককে পর-দুঃখ কাতর এবং পরোপকার-প্রবণ করে । ইহা আতিথ্যসংকীর প্রভৃতি সর্বপ্রকার দানকর্য্যে উল্লুখতা জন্মায় । এই জন্ত সদাচার হইতে যশের উদয় হয় । (৩) পরোপকার অপেক্ষাও নম্রতা গুণটি যশোলাভের প্রশস্ততর পথ । যিনি পরোপকার করিয়া অবিনীতভাবে ধারণ করেন, আত্মশ্লাঘায় বিচেষ্টন হয়েন, উপকৃতের আত্মগৌরব বিনষ্ট করেন, তাহার প্রতি স্বামিতাব ধারণ করেন অথবা তাহার লীড়ন করেন, তাঁহার যশ মলিন হইয়া যায় । কিন্তু যিনি লোকের প্রতি নম্র এবং বিনয়ী হইয়া চলেন এবং আপনার দীনতা এবং অকিঞ্চনতা প্রদর্শন করেন, তিনি পূরের উপকার করুন বা না করুন প্রায় লোকের প্রীতি এবং প্রশংসার ভাজন হইয়া থাকেন ।

দীনতারের প্রতি লোকের এই প্রকার অনুগ্রহ-প্রবণতা দেখিয়া শঠেরা অনেক সময়েই এক প্রকার ভক্তি দীনতাব্যাপন করিয়া চলে । কেহ বা দারিদ্র্য কেহ বা অস্বাস্থ্য, কেহ বা অদৃষ্টচক্রে প্রতি ভীতিব্যাপন-পূর্ব্বক আপনাদিগের আভ্যন্তরিক গর্ব্ব এবং স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং প্রায়ই কিয়ৎ পরিমাণে লোকের অনুরাগ এবং অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় । আমি একটি লোককে জানিতাম, তিনি আপনার অসুস্থতার কথা কেমন সংবাদ না দিয়া কখন কাহারো একগায়ে পত্র লিখিতে পারিতেন না । অপর একজনকে জানিতাম তাঁহার গমঃ গুহে লক্ষীলাভ হইয়াছিল । তিনি স্বভাবতঃ অতীব অহম্মান এবং ঘৃণসিক্ত ছিলেন । কিন্তু

কোনরূপে না কোনরূপে আপনীর একটা কণ্ঠের কথা না বলিয়া কখন কাহার সহিত বাক্যালাপ সমাপন করিতেন না। তিনি লোকাভুগ্রহের একান্ত ভিখারী হইয়াছিলেন, এবং অনেকের স্থানেই অভুগ্রহের যুষ্টিভিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ঐ প্রকার ভাগটাই দোষ। কিন্তু অকিঞ্চনতার ভাবটা মানঘের অবস্থা সঙ্গত বলিয়াই তাহার ভাগও লোকের চক্ষে ভাল লাগে। সমাজের প্রতি নম্রতাই আমাদের মনের স্বামিভাব হওয়া বিধেয়। আমরা অপরের নিকট জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত অপরিশোধ্যরূপে ঋণী হইয়া থাকি। আমরা যাহা কেন করি না, আর যতই কেন করি না, সর্বস্থলেই ঈশ্বরের ফুল ঈশ্বরকে দিয়া পূজা করি মাত্র। অর্থাৎ সমাজ আমাদের যাহা কিছু দিয়াছেন, আমরা তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া করি এবং তাহাই পরস্পরকে দিয়া পরস্পরের উপকার স্থান করি। উহাতে নিজের গৌরবের, শ্লাঘার, বা স্বামিভাব ধারণের কোন কারণই থাকে না—প্রত্যুত অন্তের উপকার করার সুখ এবং সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়াতে সমাজের নিকট পূর্ব ঋণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই ঋণ-ভারে নম্র হইয়া থাকাই মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী। পিতার সমীপে পুত্রের যে নম্রতা, সকল লোকেরই সমাজের নিকট সেই নম্রতা ত্রায়সঙ্গত। নম্র-ভাবেই সমাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকার করা হয়, এবং সেই স্বীকার নিবন্ধন ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি এবং বশই সেই নিষ্কৃতির প্রমাণ পত্র।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত সদাচার উল্লিখিতরূপ নম্রতাবের পোষাক এবং তাহার অভ্যাস-জনক। শাস্ত্র গৃহি-ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য কর্মগুলিকে ঋণের পরিশোধের জন্ত অথবা কৃত পাপের ক্ষালনের জন্ত অমুষ্ঠেয়, ইহাই বলিয়াছেন। ঋণের পরিশোধ করার অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার শ্লাঘার উদ্রেক হইতে পারে না; কেবল মনের উদ্বিগ্ন শান্তি হইতে পারে। আর বিধির প্রতিপালন করাই ধর্মোচরণ, শাস্ত্র এই কথাও ভূয়োভূয়ঃ বলাতে বস্ত্র-ভাবে শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়। এই সকল কারণে শাস্ত্রাচার বা সদাচার নম্রতার সাধক। যাহা নম্রতার সাধক তাহা অবশ্যই বশেরও প্রাপক হয়।

পরন্তু আচারবান্ অনেকানেক ব্যক্তিকে সমধিক অহঙ্কারী এবং দান্তিক হইতে দেখা যায়। ইহারা পুণ্যকর্মের বোঝা মাথায় লইয়া যেন মট্ মট্

করিয়া চলেন। বস্তুতঃ ইহাদিগের শাস্ত্রাচার ভাবদৃষ্টে বলিয়াই ওরূপ হয়। এই সকল লোকে শাস্ত্রোক্ত অর্থবাদাদির প্রতি সমধিক লক্ষ্য করিয়া আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্মগুলি যে কেবল ঋণের পরিশোধক অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র তাহা ভাবেন না। ফলের লোভ অধিক বলিয়াই ইহাদের আচার রজোদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত; এই জন্ত তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বশুভাবের নূনতা এবং তাঁহাদের ব্যবহারে নম্রতার ক্রটি জন্মিয়া যাইতেছে। তজ্জন্ত তাঁহাদিগের যে গুণগুলি আছে, সেগুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয় না এবং তাঁহারা সুখ্যাতি ভাজন হইতে পারেন না। আমার বোধ হয় যে, ইংরাজী হইতে উইারা যে “নৈতিক সাহসের” নামটা শুনিয়াছেন, তাহাতে অনেকটা অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উইারা বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং বীর স্বভাবমূলভ সাহস ধর্মগীর বড়ই পক্ষপাতী। এইজন্ত সাহসের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত দেশ প্রচলিত আচার ব্যবহারের অপালন পূর্বক দেশাচারকে তাচ্ছিল্য এবং আশ্র-সমাজকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।

কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এখানকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? বাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরাজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্র-বৎসল পিতাকে অপমানিত করার জায় পাপেরই প্রমাণ হয়, উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরাজের অনুকরণে সাহস মাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে, দেশের যে সকল হিন্দুস্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরক্ সুলতানের অধীনে চাকুরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় লোকে খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগপূর্বক মহম্মদীয় ধর্মগ্রহণ করে, এবং চীন সাম্রাজ্যের সৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মার্কিন এবং

ইউরোপীয় পুরুষেরা আগনাদের নাম এবং পরিচ্ছদ চিনীয় লোকের অমুরূপ করিয়া লয়, তাহাদেরও যেমন “নৈতিক সাহস” প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরাজ-রাজের অবিকারকালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরাজী আচার গ্রহণ করে, তাহারও নির্ভীকতা প্রদর্শিত হয় না। নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্যে স্বমুষ্টিতাং ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥”

নিজের ধর্ম যদি বিগুণও হয় তথাপি সুন্দররূপে অমুষ্টিত পরধর্ম্ম হইতে বস্ত্র নঙ্গলজনক ; স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়ের হেতুভূত। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে আচার, তাহা প্রকরণ দ্বারা সিদ্ধ। তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা নাই। কিন্তু ইহার একটা কথা বড়ই গুরুতর। মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ের বস্ত্র কি? জীবের সকল ভয়ের একমাত্র মূল মৃত্যু ভয়। কিন্তু এস্থলে সেই মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষাও একটা বেশী ভয়ের বস্ত্র আছে বলা হইয়াছে। সেটা পাপের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র, মৃত্যু অপেক্ষাও পাপকে অধিক ভয় করিতে বলিলেন। এমন নৈতিক সাহস কি আর কোথাও শিক্ষিত হইয়াছে? নবীন ইংরাজী-শিক্ষিতেরা দেখুন যে, তাঁহাদিগের দেশের পূর্ব শিক্ষাদাতৃগণের অপেক্ষা কেহই অধিকতর নির্ভীক হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের বর্তমান অমুকরণেচ্ছা নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ নয়, অজ্ঞতা এবং “নৈতিক ভীক-তার”ই পরিচায়ক মাত্র।

সে:শাস্ত্রাচার মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য কার্য্য গুলিকে ঋণের পরিশোধ বা কৃত্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দেশ করে, যে শাস্ত্রাচার ঐকান্তিক বশতাব্দ অভ্যাস করাইয়া নম্রতা এবং অকিঞ্চনতাকে চিত্তের স্থায়ীভাবরূপে পরিণত করে, যে শাস্ত্রাচার মৃত্যু অপেক্ষা পাপের ভয় বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাহা অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই। কীর্ত্তি এবং যশ সেই শাস্ত্রাচার বা সদাচারের লক্ষণস্বামী (ইহলৌকিক) পোভা এবং আনন্দদায়ক প্রদানকারী।

“ফলক পুণ্যং ।”

সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য । অর্থাৎ সদাচার পরামর্শ ব্যক্তি পুণ্যবান হইলেন । পুণ্য অর্থে পবিত্রতা—মল-শূন্যতা—নিষ্পাপতা—চিত্তশুদ্ধি—রজস্রম-বর্জিত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতা—আত্মর ভাবের নিরসন ইইয়া দেবতাব্যবহার অধিষ্ঠান—স্বভাবজাত পাশব প্রবৃত্তির দমন ইইয়া জ্ঞানলাভের পথপ্রাপ্তি । এই পথের প্রাপ্তি হইলেই পুণ্য হইল ।

এখন দেখিতে হইবে যে এই পথপ্রাপ্তির বিষয় কি কি । সহজেই বুঝা যায় যে, জ্ঞানলাভের পথ পাইবার পক্ষে চারিটি নিয়ম আছে । (১) শরীরের অপ-
ছিতা (২) বুদ্ধির জড়তা (৩) মনের চাঞ্চল্য (৪) রিপূর প্রাবল্য । শাস্ত্রাচার পালনে এই চারিটি দোষেরই নিবারণ হয় ।

(১) শরীর অসুস্থ অপটু এবং বলহীন হইলে পুণ্য-সঞ্চয় কঠিন হয় । চির-রোগীদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ হইতে পারে না । তাহারা সর্বদাই যে শারীরিক কষ্ট অনুভব করে তদ্বারা তাহাদিগের মন দূষিত হইয়া যায় । জগৎ সংসারের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি অমুকূল হইতে পারে না । তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের এবং শ্রদ্ধার উৎস শুষ্ক হইয়া থাকে । ক্লম এবং দুর্বল লোকের কার্য্য-প্রবৃত্তি এবং কার্য্যক্ষমতাও নূন হয় । যাহার কার্য্য প্রবৃত্তি ও কার্য্যক্ষমতা নূন, সে জীবের সহিত প্রকৃতির সুখময় ঘনিষ্ঠতার অভাব হয় । যত অলস কুটিল এবং খল-স্বভাব লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি তাহাদের আশৈশব জীবন-বৃত্ত জানা থাকে, তবে অনেক স্থলেই প্রমাণ হয় যে, এই সকল লোক বাল্যকালে অনেক রোগ ভোগ করিয়াছে এবং তাহাদিগের শরীর কোন প্রকার ব্যাধির আবাস হইয়া আছে । মনুষ্যের চরিত্রগত দোষের অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, অধিক স্থলেই পৈতৃক দোষ অথবা শৈশবের শারীরিক দুর্বলতাই উহার নিদানভূত । এই জন্য শরীরের শৃঙ্খল এবং সবলতা সচ্চরিত্রতার একটা প্রধানতম হেতু ; এবং যাহা সচ্চরিত্রতার বা চিত্তশুদ্ধির হেতু তাহাই জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ । বোধ হয়, এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন “নামমায়া বলহীনেন মর্ত্যঃ ।” বলহীন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে সমর্থ হয় না । অর্থাৎ অপটুশরীর পুরুষ পুণ্যসঞ্চয় পূর্বক তাহার গম্যব্য যে জ্ঞানলাভের পথ তাহাতে অগ্রসর হইতে পারেন না ।

শরীরের সুস্থাবস্থার সহিত ধর্মের যে অনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা, সর্বদিক্দর্শী এক-মাত্র আধ্যাত্মিকেরই বোধগম্য হইরাছিল। “ধর্মার্থ কামদ্রোকপাং আরোগ্যং মূলমুত্তমং”। অপর কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে শরীরের পটুতা রক্ষা করা ধর্মোপার্জন সম্বন্ধে একপ অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু একটু তাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, শরীর স্বাস্থ্যের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের বা ধর্মতাবের অতি নিকট সম্বন্ধই আছে। কোন সময়ে একজন ইংরাজী শিক্ষিত শূদ্র সন্তান একটা ব্রাহ্মণ তনয়ের প্রতি অসুখা শ্রবণ হইয়া বলিয়া-ছিলেন “আমি অপরাপর সকল গুণের অপেক্ষা ইহার শারীরিক পটুতারই সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকি”। ব্রাহ্মণ সন্তান ঐ বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝিয়া জ্বৎ হস্ত সহকারে বলিলেন “তোমার কৃত প্রশংসাই সর্বোপেক্ষায় উচ্চ প্রশংসা হইল—কারণ তুমি বলিলে যে, আমি এবং আমার পূর্ব পুরুষেরা সকলেই সঙ্গার সম্পন্ন।” বাস্তবিক, শাস্ত্রাচারের অনেকানেক নিয়মই শরীরের পটুতা সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই জন্ত সঙ্গারের অনেক নিয়মই ব্যায়াম চর্চার নিয়ম হইতে অভিন্ন। তবে শুদ্ধ ব্যায়াম চর্চা করিতেছি এবং শরীরের বল বাড়াইতেছি, একপ উদ্দেশ্যটী অদূরদর্শীর চক্ষে সমুদিত থাকিলে ক্ষণবিক্ষণে শরীরের প্রতি অতি যত্ন সম্বৃত হইয়া দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্ত ব্যায়ামচর্যাকেও শাস্ত্রাচাররূপে পরিণত এবং ধর্মভাবে বিধোত এবং বিশোধিত করা হইয়াছে।

(২) বুদ্ধির জড়তা নিবারণের শাস্ত্রোক্ত উপায় বিবিধ। এক মানসিক অপর শারীরিক। মানসিক উপায়, স্মৃতি অথবা মানসিক সর্বল শক্তির সম্বন্ধে, চিন্তের একাগ্রতা সম্পাদনে, স্বাধ্যায়াদির নিয়মিত আলোচনে, এবং শাস্ত্রচিন্তার সম্যক পরিচালনে সম্পাদিত হয়। বী-শক্তির জড়তা নিবারণের শারীরিক উপায়, ভক্ষ্যভক্ষ্যের বিচারে অনির্বাহিত হয়। এই বিষয়েও আগাদিগের শাস্ত্র অনন্তসাধারণ। আর কোন জাতির শাস্ত্রে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার একপ প্রত্যাভিজ্ঞ-মূলক বলিয়া বোধ হয় ন। অমুক অমুক দ্রব্য খাইলে বুদ্ধি মোটা হয়, একথা বলিয়া সেই সেই দ্রব্যের ভক্ষণ নিষেধ, আর কোন জাতির শাস্ত্র নাই। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এখনও অদূর পর্যন্ত বাইতে পারে নাই। অতি অর্ধাচীন লোকেরাই মনে

করিতে পারে যে, পান ভোজনাতির সহিত বুদ্ধি, স্থিতি, ধৃতি প্রভৃতি মানসিক
বৃত্তিগুলির কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু পূর্ণাধৈতজ্ঞান-সমুদ্ভূত আৰ্য্যশাস্ত্রে
ভক্ষিত বস্তুর গুণ ও দোষ যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও সংস্পৃষ্ট হয়, এই তথ্য
চিরকালাবধি স্বীকৃত হইয়া আছে।—

“দয়ঃ সৌম্য মণ্যমানস্ত য়েহিণীনা স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি তৎসর্পি ভবতি।

এবমেব খলু সৌম্যায়স্তা শ্রামানস্ত য়েহিণীনা স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি, তন্মনোভবতি।”

হে সৌম্য! দধি মস্থন করিলে তাহার যে ভাগ অতি লঘু এবং সূক্ষ্ম
তাহা উর্দ্ধে উঠে এবং তাহাই স্বত হয়। সেইরূপ, হে সৌম্য! ভক্ষ্যদ্রব্য
ভক্ষিত হইলে তাহার যে অতি লঘু সূক্ষ্ম অংশ তাহা হইতেই মন জন্মে।

(৩) মনের চাঞ্চল্য নিবারণের উপায়ও দ্বিবিধ। ধ্যান, ধারণা এবং সমা-
ধির অভ্যাসে মনের চাঞ্চল্য অপগত হয়। আর প্রাণায়াম, ব্রতানুষ্ঠান এবং
বৈধ ভক্ষ্যের গ্রহণ এবং অবৈধ ভক্ষ্যের পরিহারও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ
করিবার অতি উৎকৃষ্ট উপায়। যে যে দ্রব্যের ভক্ষণে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়,
শাস্ত্রে সেগুলির ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

(৪) রিপূর দমন, কামনার জয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা স্থগিত হয়।
কামজয়ের এবং ইন্দ্রিয় সংযমের বিধি, উপদেশ এবং অনুষ্ঠানসূত্র আৰ্য্যশাস্ত্রের
সর্বাস্থ ব্যাপক। ভক্ষ্যভক্ষ্যের বিচারেও রিপূরদমনের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে।
কেমন সকল দ্রব্যের ভোজনে কোন্ কোন্ রিপূর বিশেষ প্রাহুর্ভাব হয়
তাহার বিচারপূর্বকই সাধকদিগের পক্ষে ভক্ষ্যভক্ষ্য নির্দেশ হইয়া থাকে।
যাহারা ইউরোপীয় রাসায়নিক বিশ্লেষণকেই দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারের একমাত্র
উপায় বক্ষিয়া মনে করেন, তাহারা বুঝিতেই পারেন না যে, পূর্বকালে কিরূপে
দ্রব্যগুণের পরীক্ষা হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণটি অপেক্ষাকৃত
স্থূল ব্যাপার। উহাতে কোন সমস্তীভূত দ্রব্যের সম্যক্ ব্যষ্টীকরণ হয় না এবং
উহার দ্বারা কোন দ্রব্য জীব শরীরে কিরূপ কার্য্য করে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
বুঝা যায় না। ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া দেখি-
লেই প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন। ফলতঃ আমাদের শাস্ত্রে
শরীরের পটুতাসাধন, বুদ্ধিবৃত্তির সম্বার্কজন, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং রিপূ
সকলের সংযম সাধন করিবার গুণ বর্ণিত এবং প্রশংসিত হইয়াছে, তৎসাধনের

বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক, উভয় প্রকার উপায় কথিত হইয়াছে, এবং এমন সকল নিত্য ব্যবহার এবং অভ্যাস প্রবর্তিত হইয়াছে, যদ্বারা ঐ সকল কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া সমস্ত মানবজীবন একটি বিস্তৃত পদার্থ এবং প্রকৃতজ্ঞান লাভের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হয়। শাস্ত্রের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে তাহার বিধি নিষেধ দ্বারা সকল রক্ষা করিয়া বাইতে পারিলেই পুণ্য রূপ মহৎফলের লাভ হয়। কি সুন্দর তথ্য ! যে ধর্ম্মরূপ বীজ হইতে শাস্ত্রাচারের উৎপত্তি সেই ধর্ম্মই পুণ্য নামে শাস্ত্রাচারের শুভময় ফল। অর্থাৎ প্রাকৃত বুদ্ধিও যেমন, এই সদাচাররূপ মহাবুদ্ধিও সেইরূপ—বাহ্য বুলে তাহাই ফলে।

উপক্রমণিক। ধ্যায়ের উপসংহার।

পূর্ব্বগত পাঁচটি প্রবন্ধের পাঁচটি শীর্ষক যে কবিতাটির এক এক অংশ তাহার পূর্ব্বক এই—

ধর্ম্মোহস্ত মূলান্তসবঃ প্রকাতো বিত্তানি শাখা শূদনানি কামাঃ।

যশাংসি পুষ্পানি ফলঞ্চ পুণ্যং অসৌ সদাচার-তরুর্দ্বীয়ান্।

এবং প্রবন্ধগুলিতে যে কয়েকটি বিষয় নির্ণীত হইয়াছে তাহার সংক্ষেপোক্তি এই—

(ক) রজোগুণ এবং তমোগুণ অর্থাৎ চাকল্যাঙ্গি এবং আলাস্তাদি পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের স্বাভাবিক্য খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রোদ্ভাষিত করিবার জন্ত যে অভ্যাস তাহার নাম শাস্ত্রাচার বা সদাচার।

(খ) সদাচার দ্বারা আরু বেক্রমে দৃঢ় এবং বর্দ্ধিত হয়, তাহা তিন প্রকার কারণ সমষ্টির উপর নির্ভর করে। সেই তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার পুরুষ-পরম্পরাগত, আর এক প্রকার সমাজগত, অপর প্রকার পুরুষকার-নিষ্ঠ; এই জন্ত আচার পদ্ধতির কালব্যাপকতা এবং দেশ ব্যাপকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণকূটের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র এবং অভ্যুদ্যোগ আচার যে শাস্ত্রাচারের প্রতিপোষক স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহার প্রমাণ বলিয়া যে গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ হয়।

(গ) সদাচার দ্বারা যে বিত্ত সংগ্রহের উপায় তাহা মিতাচার এবং কামনার সংযম-মূলক হয়।

(ঘ) সদাচারে যে কামনার সংযম অভ্যস্ত করায় তাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ এবং ভোগ-সুখ গ্রহণে সক্ষম হইয়াই থাকে।

(ঙ) সদাচার-কর্তৃক স্বভাবজাত শক্তির উন্মেষ, সহায়ত্বতির সম্বর্ধন এবং অকিঞ্চনতার-শিক্ষা হইয়া যশোলাভের উপায় হয়।

(চ) সদাচার শরীরের পটুতা সাধন, বুদ্ধির সম্বার্জন, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং রিপু সকলের সংযম অভ্যস্ত করাইয়া মনুজগণকে পুণ্যশীল অর্থাৎ জ্ঞানপথের পথিক করিয়া দেয়।

উপনিষদেও এই কথাগুলি অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে—যথা,

“আচারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্থিতিঃ, স্থিতিশুদ্ধৌ সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।”

আচার শুদ্ধি হইতে সত্ত্ব বা জীবন শুদ্ধি হয়, সত্ত্ব শুদ্ধি হইতে নিশ্চয়াত্মিকা স্থিতি জন্মে, স্থিতির বা মানসিক শক্তির শুদ্ধি হইতে সর্বপ্রকার গ্রন্থি বা বন্ধনের বিশিষ্টরূপ মোচন হয়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাতঃকৃত্য।

দিবা রাত্রি আট প্রহরে বিভক্ত। প্রহর পরিমিত কালের অপর একটা নাম ‘যাম’। তাহার অর্দ্ধাংশকে যামার্দ্ধ বলা যায়। স্থিতি শাস্ত্রে যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ ধরিয়াই দিনকৃত্যগুলির নির্ধারণ হইয়া থাকে। ঘটিকা-বস্ত্রের নিয়মামুসারে দিবা রাত্রি চতুর্বিংশতি ঘটিকায় বিভক্ত হয়। সুতরাং এক প্রহরে তিন ঘণ্টা এবং প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ দেড় ঘটিকার সমান। এই জন্ত যামার্দ্ধের করণীয় প্রতি দেড় ঘণ্টার করণীয় বলিয়াই অবধারণিত।

শান্তোক্ত রাত্রির শেষযামার্ক ৪৥০ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রাতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত । দিবসের প্রথম যামার্ক ৬ টা হইতে ৭৥টা পর্য্যন্ত । এইরূপ পর পর বিভাগ লইয়া ষোড়শ যামার্ক রাত্রি ৪৥টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত হয় । উল্লিখিত ষোড়শ যামার্কের প্রত্যেকটিতে যাহা যাহা করণীয় তাহা শাস্ত্রে সবিশেষ কথিত হইয়াছে । তেমন বিশেষ কথনের উদ্দেশ্য এই যে, কোন কার্য্যই বিধির প্রতি মনঃ সংযোগ ব্যতিরেকে নির্বাহিত না হয়, এই অভ্যাসের সম্যক সংস্থাপন করা । ঐ বিশেষ বিধি সকল শাস্ত্র দর্শন দ্বারা এবং গুরুর নিকট হইতে জানিবার প্রয়োজন ! এই প্রবন্ধ মালায় অতি স্থূল স্থূল কতকগুলি কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে ।

প্রাতিস্মরণীয় বিষয় ।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৪৥০ টার সময়ে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটির আবৃত্তি করিতে হয় ।

ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরাস্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বৃধশ্চ ।

গুরুশ্চ গুরুঃ শনি রাহু কেতুঃ কুর্কন্তু সর্কেষ মম সুপ্রভাতং ।”

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃধ, বৃহস্পতি, গুরু, শনি, রাহু, কেতু—ইহারা সকলে আমার সম্বন্ধে সুপ্রভাত বিধান করুন ।

নিদ্রা ত্যাগ হইল—প্রবুদ্ধ হইলাম—যেন নূতন হইয়া জগতে আসিলাম—সুতরাং সমুদয় জগৎকে স্মরণ করিতে সর্ব্বময়ের বিশ্বরূপটী ধ্যান করিতে আদিষ্ট হইলাম—গাহুষ যে দীপ্তিমান দিব্য পদার্থের প্রত্যক্ষ দ্বারা এবং উৎপত্তি, স্থিতি, ধ্বংস ব্যাপারের পরিচিস্তন দ্বারা দেব ভাবের পরিগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল, নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া জনজন্মার ত্রায় ধর্ম্মতত্ত্বের সেই আদিম সোপানে অবস্থাপিত হইলাম । কি সুন্দর তথ্য । ধর্ম্মের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ও তাহাদিগের অন্তর্নিবিষ্ট এবং বিমিশ্র সকল ভাবগুলিই যে সকলের পক্ষে সকল সময়ে বিদ্যমান থাকে, তাহা এই বিধি দ্বারা কেমন সুব্যক্ত হইল ! যাহারা মনে করেন যে, উচ্চাধিকারীর পক্ষে ধর্ম্মের নিম্নবর্ত্তী সোপান সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহারা কি ধর্ম্মতত্ত্বের কি অপর কোন তত্ত্বের প্রকৃত রহস্ত বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না । নিম্নবর্ত্তী সোপান

সকল তাহার উর্দ্ধবর্তী সোপানগুলিকে ধারণ করিয়া থাকে । নিজের সোপান একেবারে লোপ পাইবে উত্তরের সোপানও থাকে না । বর্ণমালা ভুলিয়া গিয়া কেহ বেদ পাঠ করিতে পারেন না ।

পূর্বোক্ত বিশ্বরূপ অরণের পর যে একর চিত্তার প্রয়োজন তাহা পরবর্তী শ্লোকটিতে কথিত হইয়াছে ।

“প্রাতঃ শিরসি গুরুক্ষে দিনেত্রঃ দ্বিত্বজং গুরুং

ঐসম্বদনং শান্তং অরেক্ষম পূর্বকং ॥”

প্রাতঃকালে নিজমস্তক মধ্যবর্তী গুরু পদ্যের মধ্যে দিনেত্র, দ্বিত্বজ, ঐসম্বদন, এবং শান্ত নররূপী গুরুদেবকে তাহার নাম গ্রহণপূর্বক অরণ করিবে । দিনেত্র এবং দ্বিত্বজ দুইটা বিশেষণের দ্বারা, যিনি গুরু তিনি যে নবরূপধারী তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া বলা হইল ॥

নমোহস্ত গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে ।

মস্য বাক্যায়ুতং হস্তি বিয়ং সংসারসজ্জকং ॥

সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার করি, যাহার বাক্যায়ুত পান দ্বারা সংসারাসক্তিরূপ বিষের বিনাশ হয় ।

অর্থাৎ বিশ্বরূপ চিন্তন দ্বারা যে সর্বময়ের জ্ঞানলাভে পদার্পণ হইয়াছে সেই জ্ঞানই বলিয়া দিতেছে যে, মানুষকে মানুষের স্থানেই শিক্ষালাভ করিতে হয়, মানুষকেই আদর্শরূপে পাইতে হয় এবং মানুষকেই সেই সর্বময়ের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হয় । ইতিহাসে ইহাই অবতারবাদ নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা ধর্মোন্নতিপথের একটা প্রশস্ত সোপান । যাহারা কথায় বলেন যে, কোন মানুষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা এবং সর্বোত্তমের প্রতিরূপ বলিয়া মনে করা অবিধেয়, তাহাদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত এমন মানুষ কেহ জন্মে নাই, যাহাকে নিজের জ্ঞাতসারে হউক অথবা অজ্ঞাতসারে হউক অপর কোন মানুষকে আপনার আদর্শ করিয়া লইতে না হইয়াছে । উহাই জ্ঞান এবং ধর্মোন্নতির এক মাত্র পথ । গুরুস্বীকার ব্যতিরেকে কোন জ্ঞাতি বা ব্যক্তি ধর্মশীল হইতে পারে নাই, পারিবেও না ।

কিন্তু ঐ পথে কিছু দূর গমন করিতে করিতে আর একটি সোপান প্রাপ্ত হওয়া যায় । সেই সোপান প্রাপ্তি পরবর্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

অহং দেবো ন চাত্তোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকতাকু

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ।

আমি সেই দেব তির অস্ত কেই নহি, আমিই ব্রহ্ম, আমি শোকশূন্য,
আমি সচ্চিদানন্দরূপ, নিত্যমুক্তঃ আত্মতাকসম্পন্ন ।

বিশ্বরূপ-জ্ঞান হইতে, শুদ্ধ স্বীকার বা অবতারবাদ, এবং তাহা হইতে
আপনাকে সর্বোৎকর্ষ হইতে অতিরিক্ত বোধ—এগুলি অবশ্যই পর পর হইয়া
আসিবে । প্রাতঃকালের শ্রবণীয় শ্লোক কয়েকটিতে ইহাই ক্রমশঃ প্রদর্শিত
হইয়া পূর্ণদৈতবাদ পর্য্যন্ত স্তুতিপথে সমুদিত হয়, এবং আপনাতে ও সর্ব
অভৌতিক বশতঃ সর্ব যে চৈতন্যময় তাহারও অববোধ জন্মে । কিন্তু পূর্ণে এবং
অপূর্ণে, সর্ব এবং অংশে পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্য নিবন্ধন দৈত
জ্ঞানের মূলও আছে । পরবর্তী একটি প্রাতঃশ্রবণীয় শ্লোকে অবৈতভাবে
সংশ্লিষ্ট যে দৈতবোধ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ।

লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব ত্রীকাস্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞায়ৈব ।

প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং সংসার-যাত্রামমুবর্তয়িষ্যে ॥

হে লোকেশ ! হে চৈতন্যময় ! হে আদিদেব ! হে ত্রীকাস্ত ! হে বিষ্ণু !
তোমার আজ্ঞানুসারী হইয়া তোমারই প্রীত্যর্থে এই প্রাতঃকালে উঠিয়া
আমি সংসার যাত্রার অনুবর্তন করিব ।

সর্বময়ের চৈতন্য-স্বরূপতা পূর্বেই অবধারিত হইয়াছে ; এস্থলে তাঁহার
আজ্ঞাপালন এবং তাঁহার প্রীতি সাধনের উল্লেখ পূর্বক সংসারে যে দৈত-
ভাবে প্রয়োজন তাহার অভিব্যক্তি হইল । জীবনী শক্তির মূলই সর্ব ।
জীব সেই সর্বেরই আজ্ঞাবহন করে এবং তাঁহারই প্রীতি সাধন করে, একরূপ
অভ্যাস অসঙ্গত হয় না । পরবর্তী শ্লোকটিতে ঐ অধ্যায়টি আরও গাঢ়তর-
রূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

জানামি ধর্ম্যং ন চ মে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্যং ন চ মে নিবৃত্তি ।

তুয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথানিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

আমি ধর্ম্য জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্তিশূন্য এবং অধর্ম্য জানিয়াও তাহাতে
নিবৃত্তি বিহীন ; হে হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ ! তুমি আমাকে যাহাতে নিযুক্ত
কর, আমি তাহাতেই নিযুক্ত হই ।

এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য কেহ বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে আছেন এবং তিনিই আমাদের কখন ধর্ম কার্যে কখন বা অধর্ম কার্যে নিয়োজিত করিতেছেন—শ্লোকটির তাৎপর্য একরূপ নহে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, হে ঈশ্বর! তোমার আজ্ঞা প্রালিনার্থ এবং তোমারই প্রীত্যর্থ আমি সংসার ব্যাধায় প্রবৃত্ত হইতেছি, এই জন্তই এই পরবর্তী শ্লোকে বলা হইল যে, তোমার আজ্ঞা এবং প্রীতি কিম্বে হয় তাহা হৃদয়স্থিত যে তুমি হৃদীকেশ* সেই তোমার আদেশ হইতেই তাহা জানি এবং ধর্ম কার্যে যে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম কার্যে যে নিবৃত্তি তাহাও তোমা হইতে হয়; তাহাতে আমার কর্তৃত্ব নাই। এই নিরুভিমানিতা এবং অকিঞ্চনতার স্বাপনই শ্লোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শ্লোকটি একান্ত নিরুভিমানিতারই ব্যঞ্জক। লেই অপাপবিক্র, নির্লিপ্ত, সর্বৈশ্বরের প্রতি পাপাচরণের দোষ প্রক্ষেপ করিবার জন্ত নহে।

উল্লিখিত কয়েকটি শ্লোকের পঠন মননাদি হইয়া গেলে নিম্নোক্ত ব্যক্তির একটি অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি আছে—

“প্রবুদ্ধশ্চিস্তয়েৎকর্মমর্থকাস্থাবিরোধিনং

অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যমুভয়োরপি চিস্তয়েৎ ॥”

মিদ্রা ত্যাগ হইলে পুরোবর্তী দিবাতে কি কি ধর্ম কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার চিস্তন করিবে, এবং ধর্মের অবিরোধী কি কি অর্থের সাধন করিবে তাহারও চিস্তন করিবে এবং ধর্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধী কি কি কাগ সাধন করিবে, তাহারও চিস্তন করিবে। অর্থাৎ উপস্থিত দিবসের করণীর সমুদয় ব্যাপার কতদূর সাধা পূর্কালেই অবধারিত করিয়া বহিবে। তাহার পর শয্যা হইতে নামিবে।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদিও আমাদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রীতঃস্বরূপ বিষয়গুলি যেমন যথা-যথ তেমনি উচ্চ এবং পবিত্র, এবং প্রতি দিবসে ধর্ম অর্থ এবং কাম সাধনের

* হৃদীকেশ শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ নিম্নবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।—

হৃদী কানি নিয়ম্যাহং যতঃ প্রত্যক্ষতাংগতঃ।

হৃদীকেশ ইতি শ্যামো নান্নাতৈরুৎসাহিতঃ ॥

হৃদীকেশ শব্দের আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক অর্থ নিম্নবর্তী শ্লোকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হৃদী জগৎ প্রীতিকরা রশ্ময়ো যস্য স হৃদীকেশঃ সূর্য্যঃ।

উপায় এবং প্রণালী চিন্তন সর্বতোভাবে উৎকর্ষ সাধক, তথাপি নিত্য নিত্য ঐ সকল কথার আবৃত্তি এবং চিন্তন ক্রমশঃ অকিঞ্চিৎকর, মৌখিক এবং অগভীর হইয়া যাইতে পারে। এ আপত্তি হেয়। - যাহা উৎকৃষ্ট তাহার অনুরূপে অনুরূপই উত্তম জন্মে। সদানুরূপের অভ্যাসেই চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয়। তত্ত্ব, মনকে জাগ্রৎভাবে রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিলে ঐ সকল উচ্চভাবনা দিন-দিন গভীরতর হয় এবং দিন-দিন সবলতর সর্ব্বক হইয়া উঠে। সত্য এবং উন্নত বস্তুর গুণই এই যে, উহা কখন ক্ষুণ্ণতন এবং হ্রাসশীল হয় না।

স্নাত্তিশেষে নিম্নোক্তাঙ্গ কুরিয়া জগতে ধর্মবুদ্ধির বিকাশ যে অল্পকমে হইয়াছে তাহা আত্মপূর্ব্বিক স্মরণ পূর্ব্বক সমস্ত দিবসের করণীয় ধর্মার্থকামসাধক কার্য্যগুলি স্থূল স্থূল অবধারিত করিয়া প্রিয়দর্শন ভূবে নমঃ বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিবে এবং মুখে জল দিয়া বিশুদ্ধোৎসর্গ করিতে যাইবে। এই স্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, আচার অভ্যাসের বস্তু। যে কাজ কোন এক দিন বা দুই দিন করিলাম, আর করিলাম না, তাহা আচার বলিয়া গণ্য নহে। প্রাতঃকালে বিশুদ্ধ ত্যাগ করা শাস্ত্রবিহিত আচারের মধ্যেই নির্দিষ্ট। উহা দৈনন্দিন কার্য্য এবং উহার অভ্যাস করিতে হয়।

শাস্ত্রবিধির সহিত স্বাভাবিক্যবাদীদিগের এই স্থলে একটি বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহারা বলিতে পারেন, এমন সকল বিষয়ে শাস্ত্রবিধির প্রয়োজন নাই। মল মূত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন যখন শরীরধর্ম্মে স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে, তখন উহার কাল নির্দেশের নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়া কাজ কি? একথা অগ্রাহ্য। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের কাজও অনেক এক। তাঁহাকে অনেক আজ অনন্তমনা হইয়া এবং অন্যান্য মনুষ্যের সহিত মিলিয়া একযোগে করিতে হয়। পশু পক্ষ্যাদির তায় মনুষ্যেরা সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় মল মূত্রাদি ত্যাগ করিতে পারে না। এই জন্য ঐ কার্য্যের নিমিত্ত একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। দিনরাত্তোর প্রারম্ভ কালই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। আরও একটা কথা আছে। জীবশরীরের প্রকৃতি এই যে, চেষ্টা মাত্রেরই শরীররসের শোষণ হইয়া থাকে। এই জন্য দিবান্ড প্রবৃত্ত হইয়া কাজকর্ম্মের আরম্ভ হইলে অন্তর্গত মলের ছুই রসও কিয়ৎ পরিমাণে শোষিত হইয়া প্রবহমান শোষণিতের সহিত মিশ্রিত হইতে

পারে। বাহারী অধিক বেলায় শৌচে যান, তাঁহাদিগের মল অশেপাকৃত কঠিন হয় এবং তাঁহাদিগের মুখে এবং গাত্রে ঐরূপই হর্গন্ধ হয়। বস্তুতঃ মলের রসভাগ তাঁহাদের শরীরে শোষিত হইয়া যায়। অতএব প্রভুবে বিন্মৃত্যোগের বিধি পালন যেমন কর্মকাণ্ডের সুবিধাজনক তেমনই শুচিতা এক স্বাস্থ্য-সংস্কারও অনুকূল।

সমুদয়শরীর অতি সহজেই এই অভ্যাসটী গ্রহণ করিতে পারে। অনেক কামেক সুভদ্র পরিবারের প্রাচীনা গৃহিণীরা শিশুকালকে প্রতি প্রাতঃকালে একবার শৌচার্থে কসাইয়া থাকেন। প্রথম কর্মেকদিবস হয় ত শৌচ হয় না। কিন্তু ধাতুভেদে সপ্তাহ কি দশ দিন কি বাসাবিধি কাল ধরিয়া নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিতে থাকিলে শৌচ নির্ভরময় কালটী স্থির হইয়া উঠে। যুবা এবং প্রৌঢ়েরাও চেষ্টা করিলে ঐরূপ ফল লাভ করিতে পারেন। শরীর অভ্যাসের দ্বারা। কোন সদভ্যাস পুরুষাত্মক হইলে উহা শরীরের সহজাত হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাতেই শাস্ত্রাচারের কবীভূত হইয়া প্রভুবে শৌচে গিয়া থাকেন। এই আচার তাঁহাদের পুরুষাত্মকত্বের অভ্যাস। উহাদের পীড়ার সময়েও ঐ অভ্যাস-টীর কার্যকারিতা একান্ত বিলুপ্ত হয় না এবং তাহাতে চিকিৎসার সুরিধা এবং আরোগ্য বিধানের যথেষ্ট সৌকর্য্য জন্মে।

মলমূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি শাস্ত্রাদেশ আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিব। (১) “বেগরোধে ন কর্তব্য”—বেগ রোধ করিবে না। (২) “বাচাং নিবম্য যচ্চেন জীবনোচ্ছ্বাস বর্জিত”—কথা কহিবে না, খুখু ফেলিবে না উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিবে না। (৩) “বায়ুধি বিপ্রাণাদিত্যমগঃ পশুন্ তথৈবচ”—অগ্নি মলিন, সূর্য্য, বায়ু এবং পূজাদিগের অভিমুখে জীবন এবং বিন্মৃত্য ত্যাগ করিবে না। (৪) “তিষ্ঠেন্নতি চিরং তস্মিন্ মৈব কিঞ্চিদুদী-
রয়েৎ”—যে স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে, তথায় অধিকক্ষণ থাকিবে না এবং কোন কথা কহিবে না। এই নিয়মগুলির মধ্যে প্রথমটির দ্বারা বেগ রোধ করা নিষিদ্ধ হইল। ইহা-সর্বদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্মত কথা। বেগ রোধ নিবন্ধন যে অনেকানেক কঠিন পীড়া জন্মিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিধির মূল অর্থান্তর বস্তুর সহিত গূঢ়তম স্বাস্থ্যের নিয়মও নিহিত হইয়া আছে। শরীরের উচ্ছ্বাসে যে সকল দ্রাবু বিস্তারিত তাহা-

দেয় পরিচালন হইলে শরীরের অধোভাগ নিহিত আয়ুগুলির কার্য্য মন্দীভূত হয়।
 আয়ুর কার্য্য মন্দ হইলে পেশীর কার্য্যও দুর্বল হয়। কিন্তু নিহায়ে বা বিমূত্র
 ত্যাগে শরীরের অধোভাগবর্তী পেশী কয়েকটির বিশেষ কার্য্যকারিতাই আবশ্যিক।
 উহাঙ্গিগের সম্যক কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে কোষ্ঠত্বকির ব্যাঘাত হয়। অত-
 এব শরীরের উর্দ্ধভাগবর্তী আয়ুর কার্য্য সাহায্যে অতিমাত্রায় না হয় তাহা করা
 আবশ্যিক। এই ক্ষুদ্র অকুক্ষল বা সচল বা সকল বস্তুর দর্শন স্পর্শনাদি এবং
 বাক্য কথনাদি মলমূত্র ত্যাগ কালে বিবিধ। দর্শন স্পর্শন এবং কথনাদি
 কার্য্যে উর্দ্ধগত আয়ুগুলের সমধিক সঞ্চালনা হয়। হৃদয়দর্শী ব্যক্তিমাতেই
 বুঝিতে পারিবেন যে, শৌচ ত্বকির সঙ্গে উর্দ্ধগত ব্যাঘাত মাতেই কিছু না
 কিছু ব্যাঘাত জন্মায়।

বিমূত্র ত্যাগের স্থান শায়ে কেবল নির্দিষ্ট হইয়াছে তদনুযায়ী হইয়া চলিলে,
 পথে বা পথের ধারে, পুকুরিগীতে, পুকুরিগীর পাড়ে, গোচারণ স্থানে, অথবা
 সসজ্ব বিল মধ্যে কেহ মল মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না। লোকের আবাসবাটী
 হইতে দূরে মৃত্তিকায় গর্ত করিয়া মলাদি পুত্তিয়া ফেলাই শাস্ত্রের বিধি। পরী
 গ্রামে এই বিধি প্রতি ব্যক্তি কর্তৃক সুপালিত হইতে পারে।

মল মূত্র ত্যাগের পর শৌচবিধি পালনের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার স্থল
 কথা দুইটি লোকে নিবদ্ধ।

(১) বসাগুক্রমসহঙ্ মজ্জামূত্রবিট্ কর্ণবিধাঃ।

শ্রেয়াশ্রদ্বিক্রান্তেনো দ্বাদশৈতে নৃনাং মলাঃ।

মহাশয় শরীরের মল দ্বারটী ; (১) বস (২) গুক্র (৩) অশ্রু (৪) মজ্জা (৫)
 মূত্র (৬) বিষ্ঠা (৭) কর্ণজল, (৮) মথ (৯) শ্রেয়া (১০) অশ্রুজল (১১) পিঁচুটি
 (১২) স্বেদ।

(২) আদদীত স্কন্দোহশচবট্ভু শুদ্ধয়ে।

উত্তরেবুত্বট্ ভক্তিঃ কেবলাভিবিভক্ত্যতি।

উল্লিখিত দ্বাদশটী মলের মধ্যে প্রথম ছয়টির শুদ্ধির নিমিত্ত মৃত্তিকা এবং
 জল উত্তরের প্রয়োজন। শেষের ছয়টির শুদ্ধি একমাত্র পবিত্র জল দ্বারাই
 হয়।

অতএব শাস্ত্রানুসারে মল মূত্র ত্যাগের পর মৃৎ শৌচ এবং জল উত্তর

শৌচই করিতে হয়। * শুদ্ধজলশৌচমাত্র করিলে হয় না। আর যে প্রকার মৃত্তিকা লইয়া শৌচকার্য্য নিরূপ করিতে হয় তাহাও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। “বল্লীকি মৃষিকৌদ্বাতাঃ সূদামতর্জলাঃ তথা। শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দত্যাৎ লেপসম্ভবাং” অর্থাৎ উইয়ের মাটি, ইন্দুর মাটি, জলের তিতরের মাটি অস্ত্রের শৌচাবশিষ্ট মাটি, গৃহের লেপ ক্ষয় মাটি গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ ভিজা হুড়হুড়ে বা কোন প্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীর ময়ূরবিশিষ্ট বা হয় সাবধানতাসহকারে এরূপ বিজ্ঞান-মৃত্তিকা গ্রহণ করা বিধেয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণিশরীরে তৈলবৎ পদার্থের সংযোগ থাকেই থাকে। এইজন্য তৎসংস্পৃষ্ট মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে প্রশস্ত হয় না। কারণ বিজ্ঞাতেও তৈলবৎ পদার্থ পিত্তের সংযোগ আছে। সাবানের ব্যবহারও সেই জন্ত অপ্রশস্ত।

ফলতঃ বিষ্ঠা এবং মূত্র শরীরের বড়ই দূষিত বস্তু। বিজ্ঞান মৃত্তিকাশৌচ দ্বারাই উহাদিগের দোষ সম্যক পরিহৃত হইতে পারে, অথচ কোন প্রকারে তেমন হয় না। পৃথিবীর অপর সকল লোক অপেক্ষা ভারতবাসী ব্রাহ্মণেরাই অধিকতর শৌচাচার পরাক্রম। শুচিতার প্রতি এই রূপ স্থির লক্ষ্য হওয়াতে পবিত্রতার প্রতিও তাঁহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া আছে।

শৌচাবসানে হস্তপাদাদি প্রক্ষালন করিয়া আচমন। দস্তধাবনের পূর্বে যে আচমন তাহা সামান্য কুলি মাত্র। সে আচমনের প্রকৃতি নিম্নবর্তী শ্লোক-টিতে পরিস্কৃত হইয়া আছে।

গঙ্গাং পূর্ণ্যজলাং প্রাপ্য চতুর্দশ বিকর্ষয়েৎ।

শৌচমাচমনং কেশং নির্ম্যাণ্য মলক্ষণং ॥

পূর্ণ্যজলা গঙ্গাতে শৌচ, আচমন, (অর্থাৎ মুখশোধককুলী) কেশ নির্মাণ্য নিক্ষেপ প্রভৃতি চতুর্দশ কন্ম ত্যাগ করিবে। শুচিতা সম্পাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আচমনের অনুষ্ঠানটা অতীব প্রশস্ত। এমন কোন ঐবধ-কার্য্যই নাই বাহার আশ্রিতে আচমন করিবার বিধি নাই।

* অনেকেরই জানা নাই যে মুসলমানদিগের শাস্ত্রে দৈনিক সকল কার্য্যের জন্তই দৃঢ় মন্ত্র নির্মাবলী আছে। প্রপ্রাণ করিয়া জল-লওর, মূত্রশৌচ, হস্ত পদ প্রক্ষালনের নিয়ম, ভক্ষ্যাত্ম্যের বিচার প্রভৃতি বিষয়ে উহাদের শাস্ত্রে অনেকটা আঁটা আঁটি দেখা যায়। যখনরাও রেজিষ্টার জার খোলাচারপত্র লিখেন।

আচমনের মন্ত্রটি অতি উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পথ প্রদর্শন করে। মন্ত্রটি প্রণবের সহিত তিন বার বিষ্ণুর নামোচ্চারণ পূর্বক সপ্রণব—
“তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততং” এই বাক্য।
“জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর (সর্বব্যাপকের) সেই বিশ্ব প্রকাশক পরমপদ (স্বরূপ) সর্বদাই দর্শন করেন, যেমন আকাশে চক্ষুঃ (সূর্য) নিত্যই (সেই পরমপদ) দেখিয়া থাকেন। অপিচ, আচমন প্রক্রিয়াতে শরীরের আট ভাগ একে একে স্পর্শ করিতে হয় যথা—

খং মুখং নাসিকে বায়ুং নেত্রে সূর্য্যং ক্রতীদিশঃ ।

প্রাণগ্রস্থিমথো নাভিং ব্রহ্মাণং হৃদয়ে স্পৃশেৎ ।

কুদ্রং মূৰ্দ্ধাণমালভ্য শ্রীণাতাথ শিখাম্বীন ॥

অর্থাৎ মুখ বিবরে আকাশ, নাসিকাদ্বয়ে বায়ু, চক্ষুতে সূর্য্য, কর্ণদ্বয়ে দিক্ নাভিদেখে প্রাণগ্রস্থি, হৃদয়ে ব্রহ্মা, শিরোভাগে কুদ্র এবং শিখায় ঋষিগণকে স্পর্শ-করিয়া প্রীত করিবে। তবেই জ্ঞানী আচমন কর্তার নিজ শরীরটাই যেন প্রাকৃতিক দেবদেহ বলিয়া প্রতীয়মান হইবার যোগ্য হইল এবং তিনি মূল-মন্ত্রদ্বারা আকাশস্থিত চক্ষুর ত্রায় সর্বদা সর্বব্যাপক সেই পরমপদ দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে, চিন্তে এবং বুদ্ধিতে কোথাও আর অশু-চিতার স্থান রহিল না। জগৎচক্ষু সূর্য্যের পদে অবস্থাপিত হইয়া দৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় অন্তর্মূলের মুখ্য উপাদান যে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা এবং একদেশ-দর্শিতা তাহা অবশ্যই অপনীত হইয়া যাইবে।

বস্তুতঃ আচমন মন্ত্রের ভাবগ্রহ হইয়া তাহার অভ্যাস হইলেই ঐশ্বর্য্য
“যোসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোহহমস্মি” এই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে—
দৈবতবোধ হইতে অদৈবত জ্ঞানের প্রবৃ্ত্তি আরম্ভ হয়। আচমনের অভ্যাস বড়ই উন্নত বস্তু এবং তজ্জগৎই ইহার পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠানের আদেশ।

প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে দস্তধাবনের ব্যবস্থা আছে। দস্তধাবন কার্য্যে যে যে প্রকার কাষ্ঠ প্রযুক্ত তাহা দুইটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

(১) তিক্তং কষায়ং কটুকং স্নগন্ধি কণ্টকান্বিতং ।

কীরিণৌবৃক্ষ গুল্মানাং ভক্ষয়েদস্তধাবনং ।

তিক্ত, কষায়, কটু, স্নগন্ধি, কণ্টকযুক্ত এবং গুল্ম আঠা বিশিষ্ট যে বৃক্ষ-শুল্মাদি তাহাদিগের হইতে দস্ত কাষ্ঠিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) খদিরশু কদমশু করঞ্জশু তথা বটঃ ।

তিস্তিভী বেণুপৃষ্ঠঞ্চ আত্মনিষৌ তথৈবচ ।

অপামার্গশু ষিগশু অর্কশ্চোভুয়রন্তথা ॥

খদির, কদম, করঞ্জ, তেঁতুল, বংশপৃষ্ঠ (বাখারি), আম্র, নিম্ব, আপাণ্ড, বেল, আকন্দ এবং ডুম্বুর (ইহাদের দন্তকাষ্ঠিকা উৎকৃষ্ট) ।

দন্ত কাষ্ঠিকার একটা মন্ত্র আছে, যথা—

আয়ুর্কলং যশোবর্চঃ প্রজাঃ পশু বহুনিচ ।

ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নোদেহি বনস্পতে ।

হে বনস্পতে ! আমাদিগকে আয়ুঃ, বল, যশ, তেজঃ, প্রজা, পশু, ধন, ব্রহ্মজ্ঞান এবং মেধা প্রদান কর ।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অসীম অনেকের মধ্যে যাহারা সর্বদাই সেই ধ্রুব এক-
ত্বের অনুভব করিতে পারিতেন, সেই আত্মসাক্ষাৎকৃত্যহরিরাই সামান্য দাঁতের
কাটিও যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে অনুকূলতা করিতে পারে তাহা বুঝিতেন ।

দন্তধাবন সম্বন্ধে অপর যে কয়েকটী বিধি আছে সংক্ষেপে তাহাদিগের
উল্লেখ করিতেছি ।

(১) শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহেহজীর্ণ সম্ভবে ।

ব্রতেচৈবোপবাসেচ বর্জয়েদদন্তধাবনং । *

শ্রাদ্ধদিনে, জন্মদিনে, বিবাহদিনে, অজীর্ণ দোষ হইলে, ব্রতকালে এবং
উপবাসকালে দন্তধাবন করিবে না ।

(২) দন্তধাবনমত্যাং প্রাঙ্গুথ উদঙমুখোবা ।

পূর্ক অথবা উত্তর মুখ হইয়া দন্তধাবন করিবে ।

(৩) চতুর্দশ্যষ্টমীচৈব অমাবস্তার্থ পূর্ণিমা ।

পার্বণ্যেভ্যানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তিরেব চ ।

(৪) সর্বশ্বপিতৃ দন্তধাবনং বর্জয়েৎ ।

চতুর্দশী, অষ্টমী অমাবস্তা, পূর্ণিমা এবং রবি-সংক্রান্তি — এই গুলি পর্কাহ ।
পর্কাহে দন্তকাষ্ঠিকার ব্যবহার করিবে না ।

(৫) তৃণাকারকপালাশ্ববালুকায়মচন্দ্রতিঃ ।

দন্তধাবনকর্তারো ভবন্তি পুরুষাধমাঃ ॥

তুণ, অঙ্গার, কপাল (হুঁড়ি কলসী ভাঙ্গা খোলা) পাথর, বালুকা, লৌহ এবং চর্ম দ্বারা দন্তধাবন করিলে পুরুষাধম হয়।

(৬) তরুণাচানামিকানুষ্ঠৌ বর্জয়েদদন্তধাবনং ।

অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অত্র কোন অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবন করিবে না।

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত শ্লোক দ্বারা ক্ষতশৌচ হইলে যে সকল দিনে নির্দিষ্ট কার্যের ব্যাঘাত হয়, সেই সকল দিনে দন্তধাবনের নিষেধ হইয়াছে, আর অজীর্ণ দোষ থাকিলেও দন্তধাবন নিষিদ্ধ হইয়াছে। অজীর্ণ দোষে দন্তধাবন বমনোদ্বেককারী এবং অজীর্ণের বর্ধক হইতে পারে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যগ্রহ ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতিসাপেক্ষ। ভারতবর্ষ যে অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত তাহাতে এদেশে উত্তর শিয়রে শয়ন করার দোষ বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন প্রায় হইয়া উঠিয়াছে; এই জন্ত বোধ হয় যে, বিজ্ঞান নিজের আরও একটু বড় হইয়া উঠিলে পূর্ব এবং উত্তরাংশ হইয়া দন্তধাবন করিবার উপকারিতাও বুঝিতে পারিবে*। আর পূর্ণিমা এবং অমাবস্তাদি তিথির ভেদে মনুষ্যদেহে রোগ প্রবণতার ন্যূনাতিরেক হয়, ইহা বহুকালের পর ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অনুভূত হইয়াছে; সুতরাং কালক্রমে সেই বিজ্ঞান যে মনুষ্যদেহে অত্রাণ্ড তিথ্যাদিরও প্রভাব বুঝিবে এবং তাহা বুঝিয়া তিথ্যুপযোগী অনুষ্ঠানের নিদান দেখিতে পাইবে, ইহাও অনুভবযোগ্য। পঞ্চম শ্লোকটির দ্বারা দুইটি কথা প্রতিপত্তি হয়। এক কথা, দন্তধাবন কার্যে কয়েকটি বস্তু দৃষ্ট; দ্বিতীয় কথা, দন্তধাবন কার্যটি বলপূর্বক ঘর্ষণ দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে নাই। ব্রাহ্মণ শুচি হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তিনি শুচিবেয়ে হইবেন, শাস্ত্রের এরূপ উদ্দেশ্য নয়। এই জন্তই বোধ হয় দুর্বল অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারাই দন্তধাবনের বিধি, তৎকার্যে তর্জনী মধ্যমাদি বলবন্তর অঙ্গুলির নিষেধ। দাঁতের কাটির প্রান্তভাগ যে স্বয়ং

* পৃথিবী স্বয়ং একটি বিশাল চুম্বক। ইহার চৌম্বকত্ব সকল সময়েই সকলের প্রতি কার্যকারী। মার্কন দেশের চৌম্বক উদ্ভিদ এই পার্থিব বলের প্রভাবেই দিন রাত্রির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে পত্রগুলির মুখ ফিরাইয়া জন্মে। এই চৌম্বক বলকে অনুকূল করিবার জন্যই কি বিশেষ বিশেষ কার্য কালে মুখ ফিরাইবার ব্যবস্থা এবং শয়ন কালে বিশেষ বিশেষ শিয়রে শুইবার ব্যবস্থা?

দন্তে চিবাইয়া খেঁত করিতে হয় না প্রস্তরাদিতে ছেঁচিয়া খেঁত করিতে হয় ইহাও ফলবলতঃ লভ্য । অতিরিক্ত দাঁত ষোঁটার স্পষ্ট নিবারণ আছে ।

দন্তলঙ্ঘনসংহার্য্যং লেপং মন্ত্রেত দন্তবৎ ।

ন তত্র বহুশঃ কুর্ষাদ্ যত্নমুক্তরণে পুনঃ ॥

দাঁতে কিছু লাগিলে যদি (জিহ্বা দ্বারা) না ছাড়ান যায় তবে উহা ছাড়াইবার জন্য অধিক যত্ন করিবে না উহাকে দন্তবৎ মনে করিবে ; সূতরাং উহাতে অশুচিতা জন্মিবে না ।

যে পর্ব্বাহাদিতে দন্তকাষ্ঠিকার নিষেধ তাহাতে দুই প্রকার অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে । পত্রের দ্বারা দন্তধাবন করা যায় আর দ্বাদশবার জল গগুন গ্রহণ বা কুল্লি করিলেও হয় ।

কিন্তু দিনভেদে কাষ্ঠিকা দ্বারা দন্তধাবনের বিধি নিষেধ থাকিলেও জিহ্বা-ল্লেখ বা জিবছোলার নিষেধ কখনই নাই । ঐ কার্য্য পত্র দ্বারা করণীয় । জিহ্বোল্লেখ কার্য্যে নিম্নলিখিত তৃণরাজদিগের অর্থাৎ তালজাতীয় বৃক্ষগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ——

গুবাকতালহিস্তালী তথা তাড়ী চ বেতসী ।

খর্জুর নারিকেলৌচ সঠৈপ্তে তৃণরাজকাঃ ॥

দন্তধাবনকালে কথা কহিতে নাই । অধিক বেলা করিয়া দন্তধাবন করাও নিষিদ্ধ । এখন দেখিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ মধ্যাহ্ন স্নান কাল পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া দন্তধাবন করেন । তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে——

মধ্যাহ্নস্নান কালেচ যঃ কুর্ষাদ্দন্তধাবনং ।

নিরাশান্তস্ত গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥

মধ্যাহ্নস্নানকালে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করেন পিতৃগণের সহিত দেবগণ তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া গমন করেন । অতএব প্রাতঃকালেই দন্তধাবন করিতে হয় ।

শাস্ত্রানুযায়ী হইয়া চক্ষু বিধৌত করিতে হইলে মুখের ভিতরে শীতল জল রাখিয়া দুই চক্ষু ধুইতে হয় । বিনা প্রক্ষালনে এক হাতে দুই চক্ষু ধৌত করা নিষিদ্ধ । তাহাতে শুচিতার রক্ষা করা হয় না ।

অশুচিতার সমূহ দোষ । শাস্ত্রের স্পষ্ট কথাই এই——

জ্ঞানং দানং তপস্ত্যাগো যজ্ঞকর্মবিধিক্রিয়াঃ ।

মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচত্রয়স্য নিকলাঃ ।

ওচিতার একান্ত পক্ষপাতী আর্ঘ্যশাস্ত্র যে উহার সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান
জ্ঞানের * প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় ।

অঙ্গাঙ্গা নাচরেন্ কৰ্ম জপহোমাদি কিঞ্চন ।

লালাশ্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নানুষ্ঠিতঃ পুমান্ ॥

অত্যন্তশুল্লিনঃ কারো নবচ্ছিন্নসমস্থিতঃ ।

অবতোব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধয়েৎ ॥

নির্দোষিত পুরুষ লালান্বেদাদি সমাকীর্ণ দেহ লইয়া জপ হোমাদি কোন বৈধ
কর্মই স্নান না করিয়া করিবেন না । নবচ্ছিন্ন সমস্থিত শরীর অত্যন্ত অশুচি ;
দিবা রাত্রি ইহা হইতে কিছু না কিছু ক্ষরিত হইতেছে । প্রাতঃস্নানদ্বারা
ইহার শোধন হয় ।

বস্তুতঃ অনাতুর ব্যক্তি মাত্রেই প্রতি প্রাতঃস্নান করিবার আদেশ আছে ।
গৃহীর প্রতি দুইবার এবং অপর আশ্রমীর প্রতি তিন বার স্নান করিবার
বিধি । তাহার প্রথম স্নানটাই প্রাতঃস্নান । অরুণোদয় উহার মুখ্যকাল ।
নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করতঃ দুই হস্ত দ্বারা মুখ নাসিকা চক্ষুঃ এবং
কর্ণদ্বার ক্রক্ক করিয়া পূর্ব বা উত্তরাস্ত হইয়া তিনবার শিরোমজ্জন করিয়া
লইলে এই স্নান হয় । প্রাতঃস্নানটী সংক্ষেপেই সারিতে হয় । শিরোমজ্জনের
নিয়ম এই—যদি স্রোতোজল হয় তবে যে দিক হইতে স্রোতঃ আইসে সেই
মুখে ডুব দিতে হয় যদি স্থির জল হয় বা গৃহে তোলা জল হয় সূর্যাভিমুখ
হইয়া শিরঃস্নান করিতে হয় । স্নানকালে কথা কহিতে নাই এবং পরণ
কাপড়ে গা মাজিতে নাই ।

উল্লিখিত বিধিগুলির প্রতি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায়
যে স্নানের দ্বারা কেবল ওচিতা সম্পাদন হয় বলিয়াই যে শাস্ত্রে স্নানের সমা-

* যে সকল দেশে আচার শিক্ষার শাস্ত্র নাই তথায় লোক সকল কেমন অশুচি
হইয়া থাকে তাহা আচারদিগের বর্ণনায় অগোচর । একজন করাগী পণ্ডিত একটু গর্ব
করিয়াই বলিয়াছেন যে, উহার বর্ণনায়েরা গড়ে দুই বৎসরের মধ্যে একবার স্নান
বরে । তিনিই বলেন ইংলণ্ডবাসীরা গড়ে তিন বৎসরান্তর, জার্মানরা পাঁচ বৎসরান্তর,
সবীয়েরা ছয় বৎসরান্তর একবার স্নান করিয়া থাকে ।



আচার প্রবন্ধ

দর হইয়াছে ও তাহা নহে জ্ঞানের স্বাস্থ্যকারিতার প্রতিও সর্বদিকদর্শী শাস্ত্রের স্মৃতিষ্ক দৃষ্টি আছে।

জ্ঞানং পবিত্রমায়ুষ্যং শ্রমশ্বেদমলাপহং ।

শরীরবলসন্ধানং কেশমোজস্করং পুং ।

জ্ঞান পবিত্রতাজনক, আয়ুর্বর্দ্ধক, শ্রমনাশক, শ্বেদনিবারক, মলাপহারক, কেশবর্দ্ধক, পরম তেজস্কর।

যে প্রকার জ্ঞানে স্বাস্থ্য হানির অথবা অন্ত কোন হানির সম্ভাবনা তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

ন জ্ঞানমাচরেদ্ধুক্তা নাতুরো ন মহানিষি ।

ন বাসোভিঃ সহাজস্য নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে ॥

ভোজনের পর কিম্বা গীড়া থাকিতে বা রাত্রি নয়টা হইতে তিনটার মধ্যে কিম্বা অধিক ঘন পরিধান করিয়া অথবা অপরিচিত জলাশয়ে জ্ঞান করিবে না।

ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম জলাশয়ে জ্ঞান অপ্রশস্ত।

প্রভূতে বিদ্যমানতু উদকে স্নানোহরে ।

নান্নোদকে দ্বিজঃ স্নায়াৎ নদীক্ষেত্ৰস্যজ্য কৃত্রিমে ॥

স্নানোহর প্রভূত জলাশয় প্রাপ্ত হইলে স্নানোদক জলাশয়ে জ্ঞান করিবে না এবং নদী ত্যাগ করিয়া কোন কৃত্রিম জলাশয়ে জ্ঞান করিবে না।

সমুদ্র জলে জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা—

জন্মান্তরসহস্রৈঃ যৎ পাপং কুরুতে নরঃ ।

মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ স্নাত্বাক্ষারার্ণবে সৰুৎ ।

জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটি শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্যও প্রাকৃতবুদ্ধিগম্য—

স্নাতস্ত বহ্নিতোয়েন তথাচ পরবারিণা ।

কায়গুদ্ধিং বিজানীয়াৎ নতু জ্ঞানফলং লভেৎ ॥

উষ্ণজলে এবং অপরকর্তৃক আনীত জলে জ্ঞান করিলে শরীর শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানের সকল ফল ফলে না, অর্থাৎ স্বয়ং জলাশয়ে গমম করিয়া পীতল জলে অবগাহন করিলেই জ্ঞানের সমগ্র ফল লাভ হইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত অবগাহন জ্ঞানের কথাই বলা হইল। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান সাত প্রকার, * যথা—

মাত্ৰং ভৌমং তথাগ্ৰেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ ।

বাক্ৰণং মানসকৈব সপ্তজ্ঞানং প্রকীৰ্ত্তিতং ॥

মন্ত্রবিশেষ পাঠে মাত্ৰজ্ঞান হয়, শক্তিকলস্তন দ্বারা ভৌমজ্ঞান হয়, হোমায়ী-সম্বৃত ভস্ম লেপনে আগ্নেয় জ্ঞান হয়, গোপাদরজঃ প্রবহমান বায়ুতে বায়ব্য জ্ঞান হয়, সাতপ বৃষ্টিপাতের দ্বারা দিব্য জ্ঞান হয়, জলে মজ্জন করিলে বাক্ৰণ জ্ঞান হয় এবং বিষ্ণু চিন্তনের দ্বারা মানস জ্ঞান হয়।

যাঁহারা দিনের মধ্যে তিন সন্ধ্যায় তিন বার অথবা প্রাতে এবং মধ্যাহ্নে দুইবার অবগাহন করিতে না পারেন, তাঁহারা একাধিকবার অবগাহনের স্থলে অপর ছয় প্রকার জ্ঞানের কোন এক প্রকারকে অনুকল্প স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অশক্ত এবং আতুরের পক্ষে আরও এক প্রকার জ্ঞানানুকল্প আছে। যথা—

অশিরস্কং ভবেৎ জ্ঞানং জ্ঞানশক্তৌ তু কৰ্ম্মিণাম্ ।

আদ্ৰেণ বাসসাবাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ ।

কৰ্ম্মি-ব্যক্তি জ্ঞানে অশক্ত হইলে মন্তক না ভিজাইয়া অথবা আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা গা মুছিয়া জ্ঞানের অনুকল্প করিতে পারেন; তাহা করিতে পারেন। তাহা করিলে বিধির লঙ্ঘন হয় না। আমাদের বাসভূমি বঙ্গদেশের বায়ু অতিশয় সজল। এখানে অনেকের ধাতুতেই একাধিক বার অবগাহন জ্ঞান সহ না হইলেও না হইতে পারে, বোধ হয়, সেই কারণেই ক্রমশঃ পশ্চিম প্রদেশের অপেক্ষা এখানে দুই তিনবার আবগাহীর সংখ্যা অনেক নূন। এখানে প্রাতিঃস্মারীরা মধ্যাহ্নজ্ঞানে অবগাহনের অনুকল্প গ্রহণ করেন, এবং মধ্যাহ্ন-স্মারীরা প্রাতিঃস্মানকালে অনুকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা প্রাতিঃস্মান করেন না, তাঁহারা রাত্রিবাসত্যাগ, আচমন ও কেশ প্রসাধন * পূৰ্ব্বক প্রযত হইয়া মানস বা মাত্ৰ জ্ঞান করেন।

* মূলজ্ঞানোপায় ভৌমজ্ঞান এক প্রকার স্বীকার করেন।

* মূলজ্ঞানদিগের মধ্যেও কেশ প্রসাধনের শুচিতা স্বীকৃত আছে।

মাত্ৰ জ্ঞানের মন্ত্রটী সন্ধ্যাপাসনার অন্তর্গত মার্জন মন্ত্র; অর্থ এই—

যাবন্তু রাজিবাসোস্তি তাবদপ্রবতো নরঃ ।

তস্মাদ্ যত্নেন তত্ত্যজ্যমাসৌ শুদ্ধিমভীপতা ।

আচান্তস্ততঃ কুর্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনং ॥

যতক্ষণ রাজিবাস ধারণ করা থাকে ততক্ষণ শুচিতা জন্মে না ; এই জন্ত শুচিতাভিলাষি-ব্যক্তি (বৈধ কক্ষে প্রযুক্ত হইবার) পূর্বেই রাজিবাস ত্যাগ করিবেন এবং আচমনের পরেই কেশ প্রসাধন করিবেন ।

এইরূপে অবগাহন স্নান অথবা তদনুকূল অপর কোন স্নান এবং রাজি-বাসত্যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জল বা মৃত্তিকা অথবা চন্দনাদি দ্বারা তিলক করিবে এবং তাহার পর দেবতা, ঋষি এবং (মৃত পিতৃকের পক্ষে) পিতৃ তর্পণ করিবে । তর্পণের প্রধান মন্ত্র এই—

আত্রিষ্ঠ স্তম্বপৰ্য্যন্তং জগৎ তৃপাতু ।

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হউক ।

তর্পণ ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয় । সন্ধ্যার উপাসনা অতীব পবিত্র । সমস্ত বিশ্ব, তৎস্বরূপ, তদ্ব্যাপক এবং তদভীত——

জাতমেতন্ময়া ত্বন্তো যথাপূর্বমদিং জগৎ

বিষ্ণুর্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতচ্চ ন পরং বিত্ততে ততঃ ।

সেই তাঁহা (পরম সত্য) হইতে আমাকর্তৃক এই জগৎ যথাপূর্ব প্রযুত হইয়াছে । অতএব এই জগৎ বিষ্ণু, বিষ্ণুই এই জগতের কারণ এবং বিষ্ণুই ইহার আধার । তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই ।

সেই পরমসত্যের সহিত মানবাত্মার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রগুলিতে অতীব সুব্যক্ত । বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে ঐ সকল মন্ত্রের কি অক্ষরার্থ কি তাৎপর্য্যার্থ এক্ষণে অনেকেরই অনায়ত্ত । কার্য্যকালে স্মরণ হয় না ; সুতরাং

হে জগৎ সকল ! তোমরা অতি সুখদাতা, ইহকালে [প্রত্যকতঃ] আমার উপায় কর এবং অন্তে [পরোকতঃ] পরমপদার্থে সংযোজিত করিও ; তোমরা [বহুত্ব হইতে একত্ব প্রাপ্তির অনুরূপে] জননীর স্তায় হিতকারিণী, আমাদিগকে অনিষ্টশূন্য মঙ্গলভর রস প্রদান কর । তোমরা যে রস দ্বারা জগৎকে তৃপ্ত করিতেছে, সেই রস [“রসো বৈব সঃ” দ্বারা] [তোমরা বাহ্যর বাহ্যরূপ মাত্র] আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর ।

সন্ধ্যাকৃত্যেব সমাক্ ফললাভ হইতেছে না। সন্ধ্যার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

বা সন্ধ্যা সাত্ত্ব গায়ত্রী দ্বিধাতুয়া প্রতিষ্ঠিতা।

সন্ধ্যা উপাসিতা বেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ ॥

‘যিনি গায়ত্রী তিনিই সন্ধ্যা, একেই দ্বিধা হইয়া আছেন; যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন তিনি বিষ্ণুরই উপাসনা করেন।

নিত্য সন্ধ্যোপাসকের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

যাযজ্ঞীবনশ্রীস্তু যজ্ঞিসন্ধ্যাং করোতি চ।

স চ সূর্যাসমোবিপ্রস্তেজসা তপসা সদা ॥

তৎপাদপদ্মবজসা সন্তঃ পূতা বসুন্ধরা।

জীবনুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতোহি যোদ্বিজঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্বাহ্ন-কৃত্য।

রাত্রি ৪।০ টা হইতে প্রভাতকাল ৬টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্যের সময়। তাহার পর দিনকৃত্যেব আরম্ভ। *

দিনকৃত্যের প্রথম ভাগে অর্থাৎ বেলা ৬টা হইতে ৭।০ টা পর্য্যন্ত প্রথম যামার্কে দেবগৃহ মার্জনা দি কার্য্য, গুরু ও মঙ্গল দ্রব্য দর্শন, কেশ প্রসাধন, দর্পণে মুখদর্শন এবং পুষ্পচয়ন করিতে হয়। ৭।০ টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যামার্কে বেদাভ্যাসেব বিধি। বেদাভ্যাস পঞ্চধা বিভক্ত—(১) বেদস্বী-করণ অর্থাৎ গুরুর স্থানে শ্রবণ—(২) বেদবিচার অর্থাৎ তর্ক করিয়া আলো-চনা—(৩) বেদের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি—(৪) বেদের জপ অর্থাৎ মানসচিন্তন—(৫) বেদের ধ্যান অর্থাৎ অধ্যাপন।

বে ব্রাহ্মণ যে বেদের এবং যে বেদশাখার অন্তর্গত তাহার যে দৈনন্দিন পাঠ্যভাগ বা স্বাধ্যায় তাহার অধ্যয়ন না করিয়া অন্ত্র শাস্ত্রাদির আলোচনা করিবে না [একণে গায়ত্রীর পাঠ ইহার অন্তর্ভুক্ত]। স্বাধ্যায় পাঠ পরি-সমাপ্ত হইলে স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদশাখা ব্যাকরণাদি অধীত হইতে পারে।

* মুসলমানদিগের মধ্যে নমাজ এবং কোরাণ পাঠ প্রভৃতিই আরম্ভ হয়।

শাস্ত্রাধ্যয়নের পক্ষে এই দ্বিতীয় ষামার্কি কালটী অতীব প্রশস্ত। শরীর
ভুতি, মনোবৃত্তি সতেজ, এবং স্নান তর্পণ সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা চিত্তের সম্যক
উদ্যোগ সাধিত হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে শাস্ত্রালোচনার মনঃসংযোগ অধিক
হইবে, স্মৃতির বলবত্তা নিবন্ধন উত্তমরূপ স্মরণ থাকিবে, শাস্ত্রোক্ত উদার ভাব-
গুলি সহজেই হৃদয়ে স্থান পাইবে এবং শাস্ত্রচিন্তার ক্রেশতার অন্ত হইবে।
দিবসের এই সর্বোৎকৃষ্ট ভাগটী আর্ধ্য ঋষিরা বিছোপার্জনে ব্যস্ত করিবার
বিধি প্রদান করিয়াছেন। বিচার প্রতি তাঁহাদের বড়ই সমাদর ছিল।
তাঁহাদের মতে বেদাভ্যাস পরম তপস্যা।

বেদাভ্যাসোহি বিপ্রাণাং পরমস্তপ উচ্যতে।

ব্রহ্মবজ্রঃ সবিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতশ্চ যঃ ॥

ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা; ষড়ঙ্গ সহিত বেদা-
ভ্যাসকে ব্রহ্মবজ্র বলিয়াই জানিবে।

অত্যাশ্রয় শাস্ত্রে অধ্যয়ন সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—

দানেন তপসা যজ্ঞৈরুপবাসৈব তৈস্তথা।

ন তাং গতিমবাপ্নোতি বিদ্যা যামবাপ্নুয়াৎ ॥

বিদ্যা দ্বারা যে সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ উপবাস, ব্রত,
কাহার দ্বারা সে সদ্গতি লাভ হয় না। ফলতঃ বিদ্যা মাত্রেই আদরণীয়।
যাহা কিছু হইতে বেদার্থ অধিগত হওয়া যায়, তাহারই গৌরব করিতে হয়।

সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈঃ যঃ শিষ্যমভ্যুপগতঃ।

দেশভাষাজ্ঞাপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুস্বতঃ ॥

কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কি দেশ প্রচলিত ভাষা, যে উপায়েই হউক, যিনি
শিষ্যকে বেদান্তরূপ শিক্ষা প্রদান করেন তিনিই গুরু। অতএব দেশভাষাদির
সাক্ষাৎ পাঠনা অথবা তাহাতে গ্রন্থ রচনা দ্বারা লোককে শিক্ষা দান করা,
এই দ্বিতীয় ষামার্কের বিধিবোধিত অনুষ্ঠানের মধ্যেই গণ্য।

গ্রন্থ বিরচন বেকরূপ বিহিত কার্য্য, গ্রন্থের লিখন এবং বিতরণও সেইরূপ
জ্ঞানচর্চার অন্তর্কূল ব্যাপার বলিয়া বিলক্ষণ প্রশংসনীয়।

ইতিহাসপুরাণানি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি।

ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুনীকৃতং ॥

যিনি ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ লিখিয়া [বা ছাপাইয়া] দান করেন তাঁহার ব্রহ্ম [বেদ] দানের দ্বিগুণ পুণ্য হয়।

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার দান অত্যাবশ্যক। শ্রুতি বলিতেছেন—

যোহরহরধীত্যবিদ্যামর্থিত্যো ন প্রযচ্ছেৎ স কার্য্যা হস্তাৎ শ্রেয়সো দ্বার-
মাবুহুয়াৎ।

যিনি অহরহ বিদ্যাভ্যাস করিয়া বিদ্যার্থীকে না দান করেন, তিনি কার্য্য ব্যাঘাতক, তিনি মঙ্গলের দ্বার বদ্ধ করেন।

বিদ্যার আদান প্রদান সম্বন্ধীয় কয়েকটি আর্থানীতি জ্ঞাতব্য।

(১) যো গুরং পূজয়েন্নিতং তন্তু বিদ্যা প্রসীদতি।

তৎপ্রসাদেন বস্মাৎ স প্রাপ্নোতি সর্বসম্পদঃ ॥

যে ব্যক্তি নিত্য গুরুপূজা করে তাহার প্রতি বিদ্যা প্রসন্না হয়েন; গুরুর অনুগ্রহেই সকল সম্পদের (হেতুভূত বিদ্যার) লাভ হয়।

(২) বিশ্বরেক্ষ তথা মোচ্যাৎ যোহপি শাস্ত্রমবুভুভঃ।

স যাতি নরকং ঘোরং অক্ষয়ং ভীমদর্শনং ॥

স্বর্থাবশতঃ যে ব্যক্তি শাস্ত্র শিখিয়া ভুলিয়া যায় তাহার ঘোর ভীমদর্শন অক্ষয় নরক প্রাপ্তি হয়।

(৩) যশ্চবিদ্যামাসাশ্চ তয়াজীবেন্নতশ্চ পরলোকে ফলপ্রদা তবতি যশ্চ
বিদ্যয়া পরেধাৎ যশোহস্তি।

বিদ্যালাভ করিয়া যিনি তদ্বারা জীবিকার্জন করেন [ছাত্র পড়াইয়া তাহার স্থানে বেতন গ্রহণ করেন] আর যিনি অশ্রের যশ নষ্ট করেন তাঁহারও পরলোকে কোন ফলপ্রাপ্তি ফল হয় না।

(৪) উপাধ্যায়শ্চ যোবৃত্তিং দদ্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্।

কিন্নদত্তং ভবেত্তেন ধর্মকামার্থমিচ্ছতা।

ত্রিবিধসাধনের অভিলাষী যিনি অধ্যাপকের বৃত্তি স্থাপনপূর্বক ব্রাহ্মণ-
দিগের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তিনি কি না দেন!

দ্বিতীয় বামার্ধে শাস্ত্রালোচনা করিয়া তৃতীয় বামার্ধে অর্থাৎ ৯টা হইতে
১০।০ টা পর্য্যন্ত পৌণ্ডবর্গের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাধন চেষ্টা করিবে।
পূর্বকাল হইতে এখনকার কালে আমাদের অবস্থা কতই ভিন্ন হইয়া পড়ি-

যাচ্ছে ! তখন দেড় ঘণ্টাকালমাত্র যত্ন করিলেই পর্যাপ্ত অর্থচিন্তা হইত, এখন যেন অষ্ট প্রহর ঐ চিন্তা করিলেও কুলায় না । যখন ধনবত্তা ছিল, তখন লোভ ছিল না ; আর এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও বড় কিছু হয় না, তথাপি ভোগসুখেচ্ছা এবং ধনলোভ দিন দিন প্রকলিত হইয়া উঠিতেছে । তখন নিজের জন্ত কিছুই করিতে নাই এইরূপ শিক্ষা ছিল ; এখন নিজের জন্ত বই আর কাহার জন্ত কিছু করিতে নাই, এই শিক্ষা প্রবল হইতেছে ।

শাস্ত্র বলেন—স জীবতি বরশৈচকো বহুভিষোপজীব্যতি

জীবন্তোমৃতকান্ধাত্তে পুরুষাঃ শ্বোদয়ন্তরাঃ ।

যে শ্রেষ্ঠপুরুষ অনেকের উপজীব্য হইয়া থাকেন, তিনিই জীবিত, যে কেবল আপনার উদর পূরণ করে সে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃত ।

অবশ্যপোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্তই ব্রাহ্মণগৃহীর অর্থচিন্তা । অবশ্যপোষ্য বলিলে বুঝায়—

মাতা পিতা গুরুভার্য্যা প্রজা দীনা সমাশ্রিতাঃ ।

অভ্যাগতোতিথিশচাঘ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥

মাতা পিতা, গুরু, ভার্য্যা, সন্তান, দরিদ্র, আশ্রিত লোক, অভ্যাগত, অতিথি, [সান্নিকের] অগ্নি, ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া অভিহিত ।

পোষ্যবর্গের মধ্যে শাস্ত্রে একটি বিশেষ কথা আছে—

বুদ্ধোচ মাতাপিতরৌ সান্নীভার্য্যা সূতঃ শিশুঃ ।

অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্তব্য মনুরব্রবীৎ ॥

মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ পিতামাতা, সান্নীতী এবং শিশু সন্তান ইহাদিগকে অকার্য্য [নিম্নশ্রেণীর কার্য্য] করিয়াও প্রতিপালন করিবে ।

পোষ্যবর্গের পালনার্থ ব্রাহ্মণ, বৃত্তি অবলম্বন করিবেন । ব্রাহ্মণের মুখ্য-বৃত্তি—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং বজনং বাজনস্তথা ।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ঘটকস্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥

ব্রাহ্ম কৰ্ম্মণাং মধ্যে ত্রীণিকৰ্ম্মাণি জীবিকা ।

ব্রাহ্মাধ্যাপনেচৈব বিভ্রাজত প্রতিগ্রহঃ ॥

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, বজন বাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য । ঐ ছয়টির মধ্যে তিনটি তাহার জীবিকা—বাজন, অধ্যাপন এবং সংপ্রতিগ্রহ ।

অন্তের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ গ্রহণ কার্য-চলাইয়াও ক্রাঙ্গণ জীবিকা অর্জন করিতে পারেন, আর আপেক্ষায় যতঃ এই সকল কার্য করিতে পারেন।

কুসীদকৃষিবাণিজ্যঃ প্রকৃষীতাময়ংকৃতঃ।

আপেক্ষায় যতঃ কুসীদেয়নসাং যজ্যতে দ্বিজঃ ॥

কুসীদ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

বহুবো বর্জনোপায়ঃ কৃষিতিঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ।

সর্বোপায়শ্চৈততেষাং কুসীদমধিকং বিদ্বঃ ॥

কৃষির জীবিকার অনেক উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু সর্বোপেক্ষা কুসীদ গ্রহণই উৎকৃষ্ট।

জীবিকার জন্য ভূতি-স্বীকারও নিষিদ্ধ নহে।

উপেয়াদীশ্বরকৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে ॥

বাণিজ্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

সত্যং পততি লৌহেন লাক্ষ্মী লবণেচ।

জ্যেহণ শূদ্রী তথতি ব্রাহ্মণঃ কীর্ত্তিক্রয়ঃ ॥

লৌহ, লাক্ষ্মী, লবণ এবং দুগ্ধ এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিলে ব্রাহ্মণ তিন দিনে শূদ্র প্রাপ্ত হইবেন। কুষ্ঠলে, বনভূমিতে এবং সমুদ্রতীরে ব্রাহ্মণের গমন নিবারণ করা এবং দুগ্ধের ব্যবসায় করিলে যদি লোভে স্বদ্ধি হইয়া বাছুরের প্রতি অত্যাচার হয় তাহার নিবারণ করা, উল্লিখিত বিধির তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করা হইতে পারে।

শূদ্রের পক্ষেও কতকগুলি দ্রব্যের ব্যবসায় দোষায্য।

বিক্রয়ঃ সর্ব বস্তনাং কুর্জন শূদ্রো ন দোকতাক্ষঃ।

মধু, চর্ম, অন্ন, লাক্ষ্মী, তাক্ষা মাংসক পঞ্চমঃ ॥

মধু, চর্ম, অন্ন, লাক্ষ্মী এবং পাঁচটা দ্রব্য কর্জন করিয়া শূদ্র অপর সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে পারে। বোধ হয় এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় হিংসাবল্লভাদি দোষবিশিষ্ট বলিয়া কাম, ক্রিয়াক্ত, শবরাদি বস্ত্র এবং পান্যাদি প্রভৃতি অস্বাক্ষ লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্যই এই বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল।

কবি সঙ্কে উক্ত হইয়াছে—

অষ্টাগবৎ ধর্মহলং ষড়্গবৎ জীকিতার্থিনঃ ।

চতুর্গবৎ নৃশংসানাং দ্বিগবৎ ব্রহ্মযাতিনাং ॥

[যদি সমস্ত দিন] চারি, জোড়া হেলিয়ার দ্বারা হল চালান হয়, তবে ধর্মহল হয়, তিন জোড়ার দ্বারা জীকিতার্থীর হল হয়, দুই জোড়ার দ্বারা নিষ্ঠুরের এবং এক জোড়ার দ্বারা ব্রহ্মহত্যাকারীর হল হয় ।

উপার্জিত ধনের রক্ষণ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধেও শাস্ত্রের বিধি আছে—

পাদেন তস্ত পারক্যং কুর্ধ্যাৎ সঞ্চয়মাশ্রবান্ ।

অর্জেনচাশ্রয়ণং নিত্যং নৈমিত্তিকস্তথা ॥

পাদশ্রাদ্ধাঙ্গমর্থস্ত মূলভূতং বিবর্জয়েৎ ।

এবমারভতঃ পুংসচ্চার্থঃ সাক্ষ্যামৃচ্ছতি ॥

যাহা অর্জিত হইবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার সিকি ভাগ পারলৌকিক হিতসাধনে বিনিয়ুক্ত করিবেন, অর্দ্ধভাগ দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন সহকারে আশ্রয়পোষণ করিবেন, বাকী সিকি ভাগের অর্ধের অর্দ্ধ মূলধনে সংযুক্ত করিয়া বর্জিত করিবেন । এইরূপে চলিলে অর্থের সাক্ষ্য হয় ।

কিন্তু আর্ধ্যশাস্ত্রে যে ধন সঞ্চয়াদির বিধি প্রদান করেন তাহা লোক সকলকে বিলাস প্রবণ করিবার জন্য নয়, মুখ্যতঃ ক্রিয়াবান্ করিবার জন্য ।

ধনমূলাঃ ক্রিয়াসর্বা যত্নস্তশ্রাদ্ধেনৈ মতঃ ।

রক্ষণং বর্জনং ভোগ ইতিস্তত্র বিধিক্রমাৎ ॥

ক্রিয়া মাতেই ধনের প্রয়োজন, এই জন্যই ধনের অর্জন করিতে হয় এক তজ্জন্মই ধন রক্ষণের, বর্জনের এবং ভোগের যথাক্রমে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে ।

রাত্রির শেষ ঘামার্কে দিবসের প্রাতঃকৃত্য, প্রথমঘামার্কে পুষ্পচয়নাদি, দ্বিতীয় ঘামার্কে বেদান্ত্যাস এবং তৃতীয় ঘামার্কে পোস্তাদিগের পালনার্থ অর্থসাধন করিবার নিয়ম । তাহার পর চতুর্থ ঘামার্কে অর্থাৎ বেলা ১০।০টা হইতে ১২।০টা পর্যন্ত মধ্যাহ্নস্নান, তর্পণ এবং মধ্যাহ্নসন্ধ্যাপূজাদি করিবার ব্যৱস্থা ।

প্রাতঃস্নান যে প্রাণালীতে নির্বাহ করিতে হয়, মধ্যাহ্ন স্নান সেই প্রাণালীতে নির্বাহিত হইবে । অর্থাৎ অকৃত্রিম জলে, স্রোতের প্রতিমুখে, পূর্ব বা উত্তরাস্ত হইয়া পরিধের বস্ত্র এবং গাত্রমার্জন বস্ত্র এই দুইটি মাত্র বস্ত্র লইয়া,

নাভিদেশ পর্যন্ত মজ্জিত করিয়া, নানিকৃতি দ্বারা ক্রম করতঃ বারংবার শিরো-
মজ্জন করিবে। প্রাতঃস্নান হইতে মধ্যাহ্ন স্নানের বিশেষ এই যে, প্রাতঃস্নানে
তৈলাভ্যঙ্গের কথা নাই।

প্রাতঃস্নানে ত্রুতে প্রাক্ দ্বাদশাং গ্রহণে তথা ।

মস্তলেশমং তৈলং তন্মাতৈলং বিবর্জয়েৎ ॥

প্রাতঃস্নানে, ত্রুতের এক প্রাক্ দ্বাদশীতে এবং গ্রহণে তৈল
মাখিলে মস্ত মাথার দোষ হয়, অতএব ঐ সকল সময়ে তৈল মাখিবে না।

তৈল মাখিবার নিয়ম শরীরের নীচের দিক হইতে উপরের দিকে। কারণ
মাথার মাথা তৈলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা অস্ত্রীত অঙ্গলেশ নিষিদ্ধ কথা—

শিরোভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাকং ন লেপয়েৎ ।

পূর্বদিনে [চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, এবং রবিসংক্রান্তির দিনে]
তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

ঐতহ্যাতীত বর্ষী এবং নবমীতে মস্তকে এবং পূর্বসন্ধিগুলিতে তৈল দিতে
নাই। তৈলাভ্যঙ্গে বারদোষও ধরা হয়। রবিবারে এবং মঙ্গলবারে তৈল
ব্যবহার দোষাবহ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তৈল ব্যবহারের যথেষ্ট গুণ কীর্তন আছে।

অত্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা ।

শিরঃপ্রবণপাদেষু তং বিশেষণ শীলয়েৎ ॥

তৈলাভ্যঙ্গের দ্বারা জরা, শ্রম এবং বাতদোষ নিবারিত হয়, অতএব নিত্য
অভ্যঙ্গাচরণ করিবে। মস্তকে, কর্ণে এবং পাদে বিশেষ করিয়া তৈল দিবে।

শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, তৈলাভ্যঙ্গের প্রতি যে যে নিষেধ বাক্য
আছে, তাহা তিলোৎপন্ন তৈলকে লক্ষ্য করে, অন্য তৈলকে লক্ষ্য করে না—

তৈলাভ্যঙ্গনিষেধে তিলতৈলং নিষিধ্যতে ।

দ্রুতং সার্পণং তৈলং পকুতৈলং পুষ্পবাসিতং ॥

অহুঃ পকু তৈলং স্নানাত্যঙ্গে চ নিত্যশঃ ॥

তৈলাভ্যঙ্গের যে নিষেধ, সে নিষেধ তিল তৈলেরই প্রতি। দ্রুত, সার্পণ
তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল এবং পকুতৈল, ইহাদিগের নিত্য ব্যবহার অহুঃ।
তবে শরীরে কহ দোষ জন্মিলে, কিম্বা [স্নানাদি দ্বারা] অধিকৃত্যের পর,
অথবা অজীর্ণ দোষ থাকিলে তৈল মাখিবে না।

বর্জ্যোভ্যঙ্গঃ কফপ্রভৈঃ কৃতসংস্কারজীর্ণিভিঃ ।

ইউরোপ খণ্ডের উত্তরাংশ অত্যন্ত শীত প্রধান । মেধানকার লোকেরা গায়েব কাপড় খুলিয়া থাকিতে পারে না । এই জন্য ঐ সকল দেশে কি ভৈষজ্য তৈলের কি অত্র কোন তৈলের ব্যবহার প্রচলন হয় নাই । সুতরাং ইংরাজেরা তৈল মাখেন না ।

এই বিষয়ে এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া তৈলের ব্যবহার ছাড়িয়া দিতেছেন সেটা বৈধ অনুকরণ নহে ; তদ্বারা স্বাস্থ্যের কতকটা হানি হইবার সম্ভাবনা । পূর্বকালে গ্রীক রোমীয় এবং ইহুদী প্রভৃতি জাতীয়দিগের মধ্যে তৈলের এবং বেসনের (দাইল চূর্ণের) ব্যবহার প্রচলিত ছিল । এখনও অনেকানেক লোকের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে । কিন্তু ইউরোপখণ্ডের সর্বত্র সাবানই তৈলের স্থান গ্রহণ করিয়াছে । বস্তুতঃ সাবানে তৈল বা বসা প্রভৃতি তৈলবৎপদার্থ এবং ক্ষার-মুক্তিকা ছইই থাকে, উহাদিগের একত্রযোগে নিত্য প্রয়োগ তাদৃশ তৃপ্তিকর বা স্বাস্থ্যকর না হইবারই সম্ভাবনা । অধিক দিন শুদ্ধ তৈল মাখিয়া এবং কোন কোন দিন মুক্তিকা বা ভস্ম মাখিয়া স্নান করা যেমন শাস্ত্রাচার রক্ষার তেমনি স্বাস্থ্যরক্ষারও অনুকূল । শাস্ত্রেও মূলেপ এবং ভস্মলেপের বিধি আছে । বিগুহ মুক্তিকার লেপে বিস্ফোটক, ব্রণ, ঘামাছি প্রভৃতি ত্বক্ সম্বন্ধীয় সমস্ত রোগের বিশেষ প্রতিকার হয় দেখিয়াছি । কুষ্ঠের পর্য্যন্ত উপশম হয় শুদ্ধিলাভ ।

তৈলাভ্যঙ্গের পর অবগাহন বা বারুণ স্নান এবং তাহার পর (জলাদি দ্বারা) তিলক এবং তাহার পর তর্পণ করিয়া আর্জযজ্ঞ ত্যাপ এবং তদনন্তর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিতে হয় । বৈধবর্ষকালে পরিহিত বস্ত্র সর্জোভ্যঙ্গ পবিত্র হওয়া আবশ্যিক ।

স্বয়ং ধৌতেন কর্তব্যঃ ক্রিয়াক্ষম্যা বিশিষ্টতাঃ ।

নচ রজ্জকধৌতেন নচাধৌতেন কাহিটিং ॥

পুত্রমিত্রকলত্রেণ স্বজাতিবান্ধবেন চ ।

দাসবর্গেণ যজ্ঞোত্তমতৎপবিত্রমিতি স্থিতিঃ ।

পণ্ডিতেরা ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদনের বজ্রাঙ্গি আপনাই ধৌত করিয়া লব্ধ, ধোপার ধোয়া অথবা আধোয়া কাপড় কাঁধন ব্যবহার করেন না ; কিন্তু পুত্র, মিত্র, পত্নী, জাতি, বান্ধব এবং দাসের দ্বারা ধৌত বস্ত্র তঁহি ধান্দা দিয়া

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতে কয়েকটি মন্ত্র এবং ধ্যান প্রাতঃসন্ধ্যা হইতে ভিন্ন, নচেৎ সে সন্ধ্যারও যে যে অঙ্গ এবং অনুষ্ঠান মধ্যাহ্ন সন্ধ্যারও তাহাই। তর্পণের এবং সন্ধ্যার অবসানে ব্রহ্মবজ্র নামে একটি অনুষ্ঠান আছে। যাহারা বিশেষজ্ঞ নহেন তাঁহারা ইহাকে সন্ধ্যারই অঙ্গস্বরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ ইহা অপর কাহারও অঙ্গীভূত নয়। ইহার উপাদান স্বাধ্যায় পাঠ [অনুকুলে গায়ত্রী পাঠ] এবং চারি বেদের চারিটি মন্ত্রের জপ। তাহার ঋকবেদীয় প্রথমটিতে অগ্নির, যজুর্বেদীয় দ্বিতীয়টিতে বায়ুর, সামবেদীয় তৃতীয়টিতে অগ্নির এবং অথর্ববেদীয় চতুর্থ টিতে জলের আবাহন এবং স্তব করা হয়। ব্রহ্মবজ্রের পর দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। দেবপূজার মধ্যে পৃথিবী শিবলিঙ্গে অথবা বাণলিঙ্গে মহাদেবের পূজা, এবং শালগ্রাম শিলার বিষ্ণুপূজার এবং [গৃহীত-দীক্ষের পক্ষে] কুলদেবতার বা ইষ্টদেবতার পূজাই প্রধান।

দেব পূজার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান প্রধান কথা বলা যাইতেছে।

পঞ্চ দেবতার পূজাই মুখ্য পূজা। সেই পঞ্চদেবতার পূজা এলং তাহার ক্রম একটি শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়া আছে—

আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং ।

নারায়ণং বিষ্ণুদ্ব্যাত্মমস্তেচ কুলদেবতাং ॥

সূর্য্য, গণেশ, দেবী, রুদ্র, বিষ্ণুদ্ব্যাত্মা নারায়ণ এবং শেষ কুলদেবতার পূজা যথাক্রমে করিতে হয়।

দেবগৃহীতি এবং পূজোপকরণগুলি যতদূর সাধ্য পরিষ্কার, এবং স্বব্যবস্থিত এবং পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়—এই কার্য্য দেবগৃহের অর্চন শব্দে উক্ত হইয়াছে।

ততোগৃহার্চনং কুর্য্যাৎ ।

দেব পূজার দ্রব্য সমস্ত স্বয়ং অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়।

সমীংপুষ্পকুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ ।

শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কৰ্ম্মকুৰ্ব্বন্ পতত্যাধঃ ॥

সমিৎ (হোমের কাঠ) পুষ্প, কুশাদি, ব্রাহ্মণ স্বয়ং আহরণ করিবেন; শূদ্র দ্বারা অথবা ক্রয় করিয়া আনিয়া কৰ্ম্ম করিলে অধঃপতন হয়।

লোককে শুচি করা যেমন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, লোককে নিরাস এবং কৰ্ম্মঠ এবং সদা কার্য্যে অবহিত করিয়া রাখাও তেমনই উহার উদ্দেশ্য—এই জন্ত

অনেকানেক কাজ নিজের হাতে করিবার জন্ত বিধি প্রদত্ত হইয়া আছে । যে বস্তাদি পরিধান করিয়া বৈধকর্ম সম্পাদন করিতে হয়, তাহা স্বহস্তে ধৌত করিবার মুখ্য বিধি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।

কিন্তু পূজাকালে এই সকল কাহ্ন অাড়ম্বর আছে বলিয়া উহা যে কেবল আড়ম্বরময় পদার্থ তাহা মনে করিতে নাই । পূজকের কাহ্ন এবং অন্তরতাব কেমন হওয়া আবশ্যক তাহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।

স্তুতিঃ সুবস্ত্রধৃক প্রোজ্ঞো মৌনী ধ্যানপরায়ণঃ ।

গতকামভয়দ্বন্দ্বো রাগমাৎসর্যবর্জিতঃ ॥

আত্মানং পূজয়িত্বাত্ম সুগন্ধি সিতবাসসা ।

দেবান্ পূজয়েৎ ।

পূজার প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি কিরূপ সামান্য গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হইবেন তাহাও বর্ণিত আছে ।

ক্রমা শৌচং দমঃ সত্যং দানমিজিয়নিগ্রহঃ ।

অহিংসা গুরুশ্রদ্ধা তীর্থানুসরণং দয়া ।

আর্জবং লোভশূন্যং দেবত্রাঙ্কণপূজনং ।

অনভ্যাস্যাচ তথা ধর্মঃ সামান্য উচ্যতে ।

দেবপূজা ব্যাপার কিছুমাত্র অর্থব্যয় ব্যতিরেকে শুদ্ধ জল দান দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে । কিন্তু গৃহীর পক্ষে সে প্রণালীর দেবপূজা প্রশস্ত নয় ।

অগ্নেন সূমনোভিচ্চ গন্ধৈধু পৈত্রদীপকৈঃ ।

গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিতং স্বগৃহে গৃহদেবতাং ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজ গৃহে অন্ন, পুষ্প, গন্ধদ্রব্য এবং ধূপদীপাদি দিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবেন । তাহা হইলেই যে স্বগৃহস্থের পূজা একোষ্ঠী সমুদায় বাটীর আদর্শ হইবে ইহা সহজেই বুঝা যায় ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, চতুর্থ যামার্দ্ধের কৃত্যগুলি বিবিধ প্রকারের । দেড় ঘণ্টার মধ্যে যে, ঐ গুলি সম্পন্ন হইতে পারে না, এমত নহে । অত্যন্ত হইলে পূর্ণ দেড় ঘণ্টা সময়ও লাগে না । এখন কথা হইতেছে এই, অর্থ চিন্তন এবং তৎসংগ্রহের কাল বলিয়া যে তৃতীয় যামার্দ্ধী নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অনেকের পক্ষেই পর্যাপ্ত হয় না—বিশেষতঃ নগরবাসী চাকুরিয়া লোকের

পক্ষে তৃতীয় বর্ষমার্গের কৃত্যই পরবর্তী বর্ষমার্গগুলির করণীয় সমস্ত ব্যাপারকে চাকিয়া ফেলিয়াছে। এখন চাকুরিদিগকে ৯টা হইতে ১০৥০ টার ভিতরেই আহাঙ্গাদি শেষ করিয়া চাকুরীস্থানে গিয়া হাজির হইতে হয়। এই জন্ত তাঁহারা অনেকেই তৃতীয় বর্ষমার্গ হইতেই আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং দেব পূজাদি নির্বাহ করিয়া থাকেন। এক বর্ষমার্গকৃত্য অত্র বর্ষমার্গে নির্বাহিত হইলে তেমন কোন দোষ হয় না। বস্তুতঃ স্মার্তশাস্ত্রোক্ত রঘুনন্দন মীমাংসা করিয়াছেন—“অত্র প্রত্যাহার কৰ্ম্মানুরোধেন প্রধানকালাদন্ত্রাপি কালান্তরে কৰ্ম্মানুষ্ঠানমিতি।” কে কার্য্যের প্রত্যাহার করা যায় না এমন কার্য্যের অনুরোধে মুখ্য কাল ভাগ করিয়া গোণ কালেও বৈধকার্য্য নির্বাহ করিবে। বাহারা স্বধর্ম্মানুরত পুরুষ, ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্বাহ করায় তাঁহারা সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন। এই জন্তাই বলা হইয়াছে—

“ন সন্ধ্যা পূজনৈর্লোকে বাধ্যতে কৰ্ম্ম কিঞ্চন।”

সন্ধ্যাবন্দন এবং পূজাদির জন্ত লোকের কার্য্য ক্ষতি হয় না।

বাস্তবিক এখন কাজের জন্ত সন্ধ্যাপূজাদির ব্যাঘাত হইতেছে না। বাহা হইতেছে তাহা—নাস্তিক্যাদি খবালসম্মত।

তৃতীয় অধ্যায়।

মধ্যাহ্ন কৃত্য।

দেবপূজার অবসানে পঞ্চম বর্ষমার্গের (১২টা হইতে ১০৥০টা পর্য্যন্ত সময়ের) কার্য্যারম্ভ হইবে। এই বর্ষমার্গের কার্য্য অনেকগুলি—যথা হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথি সেবন, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোত্রাঙ্গ দান, ভোজন। উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে।

(১) হোম। এখন এদেশে সাম্প্রিক ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়াছে। নিত্যহোমীও অতি অল্পসংখ্যক। কিন্তু নিত্য হোমের অনুষ্ঠান কহং বা জটিল নয়। ইহার আছতির সংক্ষিপ্ত অঙ্গ এক আহবনীর পদার্থও ছুপ্রাপ্য বা ভূম্য নহে।

গৃহমোধিনো যদর্শনীয়ং তন্ত্য

হোমাবলয়ন্ত স্ব স্ব পুষ্টিসংবৃদ্ধাঃ।

গৃহীত খাদ্য ও যাজ্ঞ তাঁহার হবনীয় পোষণকারী পদার্থ তাহাই হইবে।

ক্ষুদ্রতম মন্ত্রপাঠ পূর্বক জলেও জলের আছতি হোমকার্যের স্থানীয় হয়।

জুহুগাদধুনাপিচ।

এমন স্বল্পায়সসাধ্য অনুষ্ঠানটির লোপ হওয়া ভাল হয় নাই।

(২) বৈশ্বদেব। সমষ্টিভাবে বাহা বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত, ব্যষ্টিভাবে তাহাই বিশ্বদেব নামে আখ্যাত। বৈশ্বদেবের পূজা সপ্ৰণব বিশ্বদেবায় নমঃ মাত্ৰ বলিলেই হয়।

সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবঃ কর্তব্যো বলিকৰ্ম্মচ।

অনন্ততাপি কর্তব্যমন্তথা কিৰ্ব্বী ভবেৎ ॥

সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে বৈশ্বদেবের [পূজা ও আছতি] এবং বলি-কৰ্ম্ম করিবে, ভোজন না করিয়াই করিবে অন্তথা পাপী হইবে।

(৩) বলি। বলিকৰ্ম্মে বিশ্বব্যাপক সমস্ত প্রাণিগণকে অন্নদান করিতে হয়।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সবক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ।

প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং ॥

পিপীলিকা কীটপতঙ্গকাটাঃ বুভুক্ষিতাঃ কৰ্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।

প্রয়াস্ত তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্ত ॥

যেযাং ন মাতা নপিতা ন বন্ধু নৈবান্নসিক্তিন তথান্নমস্তি।

তং তৃপ্তয়েন্নং ভূবিদত্তমেতং প্রয়াস্ত তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্ত ॥

যে চাত্তে পতিতাঃ কেচিদপাত্ৰাঃ পাপযোনয়ঃ ॥

অর্থাৎ দেবতা মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গ বৃক্ষাদি এবং বান্দব বিহীন এবং পতিত ও পাপী সকলেই আমার প্রদত্ত এই অন্ন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত এবং মুদিত হউক।

এই সর্বভূতময় বলি প্রদানের একটি অপূর্ব হেতুবাদ আছে—

ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সৰ্ব্বাশ্রয়ো বতঃ।

ঋ চণ্ডাল বিহঙ্গানাং ভূবিদছাত্ততো নরঃ ॥

যেহেতু গৃহস্থ সকলের আশ্রয়; অতএব সকলকে না খাওয়াইয়া আপনি খাইতে পারেন না। তিনি বলিপ্রদান কালে মনে মনে ভাবিবেন এবং বলিবেন

ভূতানি সৰ্ব্বাণি তথান্নমেতদহং বিষ্ণুং যতোত্তদস্তি।

তন্মাদহং ভূতনিকায় ভূতান্নং প্রাচ্ছামি ভবায় তেষাং

ভূত সমূহের স্বরূপ স্বয়ং বিষ্ণুর প্রাণিরূপ আমি সমস্ত প্রাতিবর্গের পালনার্থ এই অন্নদান করিতেছি।

ভারতবাসীর শাস্ত্রশিক্ষিত নিত্য বলি অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্বজীবে দয়ার এবং পরার্থপরতার অভ্যাস ঘোরূপ সাধিত হয় তাহা অন্ত জাতীয়দিগের কল্যাণ-শক্তিরও অগোচর। পুরুষানুক্রমিক এইরূপ অনুষ্ঠান সকলের ফলেই ভারতবাসী অপর সকল জাতীয়ের অপেক্ষা অহিংসক, দয়ালু ও পরার্থজীবী হইয়া আছেন। এরূপ অনুষ্ঠানের লোপ হওয়া ভাল নয়।

(৪) অতিথি। বলির সমাধানান্তে অতিথিসংস্কার ভারতবাসীর নিত্যকর্ম।

প্রিবো বা যদি বা দ্বেষ্যো মুখং পণ্ডিত এব বা।

সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবান্তেসোতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥

প্রিয় হউক দ্বেষ হউক মুখ হউক পণ্ডিত হউক বৈশ্বদেবক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি প্রাপ্ত হইবে সে সাক্ষাৎ স্বর্গপ্রদ।

অতিথি মাত্রেই গৃহীর পূজ্য এবং আদরণীয়।

হিরণ্যগর্ভবৃক্ষা তং মন্ত্ৰেভ্য ভ্যাগতং গৃহী ॥

গৃহী অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বলিয়াই মানিবে।

অতিথির পরিচয় গ্রহণ চেষ্টা করিতে নিষেধ আছে—

দেশং নাম কুলং বিজ্ঞাং পৃষ্ট্বা যোন্নং প্রযচ্ছতি।

ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্ত্বা স্বর্গং ন গচ্ছতি।

দেশ নাম কুল বিজ্ঞা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া যিনি অন্ন দেন তিনি অন্নদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গগমন করেন না। এখন দেশমধ্যে কুশিকার প্রভাব হওয়াতে কেহ কেহ অসম্পূর্ণ ও একান্ত স্বার্থাঘ্রেষী ইউরোপীয় অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া অতিথি ও ভিক্ষুকের অনাদর করিতে শিখিতেছেন। এরূপ কার্য একান্ত শাস্ত্রবিগর্হিত এবং আমাদের জাতীয় স্বভাবের বিরুদ্ধ।

(৫) নিত্যশ্রাদ্ধ। আর্ধ্যশাস্ত্রে জনগণকে ধর্মশীল করিবার নিমিত্ত যে অশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে পূর্ব পুরুষের স্মৃতি জাগরুক করা একটি প্রধানতম উপায়। এই জন্ত পূর্বপুরুষদিগের স্মারক শ্রাদ্ধকার্য বর্ষে বর্ষে করিবার যেমন একটি প্রথা প্রচলিত আছে, তেমনি বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে এবং মাসে মাসে এবং প্রতিদিনও করিবার ব্যবস্থা আছে। দৈনিক

বা নিত্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান অতি সামান্য হইলেও ক্ষতি নাই। এই শ্রাদ্ধে ভোজ্যোৎসর্গ অথবা পিণ্ডদান কিম্বা বিশ্বদেবান্নির আবাহন এবং বলি প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয় না। বটে পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় তিন এবং মাতামহ পক্ষীয় তিন পুরুষকে স্মরণ করিলা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন বিসর্জন করিলেই হয়, একটু জল দিলেও চলে। অশ্রদ্ধাবৃদ্ধকে ন তু।

(৬) গোপ্রাস। ভোত বলি অর্থাৎ সাধারণতঃ জীবদিগকে আহার দানের পরেও গোজাতির সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিবার জন্য গোপ্রাস দানের বিধি—

সৌকভেদ্যঃ সর্কহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ ।

প্রতিগৃহস্থ য়ে গ্রাসঃ গাৰ্হস্ত্যলোক্যামাতরঃ ॥

ইহাই গোপ্রাস দানের মন্ত্র এবং মন্ত্রেই সৌকভেদী বা স্মরজিকতা গাভীর প্রতি ভারতবাসীর ভক্তি প্রকাশ।

(৭) ভোজন। ভোজনটাই পঞ্চম যামার্কের সর্বাপেক্ষাক্রম বৃহদ্ব্যাপার। এই যামার্কের অন্তর্নিবিষ্ট হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথিসেবা, নিত্যশ্রাদ্ধ এবং গোপ্রাস দান। এই সমস্ত কার্য্যই যেন গৃহীকে শেষভাগের অনুষ্ঠেয় ভোজন ব্যাপার নির্বাহের যোগ্যতা বিশিষ্ট করে। মুখ্যবিধি হইল যজ্ঞাঙ্গী হইতে হয়, অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভোজন করিতে হয়। আবার বিধি হইল, পঞ্চ-যজ্ঞাঙ্গ হাপয়েৎ, অর্থাৎ পাঁচটী যজ্ঞ অবশ্য করণীয়; তৎসম্বন্ধে নির্দিষ্ট হইল—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণং ।

হোমো দৈবো, বলি ভৌতো, কৃষজ্ঞোহতিথিপূজনং ॥

অধ্যাপন, ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি পূজা নরযজ্ঞ। তবেই এই পঞ্চযজ্ঞ নির্বাহিত না করিলে গৃহস্থ-ঈশীর ভোজন গ্রহণে শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয় না।

কিন্তু ভোজন গ্রহণে অধিকার হইলেই যেমন ভোজন করিলা অথবা যাহা তাহা খাইতে নাই। আর্ঘ্য ঋষির মনুষ্যের সর্বপ্রকার কার্য্যের সর্বত্রই বিধিবোধিত করিলা পবিত্র এবং পাপব ভাব পরিচ্যুত করিতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার গৃহীকে উপদেশ দিলেন—

(১) ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জয়েৎ ।

যে ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর বৃথা পাক বর্জন করিবে। তাহার পর বলিলেন—

- (২) তথা.স্থবাসিনী রোমিগভিনী বৃদ্ধ বালকান্
ভোজয়েৎ সংস্কৃত্যয়েন প্রথমং চরমং গৃহী ।

নবোঢ়া, রোগী, গর্তিনী, বৃদ্ধ এবং বালককে সংস্কৃত্যয় দ্বারা ভোজন করা-
ইয়া গৃহী তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিবেন । আরও নিয়ম হইল—

- (৩) প্রাণুখোমানি ভূজীত শুচিঃশীঠমধিষ্ঠিতঃ ।
বিদুদ্বদন প্রীতো ভূজীত ন বিদিশুখঃ ॥

পূর্বমুখ হইয়া ভোজন করিবে, শুচিপীঠে বসিবে, সুখ পরিষ্কার থাকিবে
এবং প্রীতিপূর্ণ হইরে, বিদিশুখে অর্থাৎ কোণাকোণি হইয়া বসিবে না ।

অপর নিয়ম এই—

- (৪) পক্ষার্জো ভোজনং কুর্বাৎ প্রাণুখো মৌনমাহ্বিতঃ ।
হন্তে পাদৌ তথৈবাস্যমেবা পক্ষার্জতা মতা ॥

শরীরের পাঁচটা ভাগ অঙ্গে আর্জ করিয়া পূর্বমুখে মৌন হইয়া ভোজন করিতে
বসিবে, দুই হাত দুই পা এবং মুখ এই পাঁচ ভাগ ।

ভোজনকালে মৌনী হওয়া আমাদের শাস্ত্রের বিধি । ইউরোপীয়দিগের
ব্যবহার ইহার বিপরীত । তাঁহারা বলেন কথোপকথন করিতে করিতে
ভোজন করিলে পরিপাকাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় । কিন্তু কথা কহিতে গেলেই
মুখের লাল নিঃস্রাব কম হইয়া যায় শুষ্ক হয়; এই জন্য রোধ হয় তাঁহাদের
ঘন ঘন জল চা, কাফি বা মস্তপান করিতে হয় । লাল শুষ্ক হওয়া এবং
তজ্জন্ত মধ্যে মধ্যে জল খাওয়া পরিপাক ক্রিয়ার অনুকূল নহে । প্রকৃত
প্রস্তাবে মাংস পরিপাক করিতে লালার প্রয়োজন তত বেশী হয় না ; একান্ত
দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাংসকে কতদূর ভোজনকালে গর গর করিয়া
শব্দ করে; উক্তভোজিগণ নিঃশব্দেই ভোজন করিয়া থাকে ।

পঙ্ক্তির বিচারেও বিশেষ কক্ষাকৃতি আছে—

অপ্যেকপঙ্ক্ত্যা নানীয়াৎ সংস্কৃতঃ স্বকর্নৈরঙ্গি ।

ভস্মস্তজ্জলদ্বারমাতৈঃ পঙ্ক্তিকং ভেদয়েৎ ।

স্বজনদিগের সহিতও এক পঙ্ক্তি হইয়া ভোজন করিবে না । (হোমসম্ভাত)
ভস্ম অথবা তুণ অথবা জলের অক দিয়া পঙ্ক্তিতেদ করিবে । মহারাত্রীর
ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জল রেখার উপর পক্ষ শুড়ির বিজ্ঞাস দ্বারা পঙ্ক্তিতেদের
চিহ্নগুলি বিশিষ্টরূপ শোভন করা হয় ।

ভোজনের পাত্র রাখিবার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

উপলিপ্তে সমে স্থানে শুচৌ লঘু সনাস্থিতঃ ।

চতুরস্রং ত্রিকোণঞ্চ মণ্ডলঞ্চাচ্ছত্রকং ।

কর্তব্যমাহুপূর্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলং ॥

[গোময়দ্বারা] উপলিপ্ত সম এবং শুচিস্থানে লঘু আসনে উপবিষ্ট হইবে এবং চতুরস্র বা ত্রিকোণ অথবা গোল কিম্বা অষ্টচক্রাকার মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া আহুপূর্বকক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ভোজন করিবে । ভোজন পাত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা আছে—

ভাজা কাঁসার পাত্রে খাইতে নাই । শূদ্রাদির ভোজনের দ্বারা অপবিত্রীকৃত পাত্রে, তাম্রপাত্রে, সমল পাত্রে, পলাশ পাত্রে, পদ্মপাত্রে, আকন্দ পত্রে, কদম্বী পত্রের পৃষ্ঠে, লৌহ পাত্রে, হস্তে বা বস্ত্রে রাখিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ । স্বর্ণের, রৌপ্যের, প্রস্তরের এবং স্ফাটিকের ভোজ্য পাত্রই উৎকৃষ্ট । কাচ এবং পোর্সিলেন এবং কড়িকোটা এই তিনটিকেই বরং কৃত্রিম স্ফাটিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং উহাদিগের ‘নির্মাণ স্বদেশ মধ্যে প্রচরদ্রুপ’ হইলে আমাদের সমাজে ক্রমশঃ উহাদিগের ব্যবহার বৃদ্ধি হিতকর হইবে বলিয়াই মনে করা যায় ।

ভক্ষ্যদ্রব্য সম্মুখস্থ হইলে মনের ভাব কিরূপ হওয়া বিধেয়—

পূজয়েদশনং নিত্যং চাত্বাচ্ছৈতদকুৎসয়ন্ ।

দৃষ্টা হৃষ্যৎ প্রমিদের্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্বশঃ ॥

ভক্ষ্যদ্রব্যের নিত্য সমাদর করিবে, তাহার নিন্দা করিবে না দেখিয়া হৃষ্ট হইবে এবং সর্বতোভাবে আনন্দ যুক্ত হইবে ।

অনন্তর পক্ষ বাহু বায়ুর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া গণ্ডুষ গ্রহণপূর্বক অন্তর্কায়ু পক্ষের আচ্ছতি দিয়া উৎসর্গীকৃত অন্ন অল্পে অল্পে অঙ্গুলির পর্কমাত্র দিয়া বাক্যবত হইয়া ভক্ষণ করিবে ।

ভক্ষ-দ্রব্য সম্বন্ধে নিয়ম এই—

প্রাগ্ভবং পুরুষোহগ্নন্ বৈ মধ্যেচ কঠিনানি চ ।

পুনরন্তে দ্রবানী ৩ বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ॥

প্রথমে দ্রব্য দ্রব্য খাইবে মধ্যে কঠিন দ্রব্য খাইবে এবং শেষে আবার দ্রব্য দ্রব্য খাইবে—এরূপ করিলে বলের এবং স্বাস্থ্যের হানি হইবে না ।

কোন রস কখন খাইতে হয় তাহাও উক্ত হইয়াছে—

অগ্নীয়াত্তন্ননা ভুজ্য পূর্বক মধুরং রসং ।

লবণান্নৌ তথামধ্যে কটুতিক্তানিকং তথা ॥

তন্মনস্ক হইয়া প্রথমে মধুর রস খাইবে, তাহার পর লবণ এবং অন্নরস এবং শেষ ভাগে কটু এবং তিক্তরস ।

বঙ্গদেশে ভোজনের উল্লিখিত ক্রম রক্ষা হয় না । এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালীর অবলম্বন হইয়া প্রথম তিক্ত, পরে কটু, তাহার পর লবণ অন্ন, এবং সর্বশেষে মধুর রস গ্রহণ করা হইয়া থাকে । পঞ্জাব প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা উল্লিখিত শাস্ত্রমতানুবর্তী হইয়া চলেন ।

ভোজনের প্রারম্ভে যেমন জল গণ্ডুষ লইবার বিধি, ভোজনাবসানেও সেই রূপ জলগণ্ডুষ লইবার বিধি আছে । অমৃতরূপ জল ভক্ষ্য দ্রব্যের পিধান এবং আস্তরণ । অর্থাৎ ভক্ষিত দ্রব্যের আসনও জল এবং তাহার আবরণও জল ।

ভোজন বিষয়ক স্থূল স্থূল কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করা হইল ; কিন্তু সর্বদিক্‌দর্শী আৰ্য্যশাস্ত্র ভোজন ব্যাপারের সহিত দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের একান্ত ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধ করিয়া ইহার সর্বাঙ্গীন সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন ।

গীতায় ত্রিবিধ আহারের উল্লেখ আছে—সাত্ত্বিক আহার, রাজস আহার ও তামস আহার । এই ত্রিবিধ আহার ভেদে মানসিক ভাবেরও কিয়ৎ পরিমাণে ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে ।

আয়ুঃসন্তবলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রজাঃ শিখাঃ স্থিরাহুতা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

কটু লবণাত্যক্ষতীকরুক্ষ বিদাহিনঃ

আহারা রাজসশ্রেষ্ঠা হৃৎখশোকাময়প্রদাঃ

যাতযামং গতরসং পুতি পয্য বিতঞ্চ যৎ

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং

সরস, শিখ, সসার ও মনোরম আহারই সাত্ত্বিক আহার । অধিক কটু অন্ন লবণ উষ্মবীৰ্য্য তীক্ষ্ণবীৰ্য্য রুক্ষবীৰ্য্য ও উগ্রবীৰ্য্য আহার রাজস আহার । শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত, অসার, দুৰ্গন্ধ, পয্য বিত, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য আহারই তামস আহার । সাত্ত্বিক আহারে পরমায়ুঃ, বল, উৎসাহ, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি-

বর্দ্ধন করে ; রাজস আহার হুঃখ, শোক ও রোগাদির হেতু ; সাধ্বিক আহার সাধ্বিক স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরই প্রিয় । রাজস আহারে রাজস প্রকৃতি ব্যক্তিরই অতিক্রমি এবং তামস স্বভাব ব্যক্তিরই তামস আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ।

ভোজনের দোষ বা অন্নদোষ তিন প্রকারের হইতে পারে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । (১) কুপথ্য সেবনে পীড়াজনক (২) শাস্ত্রনিষিদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণে পাপজনক, এবং (৩) নিষিদ্ধ এবং পীড়াজনক দ্রব্যের ভক্ষণে উভয়বিধ ক্ষতি-কর অন্নদোষ হয় । এই তিন প্রকার দোষের নিবারণ করিয়া মনুষ্য ভোজন-কার্য্যে আপনার হিতসাধন চেষ্টা করিবেন ।—

স্বাধ্যায়েনিত্যযুক্তঃ শ্রাৎ নিত্যমাত্মহিতেষু চ ॥

যেমন স্বাধ্যায়ে (বেদপাঠে) নিত্যই উদযুক্ত থাকিতে হয়, তেমনি [ভোজন ব্যাপারে] আপনার হিতসাধনে নিত্য উদযুক্ত থাকিতে হয় ।

এই জন্ত পথ্যাপথ্য বিচার করিয়া ভোজন করিবার বিধির সৃষ্টি হইয়াছে । ঐ বিধিগুলি প্রণয়নে ধাতুভেদ ঋতুভেদ এবং শরীরের অবস্থাভেদে যে পথ্যাপথ্যের ভেদ হয় তাহা অতি সুপ্রণালীপূর্বক বিচারিত হইয়াছে । ধাতুর বিচারে বলা হইয়াছে মনুষ্যের ধাতু অবিমিশ্র হয় না । সকল শরীরেই বায়ু পিত্ত কফ এই দোষত্রয়ের মিশ্রণ আছে, তন্মধ্যে যাহার শরীরে যেটির বাহুল্য তাহাকে সেই ধাতুর লোক বলা যায় । কিন্তু শাস্ত্র নির্দিষ্ট ঐ ধাতু লক্ষণ সকল বিবৃত করিবার পূর্বে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত এই বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয় । নব্যদল বায়ু, পিত্ত, কফের নাম শুনিলেই হাসিয়া উড়াইয়া দেন । বস্তুতঃ ঐ শব্দগুলির দ্বারা শরীরের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বুঝায় মাত্র । ঐগুলি পারিভাষিক শব্দ । উহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের কোন হেতুই নাই । মোটামুটি বলিতে গেলে ইংরাজিতে যাহা ‘নার্ভস’ সংস্কৃতে তাহাই বায়ু, ইংরাজিতে যাহা ‘বিলিয়স্’ সংস্কৃতে তাহাই পিত্ত, আর ইংরাজিতে যাহা ‘লিম্ফ্যাটিক্’ সংস্কৃতে তাহাই কফ নামে অভিহিত । বায়ু প্রকৃতি লোকের লক্ষণ এই—

কৃশো কক্ষোহন্নকেশশ্চ চলচ্চিত্তোহনবস্থিতঃ ।

বহুবাক্যমতঃ স্বপ্নে বাতপ্রকৃতিকোনরঃ ॥

কৃশ, কক্ষ, হন্নকেশ, অস্থিরচিত্ত, নিদ্রাকালে বহু কথনশীল এমন লোকের বায়ুপ্রধান ধাতু ।

অকালপলিতোগোরঃ প্রবেদী কোপনোঃ বৃকঃ ।

স্বপ্নদীপ্তিমতপ্রেক্ষী পিত্তপ্রকৃতিরূচ্যতে ॥

অকালপলিত, গোরবর্ণ, বর্ণানুঃ ক্রোধী, বুদ্ধিমান, স্বপ্নে দীপ্তিদর্শনশীল এমন লোকের ধাতু পিত্ত প্রধান ।

স্থিরচিত্তঃ স্তবদ্ধাঙ্গঃ স্বপ্নলঃ স্নিগ্ধসূৰ্জজঃ ।

স্বপ্নেজলাশয়ালোকী শ্লেষপ্রকৃতিকো নরঃ ॥

স্থিরচিত্ত, দৃঢ়কায়া, নিদ্রাবলু, প্রশান্তকেশ, স্বপ্নে জলাশয় দর্শনশীল এমন লোকের ধাতু কফ প্রধান ।

এই সকল লক্ষণের মিশ্রণে ত্রিদোষাত্মক ধাতু জন্মে । আহার এবং পানীয় এক্রূপে ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে যে ব্যক্তির যে প্রাকৃতিক দোষ, সে দোষের বৃদ্ধি না হইয়া ধাতুর সমতা জন্মে ।

• পানাহারাদয়োবশ্ত বিরুদ্ধা প্রকৃতিরপি ।

সুখিহ্মায়োপকরাণ্তে তৎসাম্যামিতিকথ্যতে ।

• যাহার পান এবং আহার তাহার প্রকৃতির [ধাতুগত দোষের] বিরুদ্ধ হয়, তাহারই সুখিত্ব এবং ধাতু সাম্য জন্মে ।

বিভিন্ন ধাতুর লোকের ক্ষুধার প্রকৃতির ইতরবিশেষ আছে ।

মন্দস্তীক্ষ্ণোতি বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্বিধঃ ।

কক্ষপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎ সাম্যাৎ জঠরোনলঃ ॥

জঠরানল চারি প্রকার, মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম এবং সম । কক্ষ, পিত্ত এবং বায়ুর আধিক্যে যথাক্রমে ঐ তিন প্রকার হয়, এবং কাহার বিশেষ আধিক্য না থাকিলে সম হয় ।

ধাতু বিচারের পর মনুষ্য শরীরের বিভিন্ন ধাতুর সহিত ষড়্ভিত্তর বা বার মাসের সম্বন্ধ বিচারিত হইয়া এতদেন্দ্রিয়দিগের স্বল্পদর্শী-প্রত্যভিজ্ঞার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নির্ণীত হইয়াছে । হেমন্ত এবং শিশিরে বায়ু কুপিত ; বসন্তে শ্লেষ্মা কুপিত ; গ্রীষ্মে পিত্ত কুপিত ; বর্ষাতে বায়ু, পিত্ত, কক্ষ, তিনই কুপিত ; শরৎকালে পিত্ত কুপিত ।

ধাতু এবং ষড়্ভিত্তর প্রকৃতি বুঝাইয়া লোক সকলকে আপনাপন ভক্ষ্য বিচার কার্যে অধিকতর সাহায্য করিবার জন্য শাস্ত্রে রসাদির স্থল স্থল গুণ এবং কোন

ধাতুর সহিত কোন রসের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

- (১) মধুর—প্রীতিজনক, বলকর, বীৰ্য্যবৃদ্ধিকর, জীবিককর, বাতশূন্য।
- (২) অম্ল—অত্যন্ত কটিকর, রসনার উত্তেজকর, রক্ত মাংস বৃদ্ধিকর, ক্লেদন (পূষাদি) বৃদ্ধিকর, পাচক, কফ বৃদ্ধিকর।
- (৩) লবণ—রেচক, পাচক, পিত্ত বৃদ্ধিকর।
- (৪) তিক্ত—পিত্ত, কফ, চর্মরোগ এবং জ্বর নাশক, দীপন, পাচন, কণ্ডু ও ক্রিমিনাশক।
- (৫) কষায়—শোকে, [রসনাশক] বায়ুবৃদ্ধিকর, শ্লেষ্মনাশক।
- (৬) কটু—অগ্ন্যুদ্দীপক, শ্লেষ্মনাশক, পিত্তবৃদ্ধিকর।
- (ক) উষ্ণ—পিত্তকর, বীৰ্য্যকর, লঘু, বাতশ্লেষ্ম দোষনাশক।
- (খ) শীতল—পিত্তনাশক, বলকর, কফ বাতকর, গুরু।

ধাতু এবং সময় বুঝিয়া বিভিন্ন রসের প্রয়োগ করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়।

ঋতুভেদে পথ্যাপথ্যের নির্দেশ আরও বিস্তৃত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদীয় বা চিকিৎসাশাস্ত্রকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া পথ্যাপথ্য বিষয়ক বিবিধগুলির সৃষ্টি।

(১।২) হেমন্তে এবং শিশিরে বায়ু কুপিত হয়। [তাহার প্রশমনার্থ] মিষ্ট অম্ল এবং লবণ রস ব্যবহার্য। ময়দা মাংস ইক্ষুরসের এবং ক্ষীরের বিকৃতি এবং নবান্ন ও উপকারী। রৌদ্র সন্তাপ এবং অগ্নিসন্তাপ লাগাইবে, শৌচকালে উষ্ণজল ব্যবহার করিবে, পাদত্ৰাণ দ্বারা পাদদ্বয় আবৃত রাখিবে, এবং উষ্ণ ও কোমলস্পর্শ শয্যা শয়ন করিবে।

(৩) বসন্তে শ্লেষ্মা কুপিত, অগ্নি মন্দ হয়। এই ঋতুতে অগ্ন্যুদ্দীপক ক্রিয়া করিবে, ব্যায়াম চর্চা করিবে, বিশেষ করিয়া গাত্র পরিষ্কার রাখিবে, নস্ত গ্রহণ করিবে, পুরাতন যব, গোধূম, মধু এবং জাজল মাংস অুপথ্য। দিবানিদ্রা পরিহার করিবে।

(৪) গ্রীষ্মকালে পিত্ত কুপিত হয়। এ সময়ে স্বাছ, শীতল, দ্রব মিষ্ট, শর্করাসংযুক্ত পানীয় এবং ছপ্পের সহিত বৃষ্টি শাল্য ভোজন করিলে গ্রীষ্মদোষ লাঘব হয়। সন্ধ্যাকালে বায়ু সঞ্চার স্থলে নিদ্রা বাইবে। লবণ অম্ল কটু এবং উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ এবং ব্যায়াম ন্যূন করিবে।

(৫) বর্ষাকালে জ্বালাপাতন এবং জ্বর-নিবৃত্তি-উত্তর-কারক উপহিত হইয়া অনেক দোষ জন্মে এবং অসুস্থতার তৎকালীন ভীষণ হয়। তাহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ দোষত্রয়েরই প্রকোপ জন্মে। এই সময়ে অগ্নিসংকট লক্ষণাদি দ্রব্য, যথা পুরাতন চাউল, জাকল, ময়ূরক, মুগের দাইল, এবং পরিষ্কার কুপো-দক ব্যবহার করিবে; অধিক পরিষ্কার, দিবা নিদ্রা এবং রৌদ্র-সেবা ত্যাগ করিবে।

(৬) শরৎকালে পিত্ত কুপিত হয়। এই সময়ে মিষ্ট তিক্ত কষায় রস উপ-কারী। ইক্ষু শাল্যের মুগ্ধ এবং সরোবর জল পণ্য। জ্বর, কাল, অতিভুতি, দধি, তৈল, বসা, আতপ তীক্ষ্ণ দিবানিদ্রা এবং পশ্চিম বায়ু বর্জনীয়।

এইরূপে বিভিন্ন ঋতুতে ঋতুর এবং ব্যবহারের নির্দেশ করিয়া পরে বলা হইয়াছে।— নিত্যঃ সর্বসংস্কারং স্বস্বাধিক্যাবৃত্তো।—
প্রতি দিবসেই সকল রসের স্বাদগ্রহণ করিবে তবে যে ঋতুতে যে রসের বিধি সেই ঋতুতে সেই রসের আধিক্য হইবে।

বস্তুতঃ— তচ্চনিত্যং প্রযুক্তীতং স্বাস্থ্যং যেন প্রযুক্ততে।

অজাতানাং বিকারাদীমহুৎপতিকরঞ্চ যৎ ॥

নিত্য [তাদৃশ পথ্যের] প্রয়োগ করিতে হইবে বাহাতে স্বাস্থ্যের রক্ষা হয়, এবং যে বিকৃতি জন্মে নাই তাহাও জন্মিতে না পায়।

যদি কোন ইংরাজী চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে পথ্যাপথ্য নির্দেশ চেষ্টা করা যায়, তবে বড়ই গোলযোগে পড়িতে হয় এবং ব্যবহারী ডাক্তারদিগের সহা-য়তা লইয়াও তেমন কিছু স্থির করিতে পারা যায় না। জলিশ বৎসরের পূর্ব-কার ইংরাজী চিকিৎসাগ্রন্থে মনুষ্যদিগের ঋতুভেদের কোন কথাই পাওয়া যায় না, তখন ঋতুভেদ কাপারটা আদর্শই মানা হইত না! এখন যদিও ঋতুভেদ স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি দ্রব্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলই ইউ-রোপীয় চিকিৎসাগ্রন্থে লিখিত হইয়া থাকে। সে সকল কালের উপলব্ধি দ্বারা পথ্যাপথ্য বিচারের বিশেষ কোন সাহায্যই হয় না। ডাক্তারেরাও এইমাত্র বুঝেন যে যে দ্রব্যে যবক্ষারজান যত অধিক সে দ্রব্য তত বলবর্ধক, আর বাহাতে স্নেহভাগ যত বেশী সে দ্রব্য তত হৃৎস্পন্দ। কিন্তু যবক্ষারজানবহুল এবং স্নেহবহুল অনেকানেক দ্রব্যই আছে, তাহাদের কোনটী মনুষ্য শরীরে সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং কেমন সময়ে আর কেমন

অবস্থার শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী বা অনুরূপকারী হয়, জটিলতার বইগুলি এমনত সকল কথার কোন ধার ধারেনা : লীলপ্রদান দেশবাসী প্রভূত ঐহিক বলে বলীয়ান, প্রবীণ কঠোরগি বিশিষ্ট, স্থলেক্সির বঙ্গীয়, স্বল্পদর্শনে হীনশক্তি, এমন লোক সকলের মধ্যে প্রবীত চিকিৎসাশাস্ত্র এবং তৎপাশ্চ শিকিত তজ্জাতীয় ভিষকেরা কখনই খাতু, ঋতু, শরীরের ভাব এবং অবস্থা ও প্রবোয় স্বভাব বুঝিয়া পথ্যাপথ্য বিচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। ধনুস্তরি বলিয়াছেন—নহমদবু [দ্রব্য] স্বভাবাঃ ভিষজঃ স্বস্থানবৃত্তিঃ রোগনিগ্রহক কৰ্ত্তুঃ সমৰ্থাঃ।

কিন্তু আমাদের স্বদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে জব্যগুণ যেরূপে লিখিত হইয়াছে তাহা যেমন প্রকৃত অতিজ্ঞতাকুলক, শুদ্ধ ঔষধীয়নিক বিশ্লেষণমূলক নয়, তেমনি প্রয়োগে সূকর এবং ফলে সাতিশয় কার্যকারী।

শাস্ত্রে ভারতবাসীর প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাতুর এবং ঋতুর এবং অবস্থার বিচারপূর্বক এই সকল খাদ্য সামগ্রীর ব্যবহার করিতে পারিলে, অতি সুন্দর রূপেই স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া বাইতেছে।

(১) খাদ্যাদি।

- (১) হৈমন্তিক খাদ্য—ঈষদারু এবং কফ বর্ধক, হারী, স্বল্পশুক্রবর্ধক, মধুর।
 - (ক) নূতন ঐ—কফকর, স্বাচ্ছন্দ্য, শিথ, শুক্রবর্ধক, গুরু।
 - (খ) পুরাতন ঐ—রুক্ষ, অগ্নিবর্ধক।
- (২) বৌরো খাদ্য—মধুর এবং অন্নরস, পিত্তবর্ধক, গুরুপাক।
- (৩) গ্রীষ্ম এবং শরৎপন্ন খাদ্য—রুক্ষ, পিত্তকর, গুরু।
- (৪) শ্রুমা—শৌষক, রুক্ষ; বাতল, মেদা এবং পিত্তনাশক।
- (৫) যব—কষায়, মধুর, শিথ, (পাকে) কটু, কফর, পিত্তর।
- (৬) প্লৈষ্য—মধুর, গুরু, বলা, স্থির, শুক্রপ্রদ, বাত এবং পিত্তনাশক, শ্লেষকর, মল শৌষক।

(ক) খই—ছর্দি (বমনরোগ) তৃষ্ণা, অতিসার, মেহ, মেদ, কফ, কাশ, পিত্ত এই সকল দোষের উপশম করে; আগ্নেয়, লঘুপাক। [পথ্য বিচারে থৈ

পরিভাষ্য হইয়া যে মাগ, বালি, আলাকট, চৈকিওকা প্রভৃতির সমাদর হই-
য়াছে তাহা একটি বিড়ম্বনার লক্ষণ। সুড়ি, চিড়ে, শিলাফল, বন, গোধূম,
পুরাতন চাউল প্রভৃতি অতি স্নেহক দেশীয় দ্রব্যজাত হইতে কি রোগীর পথ্য,
কি সুস্থ প্রৌঢ় এবং বালক বালিকার জলখাবার দ্রব্য, মকমলই সচ্ছন্দে প্রস্তুত
হয়। তথাপি বিলাতের বায়ী এবং কামায়নাথ দ্রব্য মিশ্রিত বিধকুট, বজ্রেশ্বস
প্রভৃতি অসংখ্য কৃত্রিম এবং চুই খাওয়ার প্রভি দেশীয়দিগের সাংঘাতিক লোভ
এবং তক্তি প্রতীয়মান হইতেছে।]

(৭) শিদি—(নানা বর্ণের) কক্ক + (শুভবর্ণের) উৎকৃষ্ট ।

(৮) দাইল—[সাধারণতঃ] (শাক) মধুর, বন্য, পিত্তনাশক ।

(ক) মুগ—(হরিত, পীত,) কষায়, মধুর, শীতল, পিত্ত শ্লেষ্ম-নাশক, অন-
ধিক বায়ুকর, চাকুশ ।

(খ) মগুর (রক্ত)—সংগ্রাহী, বলবর্দ্ধক । মগুর (পীত)—কুমিকর ।

(গ) মাম—প্রচুর বায়ুজনক, ত্রিধ, মেহ, মাংস কফপ্রদ ।

(ঘ) অড়হর—কফ পিত্তনাশক ।

(ঙ) ছোলা—শীত, মধুর, বাতল, কফ, রক্ত পিত্তনাশক, পুংস্বনাশক ।

(৯) সর্বপ—কটু, বাতনাশক, উষ্ণ ।

(১০) তিল—গুরুপাক, মেধা-বৃদ্ধিকর, রুচ্য, গ্রাহী, কেশ্য ।

ত্রিধ বন্যোহয় সুদ্রোক্ষো ব্রণলেপহিতশ্চ মঃ ।

সমাধুর্য্য ত্র্যখোক্ষাচ্চ স্নেহাচ্চানিল নাশনঃ ।

কষায়ভাবান্নাধুর্য্যাত্তিক্ত স্বাচাপি পিত্তহা ।

ঔষ্যাং কষায় ভাবাচ্চতিক্তদ্বাচ্চ কফেহিতঃ ।

তিল—ত্রিধ, বন্য, সুদ্রোষবকারী, উষ্ণ, ব্রণলেপে উপকারী, মধুর, উষ্ণ
এবং স্নেহগুণে বায়ুনাশক, কষায় এবং তিক্ত বলিয়া পিত্তনাশক এবং উষ্ণ,
কষায় এবং তিক্ত বলিয়া কফদোষ নিবায়ক । কক্কতিমই উৎকৃষ্ট ।

(২) শাবাদি ।

(১) পটোল—কল ত্রিদোষনাশক ; উহার পাতা পিত্তনাশক, ডাঁটা কক-
নাশক, এবং মূল বিরোচক ।

- (২) বাস্তুক—(বেতো শাক) শাকে লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক, [যব-
ক্ষার যোগে] কুশিনাশক, গুরুল ।
- (৩) ব্রাহ্মী—মেধা আয়ু স্থিতি-বর্দ্ধিনী, অরাদৌষ নিবারিণী, কক্ষপিত্তনাশিনী
এবং স্বরশক্তির বৃদ্ধিকরী ।
- (৪) নিম্ব—পিত্ত, কফ, সর্দি, জ্বর, কুষ্ঠাদি দৌষ এবং ছল্লাস নিবারক ।
- (৫) মূলা—গুরু, কোষ্ঠ-বদ্ধক, ত্রিদৌষকারী, [কিন্তু সিদ্ধ হইলে] পিত্ত-
কারী, কফ এবং বায়ুনাশক ।
- (৬) পালকশাক—কফ এবং পিত্তনাশক, কক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ।
- (৭) নটিয়া শাক—মধুর, শীতল, অজীর্ণকারী, পিত্তনাশক, গুরু ।
- (৮) শুশুনি শাক—ধারক, ত্রিদৌষ নাশক, গাত্রজ্বালা নিবারক ।

শাক সম্বন্ধে সাধারণতঃ উক্ত হইয়াছে—

শাকেষু সর্বে নিবসন্তি রোগা রোগোহি দেহস্ত বিনাশহেতু ।

তস্মাদুদৈঃ শাক বিবর্জনঞ্চ কার্য্যং তথ্যল্লেষু ত এবদৌষাঃ ।

সিদ্ধং নিস্পীড়িতরসং মেহাক্তঞ্চ প্রশস্ততে ।

সর্বশাক মচক্ষুশ্য মজাজ্জেষয় মমৈখুনং ।

ঋতে পটোল বাস্তুক কাকমাটী পুনর্নবাঃ ॥

শাকে সকল রোগ নিবাস করে, রোগ হইতেই দেহের বিনাশ হয় ; এইজন্য
বুদ্ধিমানেরা শাক বর্জন করিবেন এবং অল্পেরও এই প্রকার দৌষ বলিয়া অল্পও
বর্জন করিবেন । কিন্তু শাকের জল গালিয়া মেহের সহিত সুপক হইলে
শাকের দৌষ যায় । পটোল, বাস্তুক, কাকমাটী এবং পুনর্নবা ছাড়া সকল
শাকই চক্ষুর এবং শুক্রে বলাশাক ।

(৩) তরকারির ফলাদি ।

- (১) [দেশী] (বাব) কুম্মাণ্ড—পিত্তহর, (মধ্যম) কুম্মাণ্ড—কফনাশক,
(পক) কুম্মাণ্ড—লঘু, উপ্ব, দীপন, বস্তি শোধক, সর্বদৌষহর, হৃদয়, পথ্য ।
কুম্মাণ্ড নালিকা (ডাঁটা)—গুরু, বাত এবং কফ-নাশিনী ।
- (২) অলাবু—শীতল, গুরু, মধুর, পিত্তনাশক, বাতশ্লেক্ষকর, কফনাশক ।
- (৩) কারবেষ (কহোলা, উচ্ছে)—কফ এবং পিত্তনাশক ।

- (৪) বিঙ্গা—কফ-পিত্ত, গুরু, মলবর্দ্ধক, বাতবর্দ্ধক ।
- (৫) ওল—দীপন, কফ, কোষ্ঠ প্রতিকর, লঘু অর্শরোগে উপকারী ।
- (৬) মানকচু—স্নায়ু শীতল, গুরু শোথহর, কটু ।
- (৭) কচী (কচু)—আম-বাত-জনক, গুরু পিত্তল ।
- (৮) কদলীমূল—এঁটে এবং খোড়—বলকারী, গুরু বাত-পিত্ত হর ।
- (৯) মোচা—কফনাশক, কৃমিনাশক, কুষ্ঠ-প্লীহাজ্বর হরদীপক, মলশোধক ।
- (১০) বার্তাকু—তরকারীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

বার্তাকুরেবা গুণ স্তম্ভযুক্ত, বহিপ্রদা মারুত নাশিনী চ ।

গুরুপ্রদা শোণিতবর্দ্ধিনী চ, হৃন্নাস কাশারুচি নাশিনী চ ॥

সাবালা কফ পিত্তনা, পকারুক্ষাচ পিত্তনা ।

সদাফলা ত্রিদোষনা, রক্ত পিত্ত প্রণাশিনী ॥

(৪) লবণাদি ।

- (১) সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক, ধাতু পোষক, চাক্ষুশ্য দীপক, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘু রেচক ।
- (২)—হরিদ্রা কফ, বাত শোথ গাত্র কণ্ডু ব্রণ নষ্ট করে রক্ত পরিষ্কার করে ।
- (৩)—হিঙ্গু, তীক্ষ্ণ, অজীর্ণ নাশক পাচক, কফ ও বায়ু নাশক, কটু শূল-নাশক উষ্ণ লঘু ।
- (৪) এলাইচ (বড়)—তৃষ্ণা, ছর্দি, কফ, বায়ু ও গুরুরোধ নাশক ।
- (ছোট)—মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ, শ্বাস, কাশ, কফে উপকারী ।
- (৫) আদা—কফ, বাত, আম, মলবদ্ধ, শূলনাশক, আগ্নেয়, ধাতুপোষক ।
- (৬) লবঙ্গ—আধ্বান ও শূল নাশক, দীপক, লঘু, উষ্ণ ।
- (৭) মরিচ (গুরু)—আগ্নেয়, রুক্ষ, লঘু, গুরুক্ষয়কর ।
- (৮) ধাত্রা-(গুরু)—কফ; বায়ু, দাহ ছর্দি, তৃষ্ণানাশক ।
- (৯) কুমুদ, উৎপল এবং পদ্মের নীল বায়ুনাশক, কষায়, পিত্ত, (পাকে) মধুর ।
- (১০) তৈল—কষায়, অগ্নি, বলা, রুক্ষ, দীপক, উষ্ণ, পিত্তল ।
- (ক) মাংস (সাধারণতঃ)—বাতহর, বলা, বৃষ্য, প্রীণন, (মাংসবর্দ্ধক) গুরু ।

(খ) মংশ (সাধারণতঃ)—গুরু, গুরুবর্দ্ধক, নিম্ন, মধুর, কফপিত্ত বর্দ্ধক ।

ক্ষুদ্র মংশ—লঘু, গ্রাহী, গ্রহিণী-রোগে উপকারী ।

(০) সাধারণ ফলাদি ।

(১) দাড়িম্ব—হৃদয়, অম্ল, উষ্ণ, বাতঘ্ন গ্রাহী, দীপন, বৃষ্য, কষায়, মধুর, কফ-পিত্ত বিরোধী ।

(২) আম্র (কচি) রক্তপিত্তকর, (মাজারি) পিত্তল, (পক) বর্ণকর, রুচা, মাংস গুরু এবং বলবর্দ্ধক, বাতনাশক, হৃদয়, গুরু, অগ্নিদীপক ।

(পেঘী—আমসী) কষায়, উষ্ণ, ভেদিনী, কফ বাতনাশক ।

(৩) কণ্টাফল (কাঁঠাল) মধুর, কষায় নিম্ন শীতল গুরুপাক শ্লেষ্ম এবং গুরুবর্দ্ধক ।

(৪) কদলী—মধুর হৃদয় কষায় অম্ল শীতল রক্তপিত্তনাশক রুচ্য বৃষ্য শ্লেষ্মকর গুরু ।

(৫) নারঙ্গা লেবু—হৃদয় অম্ল অগ্ন্যুদ্দীপক কাশ শ্বাস এবং অরুচি নাশক তৃষ্ণানিবারক কোষ্ঠশোধক ।

(৬) লেবু—(পাতি কাগজি)—মধুর অম্ল পিত্তকর গুরু স্নিগ্ধ দুর্জর অগ্নিবর্দ্ধক কফ বায়ু তৃষ্ণা শূল ছর্দি এবং শ্বাস নিবারক ।

(৭) তেঁতুল—(কাঁচা) বাতঘ্ন কফপিত্তকারী (পাকা) অগ্ন্যুদ্দীপক, রুক্ষ, স্বল্প উষ্ণ, কফ বাত নাশক ।

(৮) আমড়া—মধুর গুরুবর্দ্ধক গুরু শ্লেষ্মাল শীত নিম্ন বিষ্টভী মলবদ্ধকর ।

(৯) বিব্ব—(কচি) কষায়, উষ্ণ পাচক অগ্ন্যুদ্দীপক তিক্ত কটু বাত এবং কফ নাশক মল সংগ্রাহী ; (পাকা) স্নিগ্ধ মধুর দুপ্পচ গ্রাহী (পেঘী—বেলগুটী) কফ বাত আম ও শূলনাশিনী ।

(১০) নারিকেল—গুরু, পিত্তঘ্ন স্বাদু শীতল বল এবং মাসপ্রদ (কোমল) পিত্তজ্বর এবং পিত্তনাশক । তৃষ্ণা এবং দাহনাশক ।

(১১) পিয়ারা—অম্ল মধুর সারক ।

(১২) পামিফল—শীতল ধারক গুরু পিত্তকর ।

(১৩) কেণ্ডুর—গুরুল বাতপিত্তহর শীতল ।

(১৪) ইক্ষু—রক্তপিত্ত নাশক, বলবর্ধক, বৃশ্চ, কফবর্ধক । (পাকে) মধুর
স্নিগ্ধ, গুরু, মৃদল ।

(১৫) গুড় (পুরাতন) বাতঘ्न, রক্ত পরিষ্কারক, পিত্তঘ्न, মধুর, স্নিগ্ধ বৃশ্চতম
চাক্ষুষ, বাতপিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ ।

(১৬) শর্করা ।—পিত্তনাশক, ছর্দিনাশক, শীতল, ত্রণ শোধনকর ।

(১৭) হরীতকী—ঋতুভেদে সৈন্ধবলবণ চিনি গুঁঠ পিপুল মধু গুড়
প্রভৃতির সহিত বর্ষা হইতে পর পর ঋতুতে ব্যবহার করিলে সকল
দোষ নাশক ।

সিদ্ধার্থ শর্করা গুণী কণামধু গুড়ৈক্রমাং

বর্ষাদিষভয়াসেব্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥

(১৮) আমলকী—

হরীতকী সমং ধাত্রীফলং কিন্তু বিশেষতঃ ।

রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃশ্চং রসায়নং ॥

হস্তি বাতং তদঘ্নত্বাং পিত্তং মাধুর্য্য শৈত্যতঃ ।

ককং কৃষ্ণ কষায়ত্বাং ফলং ধাত্র্যাঙ্গিদোষজিৎ ॥

ধাত্রীফলের (আমলকীর) গুণ হরীতকীর সমান বিশেষ এই যে ধাত্রী রক্ত-
পিত্ত এবং প্রমেহনাশিনী বীৰ্য্য ও আয়ুর্বৃদ্ধিকরী ; অগ্ন্যহ্ন হেতু বাতঘ্নী মাধুর্য্য
এবং শৈত্য হেতু পিত্তঘ্নী এবং অক্ষয়হ্ন ও কষায়হ্ন হেতু কফঘ্নী অর্থাৎ ধাত্রী
ত্রিদোষনাশিনী ।

(৬) জলাদি ।

জলের সাতটা গুণ থাকা আবশ্যক । উষ্ণ স্বচ্ছ লঘু শীতল স্পন্দিত
(হর্গন্ধহীন ভাল মাটির জল) সংসৃষ্ট রস (স্বয়ং স্বাদবিহীন) হ্রত এবং তৃষ্ণা-
নিবারক হইবে । [যে জলে বিশিষ্টরূপে সূর্য্য কিরণ সংলগ্ন না হয় অথবা বাহা
বায়ু বিশোধিত হয় না তাদৃশ “শশি-সূর্য্যকিরণানিলৈরজুষ্টি” জল স্পন্দিত
হইলেও স্নেহা বৃদ্ধি করে । এই জল পাইপের জলও সিদ্ধ করিয়া লওয়া
আবশ্যক ।]

উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত পবিত্র জলই যথার্থতঃ শরীরের উপকারী । [সোডা
ওয়াটার লেমনেড জিঞ্জারেড প্রভৃতি ক্ষারাদিযুক্ত পানীয় অনুপকারী]

সিদ্ধ জল—কাশ শ্বাস জ্বর কফ বাত আম অজীর্ণ এই সকল দৌষের নিবারক। ইহা অল্প পরিমাণে বস্তিশোধক এবং পিত্তজনক। অকুচি প্রমেহ শ্বয়থু (শোথ) ক্ষয় মন্দাঘ্নি নেত্ররোগ ত্রণ মধুমেহ এই সকল দৌষ থাকিলে জল পান অল্প করিতে হয়।

ডাব—নারিকেলের জল বৃষ্ণ স্বাদু গুরু পিত্তনাশক; বিশেষতঃ রক্তবর্ণ নারিকেলের জল পিত্তদৌষজনিত রোগ মাত্রের শান্তিকারক। বুনার জল কোষ্ঠ বদ্ধ করে এবং ভার।

(৭) দুগ্ধাদি।

(১) গোদুগ্ধ—জীবন বল্য রক্তপিত্তনাশক বায়ু নাশক আয়ুর্বর্দ্ধক পুষ্টি-কর রসায়ন।

[ইউরোপীয়েরা জাহাজে করিয়া সমুদ্রে গতিবিধি করেন; এই জন্ত পৰ্য্য-ষিত দ্রব্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত। উহারা জাহাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়েন না; সেই জন্ত সুইস-মিল্ক ও মিল্ক পাউডার প্রভৃতি কৃত্রিম পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের অনুকরণপ্রিয় ইংরাজী শিক্ষিতেরা ঘরে থাকিয়াও ছেলেদের সুইস-মিল্ক খাওয়াইতে ব্যস্ত!]

(২) মাহিষ-দুগ্ধ—মধুর অতি শীতল গুরু নিদ্রাকারক অগ্নিমান্দ্যকর (শ্বতোষ্ণ) কফ বাতঘ্ন (শ্বতশীত) পিত্তনাশক।

(৩) ছাগদুগ্ধ—মধুর শীতল গ্রাহী দীপন বাতপিত্ত এবং ক্ষয়কাশ নাশক।

(৪) সলবণ দুগ্ধ, ছেঁড়া দুগ্ধ, বি-বৎসার দুগ্ধ এবং বালবৎসার দুগ্ধ বর্জ-য়। বালবৎসার অর্থাৎ প্রসবের দশ দিনের ভিতর দুগ্ধ গ্রহণ করিতে নাই।

(৮) দধিাদি।

(১) গবাদধি—বাতঘ্ন, স্নিগ্ধ, (পাকে) দীপক বলবর্দ্ধক।

(২) মাহিষদধি—অতি স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত প্রসাদক, (পাকে) মধুর বৃষ্ণ, গুরু, কফ বৃদ্ধিকর। দধি অত্যন্ত অল্প হইলে রক্তের দৌষ জন্মায় এবং কফ ও পিত্ত দৌষ জন্মায়।

(৩) ঘোল (নির্জল) পিত্তঘ্ন, বাতঘ্ন, কফবর্দ্ধক।

(৪) তুর্ক—(সিকি জল) লঘু, কষায়, অন্ন দীপক । সৈন্ধব সহ বাতশ্ল, শর্করা সহিত পিত্তশ্ল এবং ত্রিকটুর ও ক্ষারের সহিত কফশ্ল ।

(৫) গব্য ঘৃত—চাক্ষুশ, বলবর্দ্ধক, (পাক) মধুর, শীতল, বাতপিত্ত-নাশক । “আয়ুর্বেদঘৃতং” ।

(৬) মাহিষ ঘৃত—স্বাদু মধুর শীতল গুরু বাতপিত্ত ও রক্তপিত্ত নাশক, কফ-বর্দ্ধক ।

বিরুদ্ধ ভোজ্য ।

(১) গ্রাম্যপণ্ডুর মাংস, অনুগজ (অধিক জলযুক্ত দেশজাত) মাংস, সর্ব-প্রকার মৎস্ত, মাসকলাই গুড় মূলা ও সজিনার শাক এবং দুগ্ধ পরস্পর সম্বন্ধ বর্জিত হইবে ।

(২) ঘৃত মধু এবং মাংসের সহিত মূলা পাক বর্জিত হইবে ।

(৩) ইক্ষু বিকারের এবং মধুর সহিত মৎস্তের পাক বর্জিত হইবে ।

(৪) জুড়ান ভাত পুনরুৎপাদিত হইলে পরিত্যজ্য হইবে ।

(৫) দধির তক্রের ছন্ধের বা তাল ফলের সহিত একত্রে মিশাইয়া কদলী ফল খাইবে না ॥

(৬) পাকা মাদার ফল কখন ছন্ধের সংস্রবে খাইবে না ।

(৭) আমড়া গোঁড়ালেবু মাদার ফল করমচা মোচা কামরাঙ্গা কুল চালিদা জাম কতবেল তেঁতুল আকরোট কাঁটাল নারিকেল দাড়িম আম-লকী এবং সর্বপ্রকার অন্ন ছন্ধের সহিত বিরুদ্ধ ।

(৮) মধু উষ্ণ করিয়া খাইতে নাই ।

(৯) কাংসপাত্রে দশ দিন ঘৃত থাকিলে তাহা খাইবে না ।

ভক্ষ্যদ্রব্যের আয়ুর্বেদ সন্মত গুণদোষাদি বিবৃত করিয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধের কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করিয়া শাস্ত্র বলিয়া-ছেন যে অপথ্য ভোজন এবং বিরুদ্ধ ভোজন জনিত দোষ, বিরেচন বমন শয়ন এবং [পরবর্তী] হিতভোজনের গুণে * শমতা প্রাপ্ত হইতে পারে ;

* কয়েকটি অমুকুল ভক্ষ্যের উদাহরণ ।

নারিকেল ও তালশাণের—(অমুকুল) তুলাশাণের । আশ্রয়—দুগ্ধ । ঘৃতের—লেবুর রস, জামের রস, অমবস ফল । মোচার—ঘৃত । গে'ধু'য়ের—। কড়ি । নারঙ্গার—গুড় ।

বিশেষতঃ তরুণ বয়স্ক অথবা ব্যায়ামশীল + কিম্বা বলবান এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদ্বিগের শরীরে ঐ দোষ বহু স্থলে “যেন” অকিঞ্চিৎকর হইয়াই যায়। কিন্তু স্থিতিশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনের দ্বারা যে পাপ জন্মে তাহা ঐরূপে বিতথ-প্রায় হয় না।

শাস্ত্রের এই কথাটী একটু বন্ধ করিয়া বুঝিতে হয়। বালক এবং নির্বোদ লোকে মনে করে খাবার সামগ্রী খাইলাম তাহাতে যদি কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই তবে আবার কি দোষ হইবে? বিশেষতঃ সর্বভুক ইউরোপীয়দিগের মধ্যে একটা কিম্বদন্তী এই যে যাহা মুখের ভিতরে যায় তাহাতে পাপ হয় না যাহা মুখ হইতে বাহির হইয়া আইসে (অর্থাৎ বাক্যাদি) তাহাতেই

মৎসোর - আত্র (কাঁচা)। মধুর—তৈল। কাঁঠালের—কদলী। চাউলের দ্রুক্ষ (পাতলা)। তালের বকুল। ভাজাপিঠার—সিদ্ধ পিঠা, ভাত। পায়সের—মুলাশূণ। করলা। মুলা লাউ, পুই, পামর, গটোল,—নটরার—বেত সর্বণ। মটর, কেশর; খেজুরিয়া; গুড়ের আদা। গুলর—গুড়। জামের—লবণ। খিচড়ীর—সৈন্ধব। বধির—লবণ ও জল।

ব্যায়াম সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। কুস্তি করা, মুণ্ড বজা, পবত্রঃজ ভ্রমণ, সম্ভরণ প্রভৃতিই এ দেশের উপযোগী ব্যায়াম। বয়স ও শরীরের অনন্থা ভেদে ব্যায়ামের বিভিন্নতা করিতে হয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামে রোগোৎপত্তি হয়। তদন্তর একাদশীর উপবাস করিলে দশমী হইতে তিনবিস ব্যায়াম করিতে নাই।

ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং শিক্তভোজিনাং

স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যাত্মকঃ স্ততঃ

সর্কেষু তুষ সর্কেষি শূনৈরান্নহিতাখিতিঃ ।

শক্তাৰ্দ্ধনতু নৰ্ত্তন্যো ব্যায়ামো হস্ত্যতো ব্যথাং ॥

কুক্ষি অলাট গ্রীবারং বদা বর্ধঃ প্রবর্তত

শক্তাৰ্দ্ধং তদ্বিজানীয়াদারতোচ্ছাস মে ব চ

লাঘবং কৰ্শ্যসামর্থ্যঃ টৈর্হর্ষাং ক্লেশসহিকুতা ।

দোষকরোহ'গ্ৰবৃদ্ধিচ্চ ব্যায়ামাদুপগায়তে ॥

ব্যায়ামং কুর্কতো নিতাং শিক্তমপিভোজনং ।

বিদক্কমবিদক্কং বা নির্দোষং পরিপচ্যতে ॥

ন চ ব্যায়ামসদৃশমন্তং হোল্যাপকর্ষণং ।

ন চ ব্যায়ামিনং সর্ভ্যঃ সর্দয়ন্ত্যরোবণাং ॥

ন টৈনং সহসাক্রম্য জরা সমাধগচ্ছতি ।

পাপ হইতে পারে। এটা প্রকৃত কথা নয় বালকের ভায় স্বল্পদর্শীর কথা।
অন্ন দোষ হইতে রোগ ছাড়া অতি গুরুতর দোষও হইতে পারে। আহারের
দোষ গুণে মনুষ্যের 'স্বভাবের' পরিবর্ত ঘটয়া থাকে। প্রত্যুত শরীর যন্ত্রে পাক-
ক্রিয়ার দ্বারা মথিত হইয়াই যখন অন্তঃকরণাদি সংঘটিত হয়, তখন আহার্যের
গুণ দোষ যে অন্তঃকরণ বৃত্তিতে সংক্রামিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আহারের
দোষগুণ এক পুরুষ হইতে তৎপরবর্তী পুরুষেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। স্বল্প-
দর্শী শাস্ত্র এই অদৃষ্ট দ্বার দোষের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া সত্ত্বগুণ বিরোধী
কতক গুলি দ্রব্যের ভোজন দ্বিজাতির পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন।

লগুনংগুজ্ঞনৈব পলাতুং করকানিচ।

অভক্ষ্যি দ্বিজাतीনাং অমেধ্যপ্রভবানিচ ॥

রসুন গাজের পিষ্টাজ এবং ছত্রাক আর অমেধ্য—[যথা বিষ্ঠাদি] জাত
দ্রব্য সকল দ্বিজাতির অভক্ষ্য।

ইন্দ্রিয়ের অতি তৃপ্তিকর দ্রব্যাদির সম্বন্ধেও শাস্ত্রের সনির্বন্ধ বিধি এই যে
তাঁদৃশ দ্রব্য দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া কদাপি খাইতে নাই।

বৃথা কুসর সংযাব পায়সা পূপমেবচ।

অনুপাকৃত মাংসানি দেবান্নানিহবীংষিচ ॥

[কেবল আত্মপ্ৰীতির উদ্দেশে প্রস্তুত] কুসর [তিল তণুল সম্পক দ্রব্য]
অথবা সংযাব [ঘৃত ক্ষীর গুড় গোধূমাদি চূর্ণ সম্পক দ্রব্য] কিম্বা পায়স
অথবা পিষ্টক খাইবে না আর অসংস্কৃত (দেবতাকে অনিবেদিত) মাংস
দেবান্ন (দেবতার নৈবেদ্য) এবং হবিও [খাইবে না]।

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি অধিক রুচিকর এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর। দেবতা এবং
অতিথির জন্ত প্রস্তুত করা হইলে উহারা লালসার উদ্রেক করিয়া প্রকৃতির
স্কৃদ্ধতা সাধন করিতে পারে না। এই জন্ত দেবতা এবং অতিথির উদ্দেশে
প্রস্তুত করিবার বিশেষ বিধি।

রক্তগিত্তী করী শোষী কাসী বাসীকতাতুরঃ।

ভুক্তান স্ত্রীষুচ ক্ষীণে ব্যারীনাং পরিবর্জয়েৎ ॥

বাতপিত্তামরী বালো বৃদ্ধোহকীর্ণী চ সংত্যজেৎ ॥

আরও কয়েকটি দ্রব্যের নিষেধ আছে। প্রসবের পর দশ দিনের মধ্যে গোকর উষ্ট্রের গর্দভাদি এক-সফের মেঘীর মহিষীর ছাগীর এবং সন্ধিনী (বৃষের জন্ত ইচ্ছাবতী) গোকর এবং মৃতবৎসা অথবা দূরস্থবৎসা গোকর হৃৎ খাইতে নাই।

এই সকল নিষেধের মূলে পথ্যের বিচার আছে, আর আহারে সাম্বিকতা রক্ষার উপায়ও আছে। কারণ তাদৃশবিশ্বায় গাভী প্রভৃতির হৃৎ পান করা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পীড়াজনক ও চিত্তের অপকর্ষ জনক এবং সে হৃৎ গ্রহণ করা পরম্পরাসম্বন্ধে স্বল্পবয়স বৎসাদির প্রতি মূশংসতা বাঞ্ছক।

কালবশে বিকৃতি প্রাপ্ত যাবতীয় বস্তুর ভক্ষণ নিষিদ্ধ। বিকৃতি প্রাপ্ত দ্রব্য ভক্ষিত হইলে সত্ত্বগুণের বাধক এবং তমোগুণের বর্ধক হয়। এই জন্ত দধি এবং দধি-সম্ভব দ্রব্যাদি ভিন্ন সর্ব প্রকার শুভ্রই অভক্ষ্য। যে মধুররস দ্রব্য কালবশে অম্লরস হয় তাহাকে শুভ্র বলে; যথা সিকী 'বিনিগার' কাঞ্জিকা প্রভৃতি। পুষ্প মূল কন্দ ফল প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত শুভ্র যদি মত্ততাজনক না হয় তবেই ভক্ষণীয়।

দিবসের মধ্যে দুইবার ভোজন করিবে না। যদি একাধিক বার খাইতে হয় তবে ফল মূলাদি খাইবে।

দিবা পুনন ভুঞ্জীত চাত্তত্র কলমূলয়োঃ।”

আরও কয়েক প্রকার দূষিতান্ন আছে, যথা মত্ত, ক্রুদ্ধ প্রভৃতির অন্ন, আতুর ব্যক্তির অন্ন বিদ্বানের জুগুপ্সিত অন্ন ক্রুরের অন্ন শত্রুর অন্ন পিশুনাগ্ন মিথ্যাবাদীর অন্ন ঘুষ্ঠান্ন (উচ্চৈশ্বরে ডাকিয়া দেওয়া অন্ন) গণান্ন (বার এয়ারির অন্ন) অবজ্ঞাদান্ন অন্ন বাকৃষ্ণ এবং ভাবহৃষ্ট অন্ন জগন্মী জীকর্তৃক দৃষ্টান্ন চোরের অন্ন গায়কের অন্ন ছুতরের অন্ন ব্যাধের অন্ন জীজিতের অন্ন পায়ে মাড়ান অন্ন, রজস্বলা কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন, গণিকার অন্ন, ভূক্তোচ্ছিষ্টান্ন, উচ্ছিষ্টভোজীর অন্ন, স্মৃতিকান্ন, জননাসৌচান্ন, পতিতের অন্ন, অবশুস্তান্ন (যাহার উপর হাঁচিয়াছে), মরণাসৌচান্ন, ব্যভিচারিণীর অন্ন, বান্ধু বিকের অন্ন, কেশ কীট সংসৃষ্ট অন্ন।

উল্লিখিত সমুদায় নিষেধের মূলে এই কয়েকটি কথা আছে বোধ হয়—
উদ্বিগজনক অথবা লল্লিহজনক, অথবা বিরাগজনক অথবা ঘৃণাজনক, অথবা

অতিভোজনক অথবা দাতার রেশজনক কিবা সাক্ষাৎসদৃশে অপকারী এমন ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ওরূপ ভোজনে চিত্তের মলিনতা জন্মে।

মাংস, তিলি, দারাদিতে যে কতকগুলি ভোজন নিষিদ্ধ তৎসমুদায়ের কোন বৃদ্ধি প্রাপ্ত বৃদ্ধিতে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। তবে শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি অমাত্র করা ভাঙ্গ নরক ইত্যাদি নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

শরনে অর্থাৎ আরাধ্যে শুক্রা একাদশী হইতে কার্তিকের শুক্রা দ্বাদশী পর্যন্ত যেতশিখী, পটোল, বরষা, কদম্ব, কলমী শাক, বেগুন, কতবেল খাইবে না। কার্তিক মাসে মৎস্য মাংস ভক্ষণ উচিত নহে। কার্তিকের শুক্র পক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত “বকপঞ্চক”। ঐ কয়েকদিন মৎস্য মাংস আহার একান্ত নিষিদ্ধ। ভাদ্র মাসে অলাবু এবং মাঘ মাসে মূলা খাইতে নাই। সংক্রান্তির দিনে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ।

প্রতিপদে কুম্ভাশু, দ্বিতীয়ায় বৃহতী (বর্ষাকুড়) তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুফী (লাউ) দশমীতে কলমী, একাদশীতে শিখি, দ্বাদশীতে পুতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্তাকী, চতুর্দশীতে মাষকলাই এবং মাংস, পঞ্চদশীতে (অমাবস্তা ও পূর্ণিমা) মাংস। উল্লিখিত ত্রিথিতে উল্লিখিত দ্রব্যগুলির ভোজন নিষিদ্ধ।

রবিবারে মাষকলাই, আদ্রিক, মাংস, মসুর, নিম্ব, আদা এবং শাক খাইবে না। মঙ্গলবারেও মাংস খাইতে নাই।

তাল যেতকর্ণের হইলে, অলাবু বর্জলাকার গোল হইলে, বার্তাকী কুল পুষ্পবৎ যেত হইলে আর যেত কুম্ভ শাক, যেত কলমী খাইবে না। জীলোক কখনই মাংস খাইবে না।

ভোজনের নিষেধক এই সমস্ত বিধি সত্বেও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

প্রাণভারমিহং সর্বক প্রজাপতিরকরণং।

জগৎ স্বাবরং চৈব লব্ধং প্রাণন্ত্যজোজসং ॥

সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি সমুদয়কেই প্রাণের অঙ্গরূপে সৃষ্ট করিয়াছেন, কি হাবর কি জগৎ সকলই জীবের ভক্ষ্য।

অর্থাৎ আহারের 'তাদৃশ অভাব' হইলে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিতে হয় না। প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সকল জবাই খাইতে পারে।

ভোজনকালে আপনার অতীষ্ট-দেবতাকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিতে হয়। আপনি কাহা খাইবে আপনার দেবতাকে তাহাই নিবেদন করিতে পারে।

বদন্তঃ পুত্রবোদ্ধাভবন্তদন্নাস্ততঃ দেবতাঃ ।

অন্নের পরিবেশন সহজে একটা বিধি এই—

জবণং স্তম্ভনৈধৈব দ্বতং তৈলং অধৈব চ ।

লেখং পেষকং বিবিধং হস্তদন্তং ন ভক্ষয়েৎ ॥

জবণ, বা ব্যঞ্জন, দ্বত, তৈল, লেহ, পেষ, কিছুই হাতে করিয়া পরিবেশন করিলে খাইবে না।

এস্থলে ব্যঞ্জনাদির পরিবেশন পরিশুদ্ধরূপে না হইলে যে বিতৃষ্ণা এবং স্বর্ণার উদ্বেক হইয়া চিত্তের অপ্রশস্ততা জন্মে তৎপতি দৃষ্টি করা হইয়াছে।

যো ভুঙক্তে যেষ্টিতশিরা বশ্চভুঙক্তে বিদিশ্চমুখঃ ।

সোপানংকশ্চ যো ভুঙক্তে সর্কং বিদ্যাতদান্নস্বরং ॥

অথায় কাপড় বান্ধিয়া, অথবা বিদিশ্চমুখ হইয়া কিছা পারে পারে জুতা রাখিয়া যে ভোজন করে, সে আশ্রয় ব্যবহার করে। সাম্বিকতার বিরোধী ঐ সকল ব্যবহার রজোগুণের সম্বন্ধক, এই জন্ত শিবারিত।

অনারোগ্যমনাশুদ্যমস্বর্গ্যাধাতিভোজনং ।

অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাক্তং পরিবর্জয়েৎ ।

অতিভোজনে শরীর নীরোগ হয় না, আশ্রয় ধর্মতা হয়, স্বর্গপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় উহা অপবিত্র, লোকের বিদ্বেষজনক, অতএব অতিভোজন ত্যাগ করিবে।

অতিভোজনটা অতি নীচ এবং অপক্লিষ্ট ব্যবহার। উহা ঘোর তমোগুণের আশ্রয়ীভূত। এই জন্ত দৃঢ়রূপে নিবারিত হইল।

ভোজন শেষ হইলে আর আচমনের বিলম্ব করিবে না।

ভুক্তাচ্চামেদ্ব যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ ।

শোধয়েদ্বুখ হস্তৌচ মৃদস্তির্ধ্ববগৈরপি ॥

ভোজনাবসানে বিদ্বিপূর্বক উত্তমরূপে আচমন করিবে; প্রয়োজন বোধ হইলে মুখ এবং হস্তে মৃত্তিকা এবং জলদ্বারা ঘর্ষণপূর্বক শোধন করিবে। সাক্ষাৎ-

সম্বন্ধে মুখের ও হস্তের এবং পরম্পরা সম্বন্ধে মনের পবিত্রতা রক্ষায় নিমিত্ত এই বিধান ।

কিন্তু আচমন করা হইলেই যে শুচিতা সম্পাদিত হয় তাহা নহে । গৃহের মধ্যে যে সগড়ী পড়িয়া থাকিবে শাস্ত্র তাহা নিবেদ্য করিয়াছেন ।

আচাত্তোহপ্যশুচিত্যাবৎ যাবৎ পাত্রমমুচ্ছৃতং ।

উচ্ছৃতাণ্য শুচিত্যাবৎ যাবচ্ছোচ্ছিষ্ট মার্জনাং

আচমন সমাপন হইলেও ভোজন পাত্রের উদ্ধারণ না হইলে সম্যক শুচিতা জন্মে না আর ভোজনপাত্রের উদ্ধারণ হইলেও বতকণ উচ্ছিষ্টের মার্জন না হয় ততকণ শুচিতা জন্মে না । উল্লিখিত নিয়মের পালন নিবন্ধন গৃহস্থের ঘরে সগড়ী ‘ব্যাড় ব্যাড়’ করিতে পার না, যেমন খাওয়া হইয়া যায়, অমনি পাত্র উঠাইয়া ফেলে এবং স্থান পরিষ্কৃত করে ; গৃহাদি দুর্গন্ধ হয় না ; কাকে, কুকুরে বিড়ালে উচ্ছিষ্টের এখানে সেখানে ফেলিতে পার না । আজ কাল অনেক বাড়ীতে রাত্রে উচ্ছিষ্ট পাত্র পরদিন মার্জিত হয় । উহা অহিন্দু ব্যবহার ।

তাম্বুল ভক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

পর্ণমূলে ভবেদ্য্যাধিং পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ ।

জীর্ণং পর্ণং হরেদায়ুঃ শিরা বুদ্ধি প্রণাশিনী ॥

পানের মূলে ব্যাধি জন্মে, পানের ডগায় পাপ জন্মে পচাপানে আয়ুক্ষয় হয় এবং পানের শিরা বুদ্ধিনাশ করে । এই বিধির প্রভাবে পানের মূল এবং অগ্রভাগ এবং শিরাটি ঝড় দিয়া পান সাজিবার রীতি দেশে প্রচলিত হইয়া আছে । পানের সকল শিরাও বাদ দেওয়া কোন কোন সুগৃহস্থের অভ্যাস । মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই বিধি সুপরিপালিত হয় । তাম্বুল ভক্ষণ হইয়া গেলে পুনর্বার আচমন করিয়া ‘অন্যাসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কস্মাণ্যভক্ষিতঃ’—বিশেষ ক্রোশ ব্যতিরেকে যে সকল কার্য্য করা যায় সাধারণে তাহাই করিবে ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

অপরাহ, সায়াহ এবং রাত্রিকৃত্য ।

আহারের পর সুস্থ এবং প্রশান্তচিত্ত হইয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক বস, সপ্ত-

মাদি বামার্দ্ধকৃত্যে প্রবৃত্ত হইবে। ঐ বামার্দ্ধকৃত্যে উদ্দেশশূন্য হইয়া চিত্তের প্রসাদজনক এবং ধর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধক ক্রিয়া সকলে মন দিতে হয়।

এখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ মহান উপবীত গ্রহণকালের আচার (যা দিবা যাপসীঃ = দিনে ঘুমাইয়ো না) বিবৃত হইয়া, ভোজনাবসানে শয়নগমনে অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা প্রায়শ্চলিত নিষিদ্ধ।

দিকানিদ্ৰাঃ ন কুর্য্যেৎ ত্রিমাংসং বুদ্ধিমান্ ॥

আত্মকীর্ণা দিবানিদ্ৰা ত্রিমাংসী পুণ্যনাশিনী ॥

দিবাতে নিদ্ৰা বাইবে না—ত্রীমাংসং কুরিবে না; দিবানিদ্ৰা আত্মকীর্ণ করে এবং দিবাক্ষেপে ত্রীমাংসর্থে পুণ্য নাশ হয়।

কিন্তু দিবাভাগে নিদ্ৰা বাইবে না বলিয়া, যে সময়টী কীড়া দি ক্রমশে বৃথা নষ্ট করিবে, এমত নহে। আচরণের পক্ষে তাল পাশা কড়িয়েলা প্রভৃতি দ্যুত-কীড়া অবৈধ।

দ্যুতমেতৎ পুরাকালে দৃষ্টং চৈবরকরং মহৎ ॥

তদ্যদ্যুতং ন সেবেত হাত্তার্বমপি বুদ্ধিমান্ ॥

পূর্বকালে দ্যুত অনেক শক্ততা জন্মাইয়াছে; অতএব আমোদ করিয়াও বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্যুতসেবা করিবেন না।

আর্য্যশাস্ত্র কোন ক্রমেই দ্যুতাদি কীড়ার প্রদায় প্রদান করিতে পারেন না। আর্য্যশাস্ত্র সর্বদাই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিত্যতা এবং দৃঢ়তার শিক্ষাদানে যত্ববান এবং সর্বত্র সত্বগুণের পক্ষপাতী। দ্যুতাদি অদৃষ্ট-পরীক্ষক কাপালের আলোচনায় কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে বিচারের অভ্যাস নূন হইয়া পড়ে এবং অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে আগ্রহ বর্দ্ধিত হওয়াতে ভ্রমোত্তপ্ততার গোষণ হয়। এই জন্ত ভোজনের পর বাহ্য করণীয় তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—

ইতিহাসপুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সত্যসেৎ ॥

বৃথাবিবাদবাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জয়েৎ ॥

ইতিহাস পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রাদির অজ্ঞারে আর বৃথা কলহ এবং পরনিন্দার আলোচনা পরিত্যাগ করিবে।

অনন্তর দিনের শেষভাগে ভ্রমণার্থ বাহিরে বাইবে এবং লোকজনের সহিত সদালাপ করিবে।

অহরণের সমাপ্তিঃ বিটেরিটের কৃত্যঃ ।

এইরূপে ষষ্ঠ এবং সপ্তম যামার্দ্ধ এবং অষ্টম যামার্দ্ধেরও কিরতাপ অভীত হইলে সূর্য্যোস্তের * এক দণ্ড মিলক থাকিতে সন্ধ্যাসম্ভার সময় উপস্থিত হইবে ।

এই স্থলে লক্ষ্যকৃত্য সবক্ষে একটী কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব । প্রাতঃসম্ভার মধ্যাহ্নসম্ভার এবং সন্ধ্যাসম্ভার এই তিনসম্ভার প্রভৃতি প্রায় একরূপ, ইহাদিগের অর্থোষ্ঠানও তেমন বিভিন্ন প্রকার নয় । “সন্ধ্যাসম্ভারপটীতি” এই বৈদিক বিধির অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যাসম্ভার করিতে হয় । সন্ধ্যাসম্ভার কার্য্যের উদ্দেশ্য অতি গুরুতর কা হইলে উহার অভ্যাসের জন্য এক নির্বন্ধাতিশয়া হইত না এবং উহার একটী মাত্রা বা অক্ষর পরিব্রট হইলে প্রারচিত্তের বিধি থাকিত না । সে উদ্দেশ্য কি এবং কত গুরু ভাষা বুঝা উচিত ।

সন্ধ্যাসম্ভারের মন্ত্রগুলির অতি সামান্য দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই মন্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি বৈদিক শব্দ অপর কতকগুলি পৌরাণিক-ধ্যানাদি আছে । যদি কিছু মনোযোগ সহকারে দেখা যায় তবে বোধ হয় যে শব্দগুলির এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়াই পৌরাণিক মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থেই উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পর অনুস্থত । যদি তাদৃশ গুরুত্ব রূপাধায়ে কেহ সামান্য দৃষ্টিলাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সন্ধ্যাসম্ভারের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম-জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্যগুলি সুপরিষ্কৃতরূপে লক্ষ্য করিয়া তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন ।

জগতের সকল-বিষয়ের গঠন প্রণালীর স্থায় সংস্কৃত শাস্ত্রের গঠন প্রণালীতে সর্বত্র স্তর-ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে । সংস্কৃত ব্যাকরণে যেমন সূত্র, বৃত্তি এবং উদাহরণ এই ত্রিবিধ স্তরের সমাবেশ আছে, সংস্কৃত দর্শনে, পুরাণে এবং বেদেও সেইরূপ স্তরবিভাগ আছে । একটী স্তর হইতে অপর স্তরটিকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলে অসম্বোধনীয়, অপ্রকারী এবং অবৈধ । ইউরোপীয় ছুরির

* মুসলমানদিগের মতে অনেকে একত্র মিলিয়া “এবাদত” করা উচিত । কিন্তু ত্রী এ ঃ পুরুষ মিলিয়া করা নিষিদ্ধ । মুসলমানদিগের দ্বিতীয় এবাদতের সময় বেলা দুই প্রহর একটা এবং তৃতীয় এবাদতের সময় সন্ধ্যার ছায়া দিগন্তিত হইয়া সূর্য্যের অন্তর্গমন পর্য্যন্ত । চতুর্থ এবাদত সূর্য্যের কিরণ লোপ পর্য্যন্ত । পঞ্চম এবাদত শমনের পূর্বে অথবা যদি থরে তবে মধ্যরাতে নিদ্রা হইতে উচিত ।

দ্বারা সংস্কৃত শাস্ত্রের ছাল ছাড়াইতে গেলে হাতে আঁটি সার হইয়াই থাকে—
সমস্ত ‘অমৃত দ্রব্য’ অপচয় হইয়া যায়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অনুযায়ী কাথ্যার অবধারিত হইবে সে সঙ্কো-
পাসনা কেবল জড়োপাসনামাত্র আর যে যে স্থল অতি কষ্ট করনাতেও জড়ো-
পাসনার মন স্বরূপে পরিকল্পিত হইতে পারে না সেই সেই স্থল প্রকিপ্ত !

ঐ প্রকার অস্বর্ণ্য এবং অমূলক কাথ্যা পরিহার পূর্বক প্রথমতঃ বক্তব্য
এই যে, যে স্তবজিত্বের সম্বন্ধে সঙ্ক্যাবন্দনার সংঘটন হইয়াছে, তাহাদিগের
একবাক্যতা দ্বারা যে প্রকৃত এবং পরিশুদ্ধ তাৎপর্য প্রকাশিত হয় তাহাই
আমাদিগের জ্ঞাতব্য।

ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদের সঙ্ক্যোপাসনা অবিকল এক না হইলেও
স্থলতঃ এক। যজুর্বেদীয় এবং সামবেদীয় সঙ্ক্যার পরস্পর প্রভেদ অল্প ; ঋগ্-
বেদীয় সঙ্ক্যার সহিত উহাদিগের উভয়েরই কিছু অধিক পার্থক্য। ঋগ্বেদীয়
সঙ্ক্যার মধ্যে ঋকের সংখ্যা অধিক, সাম এবং যজুর্বেদীয় সঙ্ক্যায় বিশেষতঃ
সামে সেই সেই স্থলে “নামোহন্ত” মন্ত্রের পাঠ।

অতএব যে মন্তাদি তিন বেদের সঙ্ক্যাতেই সাধারণরূপে পাওয়া যায়, সেই
গুলিই সর্বাঙ্গপেক্ষা গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিতেছে বলিয়া স্থল স্থল তাৎপর্য
প্রদর্শনপূর্বক সঙ্ক্যাবন্দনটী যে ব্রাহ্মণাচারে কি জন্ত এত সমাদৃত তাহাই
বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সঙ্ক্যোপাসনার উদ্দেশ্য একটা পৌরাণিক বচনে অতি সুস্পষ্টরূপেই কথিত
হইয়া আছে।

নমাতু পুণ্ডরীকাকং উপাত্তাঘ প্রশান্তয়ে ।

ব্রহ্মবর্চস কামার্থং প্রাতঃসঙ্ক্যামুপাস্মহে ॥

পুণ্ডরীকাককে নমস্কার করিয়া অর্জিত পাপের শাস্তির এক ব্রহ্মতেজ
লাভের নিমিত্ত প্রাতঃসঙ্ক্যার উপাসনা করিতেছি।

প্রাতঃসঙ্ক্যার বিশেষ উল্লেখ থাকায় যে, অপর দুইটা সঙ্ক্যাকে বুঝায় না,
এমত নহে। শাস্ত্রমতে সঙ্ক্যাবন্দনার উদ্দেশ্য দুইটা। এক, উপাত্ত অর্থাৎ
সমুৎপন্ন পাপের নাশ ; অপর ব্রহ্মতেজের লাভ।

এখন প্রথম উদ্দেশ্য ধরিয়াই দেখা যাউক ! কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে

হইলে তদনুকূলে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয় । শক্তির উদ্দেশ্য তিন প্রকারে লক্ষিত হয়—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি । সন্ধ্যাবন্দন দ্বারা যে পাপ বিনষ্ট হইবার কথা, তাহার অনুকূলে কোন্ কোন্ শক্তি কিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ?

(১) সন্ধ্যার প্রথম অর্ধাং নানমস্ত্রটীতে জলের নিকট যেমন বাহমল তেমনি অন্তর্মল অর্থাৎ পাপ হইতে বিধৌত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় । এইরূপে ইচ্ছাসম্বন্ধি জ্ঞান ক্রিয়ার ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি উভয় শক্তিরই কার্য্যকারিতা প্রতিপন্ন হইয়া আছে । কিন্তু এই বিষয়ে ঐ শক্তিঘরের উর্দ্ধবর্তী এবং অগ্রবর্তী জ্ঞান শক্তিরও বিদ্যমানতা আছে । ঐ নান মস্ত্রের সহযোগী পাপ মার্জন মন্ত্র বলিয়া দিতেছে যে, যে জল শরীরের মলিনতা কালন করে, স্নেহময়ী জননীর স্তন্য সেই জলই শরীরের পোষণ করে এবং সৃষ্টি ব্যাপারে সেই জলই প্রথম সৃষ্ট বস্তু ; সেই জল যে পরম শিবতম রসের প্রতি-রূপ তাহাতে আমরাদিগকে সংযোজিত করণে সমর্থ । অতএব নানমস্ত্রে ক্রিয়া, ইচ্ছা এবং জ্ঞান, তিন শক্তিই পাপকালনে নিযুক্ত ।

সন্ধ্যার দ্বিতীয় মস্ত্রে প্রাণায়ামের আদেশ । প্রাণায়াম ব্যাপারের তিনটি অঙ্গ । প্রথম, নিশ্বাসের পূরণ, ধারণ এবং রেচন । দ্বিতীয়, ঐ সকল প্রক্রিয়ার অনুক্রমে নাভিদেশে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ধ্যান, হৃদয়ে পালনকর্তা বিষ্ণুর ধ্যান এবং ললাটদেশে সংহারকর্তা শঙ্কর ধ্যান । তৃতীয়, উল্লিখিত ক্রিয়া এবং ধ্যান সহকৃত এই তাৎপর্য্যার্থে মন্ত্রপাঠ যে, “সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মকর্তৃক দীপ্যমান রহিয়াছে” । এ স্থলোকে দেখা যায় যে, প্রাণায়ামের প্রথম অঙ্গে ক্রিয়া-শক্তির, দ্বিতীয় অঙ্গে ইচ্ছাশক্তির এবং তৃতীয় অঙ্গে জ্ঞান-শক্তির বিশেষ বিকাশ হইতেছে । প্রাণায়াম প্রক্রিয়াদ্বারা শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বিশ্বরূপ বৃহদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের অভিন্নতা প্রতিপাদন হইয়া পাপের বিলোপ সাধন হইতেছে ।

ইহার পর আচমন প্রকরণ । এই প্রকরণে করতলে জলগ্রহণ করিয়া তাহার কিয়দংশ গলাধঃকরণ পূর্বক অবশিষ্টাংশ মস্তকে সিঞ্জন করিতে হয় । ইহাতে ক্রিয়াশক্তি প্রকটিত হয় । অনন্তর পূর্বকৃত সন্ধ্যোপাসনা হইতে উপস্থিত সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত শরীর এবং মন দ্বারা যদি কোন পাপ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের বিনাশের জন্য মন্ত্র দ্বারা যে তীব্র অভিলাষের

স্থাপন তাহা ইচ্ছাশক্তির কার্য। আর (প্রাতঃসন্ধ্যায়) বাহ্যজগতের সূর্য্য স্থানীয় হৃদয়স্থ অন্তর্জ্যোতিতে, (মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়) দেহ এবং দেহীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবোধ পূর্ব্বক জনেতে, (মায়ং সন্ধ্যায়) পরমাআর সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিতে পাপের আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই ভাবগুলি জ্ঞানশক্তি সমুদ্ভূত। অতএব আচমন বয়পায়েও জীবিত শক্তির সমাবেশে পাপ নাশকতা সিদ্ধ।

সঙ্কোচাপাসনার পাপনাশের নিমিত্ত ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির ভ্রূয়োভ্রূয়ঃ বৃক্ষপং প্রয়োগ হইল, কিন্তু ‘অমৃত্যুতাপ’ করিলে পাপের ক্ষয় হয় বলিয়া যে লোক প্রসিদ্ধি আছে তাহার কোণি উল্লেখ হইল না। তাহার কারণ এই যে, ‘অমৃত্যুতাপ’ বলিলে দুইটি বস্তু বুঝায় ; (১) পাপজনিত দুঃখ এবং (২) তদকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ঐ দুয়ের মধ্যে প্রথমটি পাপের ফল ভোগ মাত্র এবং দ্বিতীয়টি ইচ্ছাশক্তির কার্য্য হইতে অভিন্ন। অতএব ‘অমৃত্যুতাপের’ যে ভাগে পাপীর কর্তৃত্ব আছে এবং যে ভাগ পাপক্ষয়নে বিশেষ কার্য্যকারী তাহা ইচ্ছা শক্তিরই অন্তর্গত। এই জন্য উহার বৃত্ত উল্লেখ নাই।

সঙ্কোচাপাসনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মতেজের লাভ তাহা পাপনাশ ভিন্ন অপর কি প্রকারে এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। “ব্রহ্মতেজঃ” এমন বস্তু নয় যে আগ্রহাতিশয্যের সহিত চাহিলেই উহা পাওয়া যাইতে পারে। কোন “দ্বারে আঘাত করিয়া” আধ্যাত্মিকের লক্ষিত ব্রহ্মতেজ লাভের পথ উন্মুক্ত করিতে হয় না। এই জন্য ইচ্ছা শক্তির তীব্রতা এস্থলে নিশ্চয়োজনীয় ; প্রত্যুত উহা কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধির ব্যাঘাতক। ইচ্ছাশক্তির ন্যূনতায় ক্রিয়াশক্তিরও লাঘব হয়। কারণ উহার উভয়েই রজোগুণাশ্রয়। যেখানে ইচ্ছা কম সেখানে কার্য্যও কম হয়। ফলতঃ ব্রহ্মবর্চস প্রাপ্তির পক্ষে জ্ঞানশক্তিরই মুখ্য অধিকার। সঙ্কোচাপাসনার যে দুইটি মুখ্য প্রকরণ বিচার করিতে এখনও বাকী আছে সে দুইটিতেই জ্ঞানশক্তির কার্য্যকারিতা বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত। জ্ঞান বলিলে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সমুদ্ভূত পদার্থগ্রহ বুদ্ধিতে হয় না, ভাববৃত্তির বিষয়ীভূত বস্তুগ্রহও বুদ্ধিতে হয়। পদার্থের সংকলন বিকলনাদি দ্বারা তথ্যোপলব্ধি যেমন জ্ঞানের অঙ্গ, সৌন্দর্য্যবোধ, বিষয়, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি উচ্চ এবং পবিত্র ভাবগুলি দ্বারা চিত্তের প্রসার এবং উদারতা সাধনও তেমনি জ্ঞানের অঙ্গীভূত ব্যাপার।

সূর্যোপস্থান বলিয়া সন্ধ্যার যে ঋক বা মন্ত্র আছে তাহার প্রথমটী উত্ত-
দিনমণির দর্শনে জীবময় জগতে যে আনন্দোৎস উচ্ছ্বসিত হয় সেই আনন্দে-
রই একটা অতুল্য গাথাস্বরূপ । “বিশ্ব-প্রকাশের নিমিত্ত রশ্মিগণ সূর্য্যকে বহন
করিয়া আনিতেছে । সূর্য্য অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর চক্ষুস্বরূপ এবং স্বাবর জঙ্গম
প্রভৃতি সমস্ত জগতের আত্মা ।” সূর্যোপস্থান কালে যে প্রকার মুদ্রার প্রয়োগ
করিতে হয় তাহাতে বুঝায় যে, উপাসক যেন সূর্য্যের মহিত মিলিত হইতে
প্রস্তুত হইতেছেন । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি একরূপ প্রেম এবং ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা
চিন্তের ঔদার্য্য এবং পবিত্রতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে । সূর্যোপস্থানের পর সূর্য্য-
মণ্ডল মধ্যে প্রাতে গায়ত্রী নামিকা, মধ্যাহ্নে সারিত্রী নামিকা, এবং সন্ধ্যাক্ষে
সরস্বতী নামিকা সেই একই মহাদেবীর ত্রিকালে ত্রিবিধ রূপ ধ্যান করিতে
হয় । একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নরূপ হয়, এই চিন্তার অভ্যাস
দ্বারা তথ্যজ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে । যদিও কিছু পাইবার জন্ত অভিলাষের
আতিশয্য ভাল নয়, তথাপি গ্রহণে উন্মুখতা না থাকিলে কিছুই পাওয়া
দুর্ঘট হইয়া উঠে । এই জন্ত ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্বদা গ্রহণোন্মুখতা
অভ্যাস করা আবশ্যক । সেই অভ্যাসে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ত গায়ত্রী জপের
বিধি । গায়ত্রীর জপে কোন প্রার্থনা নাই, কোন আকাজ্জনা প্রকাশ নাই
কোন অপরাধ স্বীকার নাই, কোন দীনতা খ্যাপন নাই । শুদ্ধ এই কথা বলা
আছে যে, যে ব্রহ্মতেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক আমরা সেই তেজের
ধ্যান করি ।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এবং বৃহদ্রহ্মাণ্ডের অভেদ দর্শনে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া
অভিমানের লোপ হয় এবং যে সূর্য্যজ্যোতিঃ জগতের জীবন তাহাই নিম্ন
আত্মারূপে অবস্থিত, ইহা নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা দ্বারা বুদ্ধিতে পারিলেই
“ষোসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোহহমস্মি” অথবা “তত্ত্বমসি” এই বোধ দৃঢ় হয়—
ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান । নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে তদাত্মতা প্রাপ্তি
হয় । এবং সেই একমাত্র পথেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ লাভ করিতে পারেন ।
সন্ধ্যার অন্ত্যে এই জ্ঞানের পথে পদার্পণ হয় বলিয়া উহার এত গৌরব এবং
গায়ত্রীজপ যে সন্ধ্যাকৃত্যের শিরোভাগ বলিয়া নির্দিষ্ট তাহার কারণ উহা
“ব্রহ্মচিন্তা” মাত্র ।

সন্ধ্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ বিধি, “মন্ত্রার্থজ্ঞানে যতিভব্যঃ” । মন্ত্রের অর্থগ্রহ করিবার জন্য যত্ন করিবে । যদি সন্ধ্যা বন্দনার প্রকৃত অর্থের বোধ বিলুপ্ত-প্রাপ্ত না হইত তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানেরই কখন ধর্মাস্তর গ্রহণে মতি হইতে পারিত না ।

সন্ধ্যোপাসনা নিত্যক্রিয়া । কিন্তু ইহারও ফল কথিত হইয়াছে, যথা—

সন্ধ্যোপাসতে যে তু সততং সংযতব্রতাঃ

বিধূতপাপাস্তে বাস্তি ব্রহ্মলোকমুন্মময়ং ॥

সায়ং সন্ধ্যা পশ্চিমাভিমুখ বা বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া করিতে হয় এবং সম্মুখ আকাশে তারকা দর্শন পর্যন্ত গায়ত্রীর জপ করিতে হয় ।

রাত্রির প্রথম যামে অর্থাৎ ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে দিবাকৃত সমস্ত কার্যের আলোচনা করিয়া যে যে বৈধকার্য প্রমাদতঃ অকৃত হইয়া আছে, সেগুলির সম্পাদন করিবে ।

দিবোদিতানি কৰ্ম্মাণি প্রমাদানকৃতানিচ ।

পর্য্যায়ঃ প্রথমে যামে তানি কুর্যাদতদ্বিতঃ ॥

দিবার নির্দিষ্ট যে সকল কার্য প্রমাদ প্রবৃত্ত [বিস্মৃতি অথবা কোন বিপ-জ্ঞানক কারণে] না করা হইয়াছে, তৎসমুদায় রাত্রির প্রথম যামে নির্বাহ করিবে ।

এই বিধিটা থাকাতে বর্তমান আগৎকালে লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে । মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, দেবপূজা, তর্পণ, হোম, বৈশ্বদেব, বলি, নিত্য শ্রাদ্ধ, অতিথি সংকার এবং গোগ্রাস দান, এই সকল কার্য চাকুরি ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে বিপুলপ্রাপ্ত হইয়া পড়িতেছে । কেহ কেহ মধ্যাহ্নসন্ধ্যা তর্পণ প্রভৃতি প্রাতঃসন্ধ্যাদির সহিত এক যোগেই নির্বাহিত করিয়া থাকেন ; কিন্তু অপর কার্যগুলি প্রায়ই অননুষ্ঠিত থাকিয়া যায় । সেইগুলি রাত্রির প্রথম যামে নির্বাহিত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে নিত্যকর্ম্মের লঙ্ঘন হয় না ।

বস্তুতঃ নিত্যচারের সকল অনুষ্ঠান যাহাতে যথাকালে অনুষ্ঠিত হয়, অন্ততঃ গৌণকালেও অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্য শাস্ত্রের বিশেষ যত্নই আছে । অনুষ্ঠানের দ্বারাই শিক্ষণীয় বিষয়ের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হয় । বোধ হয় এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে অনুষ্ঠানের অপরিসীম গৌরব । অনুষ্ঠানে বাহ্য কার্য থাকে বলিয়া

ইহা স্বায়া শ্রায়ু এবং পেশী মণ্ডলের তত্ত্বকার্যোপযোগী বিশেষ বিশেষ ব্যব-
স্থায় সৌকর্য্য জন্মে এবং তজ্জন্ত সকল শিক্ষা এবং সংস্কারের দৃঢ়তা এবং স্থিরতা
সংসাধিত হয় । আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় যেন অনুষ্ঠান মাত্রে-
রই প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাদাতৃ ইউরোপীয়গণ যে
বিবিধ ব্যাপারেই ‘ড্রিল’ বা অঙ্গসঞ্চালন করাইয়া থাকেন তাহা নিরন্তর দেখি-
য়াও উহাই যে অনুষ্ঠানজ এই তথ্যটি বুঝিতে পারেন না । অনুষ্ঠানের একটি
মুখ্য অঙ্গ—মুদ্রা । অগষ্ট ক্রোমটীও মুদ্রার মাহাত্ম্য বুঝিয়া শিষ্য সম্প্রদায়কে
‘উপুড় হস্তরূপ’ দান-মুদ্রার অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।

বহুকাল যাবৎ অনুষ্ঠানের অনুসরণ দ্বারা অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে উচ্চ
অধিকারীকে বাহ্য অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধমানস-কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবার
জন্ত শাস্ত্রে মানস ক্রিয়ার ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হয় । মানসজ্ঞান মানস পূজা
এবং মানসজপ—তিনই বাহ্য জ্ঞান, বাহ্য পূজা ও বাহ্য জপ হইতে শ্রেষ্ঠ ।
কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই শাস্ত্রের এই গভীর তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে
অনুভূত হইবে ।

(১) শৌচ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

গন্ধাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদারৈশ্চ নগোপমৈঃ ।

আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবহৃষ্টো ন শুধ্যতি ॥

সমূহ গন্ধাজল, পর্কত প্রমাণ মৃত্তিকা এবং আমরণ জ্ঞান, কিছুতেই ভাবহৃষ্ট
ব্যক্তির শুচিতা সম্পাদন করে না ।

(২) জ্ঞান সম্বন্ধে বায়ব্য জ্ঞানকেই অপর সকল জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া,
পরে উক্ত হইয়াছে—বায়বজ্ঞান হইতেও ‘মানস জ্ঞান’ উৎকৃষ্ট ; যদ্ব্যযমানস-
জ্ঞাত হইলে সর্বত্র বিজয় লাভ করেন ।

বায়ব্যাং মানসকেহ সর্বজ্ঞানাং পরং বরং ।

মর্ত্যশ্চেং মানসজ্ঞাতঃ সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥

(৩) যজ্ঞ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

যাবন্তঃ কৰ্ম্মঃযজ্ঞাঃ সূ্যঃপ্রদীষ্টানি তপাংসি চ ।

সৰ্ব্বেষু জপযজ্ঞশ্চ কলাংনাইস্তি ষোড়শীং ॥

মাহাত্ম্যংবাচিকস্যৈতৎজপ যজ্ঞশ্চ কীর্তিতং ।

তস্মাচ্ছতশ্চণ্ডোপাংশুঃ সহস্রোমানসঃ স্মৃতঃ ॥

যত প্রকার কৰ্মযজ্ঞ এবং তপস্ত্যার বিধি আছে, তাহার সকল জপরূপ যজ্ঞের এক কলামাত্রও নহে, বাচিক জপের মাহাত্ম্য এইরূপ; তাহার শতগুণ উপাংগ জপের (ঠোঁট পড়িবে মাত্র, শব্দ শুনা যাইবে না এইরূপ জপের) এবং মানস জপের মাহাত্ম্য তাহার সহস্রগুণ।

মানস জপের সম্বন্ধে আরও একটা বিশেষ কথা আছে—

অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি ।

মল্লৈকশরণোর্বিদ্বান্ মনসৈব সমভ্যাসেৎ ॥

অশুচি হউক বা শুচি হউক, একস্থানে স্থির হইয়াই হউক বা চলিতে চলিতে হউক অথবা নিদ্রাক্রুষ্ট হইয়াই হউক, বিদ্বান্ ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই মন্ত্রের মানস জপ করিতে পারেন।

(৪) পূজা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

বাহ্য পূজা প্রকর্তব্য। গুরুবাক্যানুসারতঃ ।

অন্তর্যাগাখিকা পূজা সর্বপূজোত্তমোত্তমা ॥

বহিঃপূজা বিধাতব্য। যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে ।

জাতে জ্ঞানেচ দেবেশি দেবতামূর্ত্তিভাবনা ॥

গুরুর আজ্ঞানুসারে বাহ্য পূজা করিবে। মানস পূজা বা অন্তর্যাগ সকল পূজা হইতে অতি উৎকৃষ্ট। যাবৎকাল জ্ঞানোদয় না হয়, তাবৎকাল বাহ্য পূজা করিবে; জ্ঞান জন্মিলে, হে দেবেশি! দেবতার মূর্ত্তি ভাবনা মাত্র করিবে।

অতএব আৰ্য্যশাস্ত্র যে বাহ্য অনুষ্ঠান অপেক্ষা মানস কার্য্যেরই সমধিক প্রাধান্য স্বীকার করেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রত্যুত নিত্যাচার প্রকরণে যতগুলি দৈবানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, তৎসমুদায়ই মানস কার্য্যের দ্বারা সম্যক্ অনুকল্পিত হইতে পারে। গৌতম ঋষির একটা বচন এই—

যদাহসমর্থস্তদামনসা সমগ্রমাচারমনুপালয়েৎ ॥

‘কার্য্যাতঃ না পারিলে’ সমুদায় আচার মনে মনেই নির্বাহিত করিবে।

অতএব অনুষ্ঠান সহকৃত হউক অথবা শুদ্ধ মানস মাত্র হউক, যে যে পূর্ব্ব-কৃত্যের বাদ পড়িয়াছে রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে তৎসমুদয় নির্বাহ করিয়া তদ-নস্তর রাত্রি ভোজনের পূর্ব্বকৃত্য স্বরূপ বৈশ্বদেব, বলি এবং অতিথিসংকার করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। দিবার অতিথির অপেক্ষা রাত্রির অতিথির গৌরব অধিক।

রাত্রির আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের দুইটি আদেশ আছে । প্রথম আদেশ এই যে, রাত্রি ভোজনে অতি তৃপ্তি পরিহার করিবে, অর্থাৎ রাত্রিতে খুব পেট ভরিয়া থাইবে না । দেখিতে পাই, ইংরাজেরাও যেন এই বিধানটা মানেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়েরা প্রায়ই মানেন না । ইহাদের একটি ভ্রম সংস্কার আছে যে, নিদ্রাযোগে আহারের পরিপাক ভাল হয় ; এই জন্ত রাত্রির আহারটাই গুরুতর করিয়া ফেলেন । কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে নিদ্রার সময় আহারের পরিপাক বিলম্বিত হইয়া থাকে ; ইউরোপীয় ডাক্তারেরাও এই মতের সমর্থন করেন । ফলতঃ শাস্ত্রের বিধি মানিয়া রাত্রির ভোজনটা অতি তৃপ্তিকর না করাই ভাল ।

রাত্রিভোজনের সম্বন্ধে শাস্ত্রের দ্বিতীয় আদেশ এই যে, রাত্রিভোজনের পর একটু বিলম্ব করিয়া শয়ন করিতে হইবে । থাইবার পরক্ষণেই শয়ন করায় আহারের পরিপাক ভাল হয় না । ইউরোপীয় ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও ঐ কথা বলেন । তবে উহাদিগের মতে যত অধিকক্ষণ বিলম্ব করিবার কথা, শাস্ত্রে তাহা নয় । শাস্ত্রের আদেশানুসারে ভৃত্যবর্গকে তাহাদের রাত্রিতে করণীয় ব্যাপার সম্বন্ধে আদেশ প্রদান এবং কতকগুলি মন্ত্র এবং সূক্ত পাঠ করিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা ।

শয্যা সম্বন্ধে কতকগুলি শাস্ত্রোক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ।

নাবিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং নচ ।

নচ জন্তুময়ীং শয্যামধিগচ্ছেদনাস্তৃতাং ॥

ন শুক্রেণাপবিত্রে চ নতুণে নচ ভূতলে ।

ভুলিকায়্যাং তথা বস্ত্রে শয্যাভাবে স্বপেদগৃহী ।

স্বপের পট্টবস্ত্রেচ কলঙ্কি কশ্বলেষু চ ॥

ছোট, ভগ্ন, উচ্চাবচ, মলিন, জন্তুময়, আন্তরগশূন্য, অপবিত্র বিছানায় বা তুণের উপর, খালি মাটিতে, পট্টবস্ত্রে কিম্বা দাগী কশ্বলে শুইবে না । শয্যার অভাবে ভূমিতে কার্পাশ বস্ত্র বিছাইয়া গৃহী শয়ন করিতে পারে ।

শুচৌদেশে বিবিক্তেষু গোময়েনোপবিপ্তকে ।

প্রাগুদক্ প্লবনেচৈব সন্নিশেভু সদাবুধঃ ।

মাসল্যাং পূর্ণকুন্তক শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ ।

বৈদিকৈর্গারুড়ৈ মৈত্রৈরক্ষাং কৃদ্ধাঙ্গপেস্ততঃ ॥

অসংলঘ্যভাবে (অর্থাৎ প্রাচীর আসবাব প্রভৃতিতে বিছানা না ঠেকাইয়া) গোগমলিপ্ত (কিন্তু শুষ্ক) শুচি স্থানে, জলপূর্ণকুন্ত শিয়রে রাখিয়া * এবং বৈদিক গারুড় মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শয়ন করিবে ।

ধাত্তগোবিপ্রদেবানাং গুরুণাক তথোপরি ।

নচাপিতগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃস্বয়ং ॥

আর্দ্রবাসা ননগ্নশচ নোত্তরাপরমন্তকঃ ।

ধাত্ত, গরু, ব্রাহ্মণ, দেবতার উপরিতলে ভগ্ন বা অশুচি শয্যা, বা স্বয়ং অশুচি থাকিয়া, আর্দ্রবাস, নগ্নবাস, কিম্বা উত্তর পশ্চিম দিকে মন্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না ।

ত্রিদোষ শমনী খট্ তুলা বাত কফাপহা ।

ভূশয়া বাতলাতীব কক্ষা পিত্তাশ্রনাশিনী ।

সুশয়া শয়নং হৃৎ পুষ্টিনিদ্রা ধৃতিপ্রদং ।

শ্রমানিলহরং বৃষ্ণং বিপরীতমতোত্তথা ॥

খট বা তক্তাপোষের উপরের শয্যা ত্রিদোষনাশিনী । তুলার শয্যা বাত বা কফনাশিনী । ভূমিশয্যা বাত বৃদ্ধিকরী, কক্ষ, পিত্ত এবং চক্ষের জলনাশিনী । সুশয়াশয়ন তৃপ্তি, পুষ্টি, নিদ্রা এবং ধৈর্য্যপ্রদ, শ্রম এবং বায়ুনাশক, বল বর্দ্ধক । কুশয়াশয়নের ফল উহার বিপরীত ।

রাত্তিকৃত্য বিধির মধ্যে দারোপগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি আছে । তাহার মুখ্য কথাগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

(১) পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা ।

মৃতোনরকমভোতি হীযতেহত্রাপিচাযুষঃ ॥

পরদার রতি উভয় লোকে ভীতিপ্রদা ; ইহলোকে আয়ুক্ষয়করী, মৃত্যুর পর নরকপ্রাপিনী ।

* ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের মতেও ইহা উপকারী । হিন বলিবেন যে রক্তগৃহে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি জলপূর্ণ গাত্র রাখিয়া দিলে গৃহস্থিত অনেক প্রকারের ছুই বাষ্প ঐ জলে গুলিয়া যায় এবং গৃহস্থিত বায়ু অনেকটা পরিশুদ্ধ হয় । ঐরূপে রক্তিত জনটা ধারণ হইয়া যায় বলিয়া শয়নগৃহে গাণী'র জল রাখা উচিত নয় ।

(২) ইতিমজ্ঞা স্বদারেষু ঋতুমৎস্ব বৃধব্রজেৎ ।

ইহা জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি স্বভার্য্যায় ঋতুকালে সংসর্গ করিবে ।

(৩) ষোড়শর্তু নিশা জ্বীপাং তাস্থ যুগ্মাস্থ সংবিশেৎ ॥

[মাসিক] রজো দর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রি জ্বীদিগের ঋতুকাল [গর্ভ-
ধারণ যোগ্যকাল] ইহার মধ্যে যুগ্ম (ষোড়া) রাত্রিতে সহবাস করিবে ।

(৪) ষষ্ঠ্যষ্টমীমমাবস্তামুভে পক্ষে চতুর্দশী ।

মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মমপ্রিয়াং ।

অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, উভয় পক্ষের চতুর্দশী, দ্বাদশী, [এবং রবিসংক্রান্তি]
এই সকল তিথ্যাदिতে মৈথুন সেবা করিবে না ।

[এতদ্বিন্ন কয়েকটি নক্ষত্র এবং বারেরও নিবেদ আছে]

(৫) চতুর্থী প্রভৃত্যন্তরোত্তরা প্রজা নিশ্রেয়সার্থং ।

[রাজোদর্শনের] চতুর্থ দিন হইতে ষত পর দিনে গর্ভাধান হইবে, সন্তান
ততই মঙ্গলের নিমিত্ত হইবে ।

(৬) রজস্যাপরতে সাধ্বী স্নানেন জ্বীরজস্বলা ।

রজস্বলা জ্বী স্রাব নিবৃত্ত হইয়া গেলে স্নান করিয়া সাধ্বী [গর্ভ ধারণ যোগ্য]
হয় । অর্থাৎ রজস্রাব নিবৃত্ত না হইলে স্নান করা এবং স্বামী সহবাস করা
বিহিত নয় ।

উল্লিখিত পঞ্চম এবং ষষ্ঠবিধি দুইটির উল্লেখন জ্ঞাত্য এক্ষণে অপকৃষ্ট এবং
স্বল্পায়ু সন্তানের সংখ্যা বড়ই বাড়িয়াছে । যিহুদী জাতির মধ্যে তাহাদিগের
শাস্ত্রাদেশ যে নবম দিনের পর জ্বীসংসর্গ করিতে হয় । ইহা অতি সুপালিত
হওয়াতে পৃথিবীর সর্বত্র উহাদের সন্তানেরা সবল ও পুষ্টদেহ এবং আয়ুমান্ হয় ।

(৭) ঋতুকালান্তিগামীস্তাং যাবৎ পুত্রো নজায়তে ।

যতদিন পুত্র জন্ম না হয় তাবৎকালই ঋতুকালে জ্বী গমনের কর্তব্যতা
বুঝিবে । তাহার পরে যদিও জ্বীর কামনা তুষ্টির জ্ঞাত্য ব্রাহ্মণ অপর সময়েও
সহবাস করিতে পারেন, কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্বক জ্বী সহবাস অপ্রশস্ত ।

আর্য্যশাস্ত্র গৃহস্থের উৎকৃষ্ট সন্তান জনন পক্ষে বিশেষ যত্নবান হইয়াও
কাহার সন্তান সংখ্যা অধিক হউক এরূপ অভিমতি প্রকাশ করেন না ।

যস্মিন্ নৃণং সন্নয়তি যেনচানন্ত্যমল্পতে ।

স এব ধর্ম্মজঃ পুত্র কামজানিতরান্ বিহঃ ॥

যাহার জন্ম হইলে [পিতৃ] ঋণের শোধ হয় এবং আনন্ত্যপ্রাপ্তি [বংশ রক্ষা] হয় সেই [জ্যেষ্ঠ] পুত্রই ধর্মজ পুত্র, অপর সকলে কামজ পুত্র ।

শাস্ত্রকারদিগের মত মূলতঃ এইরূপ হইলেও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে মানুষের যতগুলি সন্তান হয় প্রায় তাহার অর্ধেকেরই শৈশবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে । এই জন্ত মহাভারতের সময়েই উক্ত হইয়াছে—

এক পুত্রাহুপুত্রোমে মতঃ কৌরবনন্দন ।

ইহাতেই একাধিক পুত্র জননের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে ।

বহু পুত্র জনন সম্বন্ধীয় যে অপর ব্যবস্থা পুরাণাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বহু পুত্র জননের প্রশংসার জন্ত নহে, অজ্ঞাত বিষয়ের অর্থবাদ মাত্র ।

ইষ্টব্য। বহবঃ পুত্রা যতপোক্ষো গয়াং ব্রজেৎ ।

এস্থলে স্পষ্টই দেখা যায় যে ৮গয়াধানের মাহাত্ম্য খ্যাপন করাই বচনটির উদ্দেশ্য ।

বস্তুতঃ শাস্ত্রনির্দিষ্ট যথাযোগ্য ঋতুর লক্ষণ বুঝিয়া গর্ভাধানের ব্যবস্থা সম্যক্ প্রকারে সংরক্ষিত হইলে এবং প্রাজাপত্যাদি বৈদিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে পিতৃমাতৃ শরীরের ও মনের ভাব একরূপ পরিপুষ্ট হয় যে সহজাত দোষ জন্ত সন্তানের অকালমৃত্যু খুবই কম হয় । সুতরাং বংশ রক্ষার নিমিত্ত সমধিক সন্তান জননের প্রয়োজন হয় না ।

রজগুণাবলম্বী ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে বলিয়াছেন যে, লোকের ভোগ বাসনা বৃদ্ধি হইলে তাহারা আর বিবাহ করিতে চাহে না কারণ বিবাহ হইলেই বংশ বৃদ্ধি হইয়া গৃহস্বামীর ব্যয়বাহুল্য হয় এবং তিনি অনেক ভোগ সুখে বঞ্চিত হইয়া পড়েন । এইজন্য বিলাসিতা বৃদ্ধিতে সমাজের লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখে । কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র লোকসংখ্যার অতি বৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশে বিলাসিতা বৃদ্ধিরূপ অতি অনিষ্টকর উপায় অবলম্বন করেন নাই—বিবাহ দ্বারা বংশ রক্ষার উপায় বিধান করিয়া অযথাক্রমে বংশবৃদ্ধির নিষেধ করিয়া দিয়াছেন । সর্বস্থলেই আর্য্য শাস্ত্রের দৃষ্টি যেমন সুদূরগত তদনুষ্ঠিত প্রণালীও তেমনি অতীব পরিপুষ্ট ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

প্রকরণের উপসংহার ।

শাস্ত্রবিহিত নিত্যচারের যে কথাগুলি পূর্বগত কয়েকটি অধ্যায়ে (১) প্রাতঃকৃত্য (২) পূর্বাঙ্কৃত্য (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য এবং (৪) অপরাহ্নাদি কৃত্য শীর্ষ-কের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শরীর এবং মনের শুচিতা এবং স্বাস্থ্য সম্পাদনপূর্বক (১) ইন্দ্రిয়-তর্পণের একান্ত পরিহার (২) সম্যক অবধানতা এবং আত্মসংয-মের দৃঢ় অভ্যাস (৩) পরার্থৈকক্ক্ষীবিতা (৪) পাপক্ষালন-শীলতা (৫) বিশ্ব-জনীন-প্রীতি প্রভৃতি অত্যাশ্রিত গুণ সকলের স্বামীভাবে প্রতিষ্ঠা করাই নিত্য-চার পদ্ধতির উদ্দেশ্য । এই পদ্ধতি শান্তশীল এবং শবিত্রতা ও মুক্তিপরামণ ব্রাহ্মণদিগের জন্ত উদ্ভূত, তাঁহাদিগের দ্বারা পূর্ণ বা অপূর্ণ মাত্রায় অনুসৃত এবং তাঁহাদিগের চরিত্রে সম্যক বা অসম্যক পরিমাণে ফলিত হইয়া আছে ।

ভারতবাসী অপরাপর বর্ণের লোকেরাও, বাঁহারা যতদূর পারিয়াছেন, এই আচার পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়া এবং তাহার যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া কষ্টসহ, ধৈর্য্যশীল এবং ধর্ম্মভীরু হইয়াছেন । কারণ ব্রাহ্মণাচারই সকল ভারতবাসীর সদাচারের আদর্শ স্বরূপে নির্দিষ্ট ।

আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্মশাসন বা ধর্ম্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে এই “আদর্শ নির্দেশ” ব্যাপারটি একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে । সকল ধর্ম্মেই (১) পাপের ভীতিজনক তিরস্কার এবং (২) পুণ্যের প্ররোচনাত্মক পুরস্কার সম্বন্ধে অনেকানেক কথাই থাকে । তন্মধ্যে, (৩) লোকের অনুকরণো-পযোগী আদর্শ চরিত্রেরও পূর্ণ বা অপূর্ণ, অল্প বা অধিক সংখ্যক চিত্র থাকে, আর (৪) তাদৃশ চরিত্র সংঘটনের উপায়গুলিও বিধি নিষেধাদি দ্বারা কিং-পরিমাণে অভিযুক্ত করা থাকে । আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত অঙ্গচতুষ্টয় পূর্ণ-মাত্রাতেই বিद्यমান । কিন্তু ইহাতে “আদর্শ নির্দেশ” অঙ্গটি বিশিষ্টরূপেই সবল এবং সুপরিষ্কৃত ।

ভারতবর্ষ মূলতঃ একবর্ণাত্মক লোকের নিবাসভূমি নহে । এই জন্ত এখানে “অধিকারী-ভেদ” রূপ সরল তথ্যের স্বীকার সহজেই হইয়াছে এবং তৎসহই “আদর্শ নির্দেশনার” পরিষ্কৃতি জন্মিয়াছে । এখানকার বিভিন্ন বর্ণের সকল লোকের পক্ষে একোত্থমে একই উচ্চতম ধর্ম্ম আদর্শের সম্যক গ্রহণ সম্ভাবিত

হইতে পারে না। সকল দেশের পক্ষেই এই কথা কিয়ৎপরিমাণে খাটে। কারণ, সকল দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বুদ্ধি এবং ধর্মবৃত্তির সহ-জাত ভেদ থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রহ্মদিগের মধ্যে আকারগত যত পার্থক্য আর কোথাও তেমন নয়, আর ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারেরা যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর সকল লোকেরই প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তেমন আর কোথাও কখন হয় নাই। এ বিষয়ে বেদবাক্যই (অথর্বসংহিতায়) স্পষ্টতঃ এইরূপ —

“প্রিয়ং মাক্ষু দেবেষু প্রিয়ং রাজন্ মাক্ষু।

প্রিয়ং সর্বস্ত পশুত উত শূদ্র উত আৰ্যে ॥”

শুদ্ধ ব্রাহ্মণের অথবা কত্রিয়ের প্রিয় [সাধন] করিও না, শূদ্র এবং বৈশ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রিয় [সাধন] করিও।

অপরূপ ধর্মপ্রণালী একই প্রকার শিক্ষার ভার এক দেশের সকল লোকের স্বক্কে আরোপণ করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন নাই — পৃথিবীর সকল লোকের স্বক্কে একই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার আশ্চর্যের বিষয়, ঐ প্রকার লক্ষীর্ণ এবং কঠিন ভাবই সহানুভূতির চিহ্ন বলিয়াই উদ্ঘোষিত হইতেছে!

পূর্ণ সহানুভূতি প্রণোদিত আৰ্যশাস্ত্রকে সর্বাপেক্ষার উচ্চাধিকারী ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত সম্যক পবিত্রতার সাধক একটি উৎকৃষ্ট আচার পদ্ধতির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে এবং তদনন্তর নিকৃষ্টাধিকারী অপরূপ লোকদিগকেও স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণদিগেরই অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতে হইয়াছে।

এতদেশ প্রসূতস্ত সকাশাদব্রজম্ননঃ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।

এতদেশজাত [ব্রহ্মাবর্ত জাত] ব্রাহ্মণদিগের স্থান হইতে পৃথিবীর (ভারত বর্ষের) সকল লোকে আপনাপন চরিত্র শিক্ষা করিবেন।*

এরূপ করাত ফল যে অতি উৎকৃষ্টই হইয়াছে তাহা যিনি আধুনিক দৃষ্ট সংস্কার বর্জিত হইয়া স্বচিন্তার অবলম্বনপূর্বক ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশের অপেক্ষা স্মার্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের প্রসাদে বাঙ্গালাতে স্মার্তাচার অধিকতর

* পরিশিষ্ট (২) দেখ। শ্রী শূদ্রাদির আচার।

প্রবল হইয়া আছে। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণের জাতীয়েরা বোম্বাই এবং মাদ্রাজের তুলনায় সমধিক পরিমাণেই ব্রাহ্মণাচারের অনুকরণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত সমধিক পরিমাণ স্তূতি, পবিত্র এবং ত্রী ও বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যেমন আশ্রম চতুষ্টয়ের এবং পৌরাস্থিক মন্দির, তেমনি তন্ত্রোশাত্তোক্ত সমস্ত সংস্কারেরও অধিকারী হইয়াছেন ।

বস্তুতঃ এইরূপ হইবারই কথা । সর্বপ্রকার সমুদয়ে বিভূষিত এবং সর্বপ্রকার দোষ বিবর্জিত কেমন কল্পিত বা পূর্বযুগজাত পুরুষ বিশেষের প্রকৃতি উত্তমরূপে বর্ণনা করিলে যদিও লোকের সমক্ষে একটী আদর্শ চিত্র প্রদান করা হয়, কিন্তু তাহা করিলেই তদনুকরণে লোকের প্রবৃত্তির উদয় হয় না । আদর্শ পুরুষ প্রকৃত জনগণের সমক্ষে তাহাদের অনুকরণ শক্তির একান্ত অতীতরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন । এই জন্ত কতকগুলি জীবন্ত মনুষ্যের প্রকৃতিতে তাদৃশ আদর্শ পুরুষের ছায়া প্রতিফলিত করা আবশ্যিক । তাহা করিতে না পারিলে অনুকরণ প্রবৃত্তির উদ্রেক দ্বারা শিক্ষাদান কার্যে সম্যক ফললাভ হয় না । ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরাই সেই জীবন্ত আদর্শ হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ।

জীবিতং যন্ত ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মো রত্যাৰ্থমেবচ ।

অহোরাত্রশ্চ পূর্ণসৰ্বং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

যিনি ধর্ম্মের জন্তই জীবন ধারণ করেন, একমাত্র ধর্ম্মই যাহার আনন্দাস্থতক হয়, এবং ধর্ম্ম সাধনেই যাহার দিন রাত্রি অতিবাহিত হয়, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন ।

ক্ৰমা দয়াচ বিজ্ঞানং সত্যৈকৈব দমঃসমঃ ।

অধ্যাত্মং নিত্যতা জ্ঞানং এতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণং ॥

ক্ৰমা, দয়া, বিজ্ঞান, সত্য, দম, অধ্যাত্ম, এবং নিত্যজ্ঞান, এই সকল ব্রাহ্মণলক্ষণ ।

ব্রাহ্মণের আচার সম্বন্ধে (শিবপুরাণে) বিধিও আছে যে, ব্রাহ্মণ স্ত্রীখাদি প্রার্থী হইবেন না ।

ব্রাহ্মণোমুক্তিকামী স্তাৎ ব্রহ্মজ্ঞানং সদাত্যসেৎ ॥

ব্রাহ্মণ মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া সর্বদা ব্রহ্মজ্ঞানের চিন্তন করিবেন ।

এই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট অনেকানেক ব্রাহ্মণকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অত-
এব তাদৃশ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। যাহাদিগের
সন্দেহ আছে, তাঁহারা যদি কিছুকালের জন্ত সন্ধিচিহ্নিতা পরিত্যাগ করিয়া
এবং ধনের প্রার্থী হইলেই কেহ এদেশে নীচ হয় না, এই তথ্য স্বরণ করিয়া
শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের সহিত সভক্তিক আলাপ করেন, তাহা হইলেই
সন্দেহমুক্ত হইয়া স্বধী হইতে পারিবেন। তবে একথা অবশ্য স্বীকৰ্ণ্য যে,
পূৰ্বকালে ক্ষত্রিয় এবং মুসলমান রাজাদিগের সময়ে, ভাল ব্রাহ্মণের সংখ্যা
অধিক ছিল, এখন অল্প হইয়াছে; সেই পূৰ্বকালে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণের সংখ্যা
অল্প ছিল, এখন অধিক হইয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্রের এই অননুসাধারণ ভাব অর্থাৎ অতি প্রবলরূপ আদর্শনির্দেশ-
প্রবণতা সুপরিষ্কৃতরূপে না বুঝায়, যেমন ইহাকে গুরুপাত দোষে দূষিত
বলিয়া নিন্দা করা হয়, তেমনি ইহার বিধি নিষেধগুলির যথাযথ তাৎপর্য্য
বোধেও অনেকটা প্রমাদ জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা শেষোক্ত কথাটি বিশদ
করিব। (১) শাস্ত্রে উক্ত হইল যে, শূদ্র আপনার নিমিত্ত ধন সঞ্চয় না করিয়া
দ্বিজাতির সেবায় রত হইবে। এই বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আদর্শীভূত
শূদ্রজাতীয় পুরুষ দ্বিজাতির সেবায় নিরত হইবে; তাহা না হইলে তাঁহার ক্রটি
হইবে, কিন্তু দণ্ডাৰ্হতা জন্মিবে না। উল্লিখিত শাস্ত্রোক্তির সময়েও দেশমধ্যে
যে, শূদ্রজাতীয় রাজা, জমীদার প্রভৃতি আচ্য লোক সকল ছিলেন, তাহার
ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। (২) শাস্ত্রোক্তি হইল, ব্রাহ্মণ ক্রোধ করিবেন
না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আদর্শীভূত ব্রাহ্মণ (যথা বশিষ্ঠাদি) ক্রোধ পরবশ
হইবেন না, হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যের ক্রটি হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের লোপ হইবে
না। পূৰ্বকালে মুনি ঋষিদিগের মধ্যেও ক্রোধপরবশ ব্যক্তি (যথা ছর্কাসা
ভৃগুরামাদি) ছিলেন। (৩) শাস্ত্র বলিলেন, ব্রাহ্মণ কোন নীচবৃত্তি অবলম্বন
করিবেন না। কিন্তু পূৰ্বকালে অনেকানেক ব্রাহ্মণ অপকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন
করিতেন।

মনুসংহিতার কয়েকটা শ্লোকের সংগ্রহ হইতে জানা যায়।—

সমুদ্রবায়ী সোমশু বিক্রেতা তৈলিকশচয়ঃ ।

ধনুঃশরাণাং কৰ্ত্তাচ দ্যুতবৃত্তিচ্চ যোভবেৎ ॥

হস্তশ্লোষ্ট্র দমকঃ পক্ষিণাং যশ্চপোষকঃ ।

ঋকীড়ী শ্বেনজীবীচ গণান্যৈকৈব যাজকঃ ॥

ঔরত্রিকো মাহিষিকঃ শূদ্রবৃত্তিচ্চ যঃ পুনঃ ।

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাণ্ডুস্তয়ান্ দ্বিজাধমান্ ॥

অতএব এখনকার কালেই যে ব্রাহ্মণেরা নীচ বৃত্তি হইয়াছেন তাহা নহে । তখনও তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ প্রকৃতি এবং উচ্চ নীচ বৃত্তি ছিল । আর্য্য শাস্ত্রের এই “আদর্শ নির্দেশনার” রীতি না বুঝিতে পারিয়া এবং এক্ষণে দেশের মধ্যে সেই আদর্শ হইতে অনেকানেক দ্রুত দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, লোকে আর শাস্ত্রের মতানুবর্তী হইয়া চলে না ; অপর কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্য্য শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা সকল বড়ই শিথিল ভাবে সম্বন্ধ, ইহার কোথাও একটু দৃঢ়বন্ধন নাই ।

যাহারা ঐ সকল কথা বলেন, আর্য্য শাস্ত্রের বিচার প্রণালী তাঁহাদের চক্ষে পরিস্ফুট হয় নাই । আর্য্যশাস্ত্র মনুষ্যকে উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সমস্ত উৎসাহ প্রদান করিয়া এবং তাহার প্রকৃত পথগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দিয়া এই বলেন যে, যে ব্যক্তি প্রদর্শিত পথে যতদূর যাইতে পারিবে, সেই পরিমাণেই সে ব্যক্তি উৎকর্ষ লাভ করিবে । ভারতবর্ষে লোকাচার শাস্ত্রাচার হইতে তেমন পৃথগ্ভূত নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রাচারই লোকাচারের নিয়ামক । কোন প্রদেশে বা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রাচারের যে অংশ বা যত দূর সেই প্রদেশের বা সম্প্রদায়ের লোকেরা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহাই তাহাদের লোকাচার বলিয়া অভিহিত হয় । ঐ লোকাচারের মধ্যে কোথাও কোথাও বিদেশীয়ের অনুকরণ গ্রহণ কোথাও বা প্রাদেশিক ব্যবহার জাত কিছু কিছু বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় মাত্র । কিন্তু স্থূলতঃ এবং মূলতঃ সকলই শাস্ত্রাচার, সেই জন্য “দেশাচারোপি শাস্ত্রম্ ।” শাস্ত্র হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

কেবলং বেদমাত্রিত্য কঃ করোতি বিনির্গমঃ ।

বলবান লৌকিকো বেদাৎ লোকাচারঞ্চ কস্ত্যজ্ঞেং ॥

আর্য্য শাস্ত্র আদর্শ নির্দেশের দ্বারাই লোকের শিক্ষা সাধন করেন । কেহ আদর্শের অবিকল অনুরূপ না হইলেই একেবারে তাহার প্রত্যাখ্যান করেন না । এই তথ্যের অবগতি হইলে, অনেকটা ভ্রমপ্রমাদের নিরসন হয় এবং লোকে বহু পরিমাণে আশ্বস্ত এবং শঙ্কাজনক হইয়া গন্তব্য পথে স্থির লক্ষ্য হইয়া

চলিতে পারে। 'যদিও অনেকানেক বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে, তথাপি একেবারে শাস্ত্রের কোড়-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি নাই' হৃদয়ে এরূপ প্রতীতি জন্মিলে সাহসের ক্ষুদ্রী হইয়, এবং শাস্ত্রকে সহস্র সহস্র অপরাধের ক্ষমাকারী রূপালু পিতার অপেক্ষাও অধিকতর করুণাময়রূপে গ্রাপ্ত হইয়া সংসারার্গবে অনেকটা ভীতি-শূন্য হওয়া যায়। যিনি আৰ্য্য শাস্ত্রকে এইরূপ দৃষ্টান্তর ভাবে গ্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভক্তি স্থাপন করিবেন, তিনি দিন দিন ইহার প্রতিপাদিত বিধিগুলির প্রতিপালনে যত্নবান হইবেন। তিনি দিব্য চক্ষেই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সকল বিধি পালনের ফলে তিনি অশেষ মঙ্গলের আশ্বাদ হইতেছেন। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ লঘু এবং পটু হইবে, এবং মনো-মধ্যে অশান্তিময় তীক্ষ্ণ ভাবের পরিবর্তে শান্তিময় মধুর ভাব উপস্থিত হইবে। তাঁহার ধীরতা, সহিষ্ণুতা এবং বিমুখ্যকারিতা বর্দ্ধিত হইবে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি জানিতে পারিবেন যে, তিনি স্বয়ং কোন না কোন সাক্ষাৎ ধর্মকার্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন, এবং তাহা জানিয়া প্রত্যেকে সাবধান, সতর্ক এবং কর্তব্যসাধনে তৎপর হইবেন। প্রতিবেশীদিগের প্রতি তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য বাড়িবে, স্বজাতীয় লোকের মুখাপেক্ষতা সতেজ হইবে, এবং সমুদায় সমাজের প্রতি সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার ধর্মের বৃদ্ধি হইবে।

শাস্ত্রাচার পালনে যে এই সকল শুভময় ফল ফলে, তাহা বিবেচনাপূর্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু ফল প্রাপ্তির জন্ত অধীর হইয়া অধিক তাড়াতাড়ি করিলে ফললাভের সম্বন্ধেই ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। কারণ তাদৃশ অধীরতার রজোগুণের এতাদৃশ উৎকট প্রাচুর্য্য হয় যে, তজ্জন্ত সাত্ত্বিক ফলের বিকৃতি জন্মিয়া যায়। বিশেষতঃ আচার সম্বন্ধে 'অভ্যাসের' একান্ত প্রয়োজনীয়তা; সুতরাং ব্যস্তভাবে ফলাশ্রয়ী হইলে প্রকৃত অভ্যাসের অবসর হয় না।

কিন্তু শাস্ত্রাচারের গুণ নিজ শরীরাদিতে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার জন্ত যদিও কাহার কাহার অভিলাষ হইতে পারে, তথাপি উহা বিচার করিয়া বুঝিলেই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের এক প্রকার সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, আৰ্য্য শাস্ত্রাচারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং একান্ত সেই আচার বর্জিত ইউরোপীয় জাতীয়-

রাই এখন আৰ্য্যচার সম্পন্ন লোকদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর । আর তাঁহারা নিজেরা অনেকটা শাস্ত্রাচার বিহীন হইয়া মনে করেন যে, তাঁহাদের তেমন কোন অপকর্ষ প্রাপ্তি হয় নাই অতএব তাঁহাদের মতে শাস্ত্রাচার তেমন অতি প্রয়োজনীয় বস্তু নয় ।

এই দুইটি কথার উত্তর দান আবশ্যক । প্রথম কথা, আৰ্য্যচার বিহীন কোন কোন জাতি আৰ্য্যচার সম্পন্ন লোকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট—আমি আদৌ এই কথার যথার্থ স্বীকার করি না । আমার বিচেনার সকল দিক দেখিয়া বুঝিলে পৃথিবীর কোন জাতিকেই ভারতবাসী আৰ্য্যদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলা যায় না । আমার বোধে, ধর্ম্ম একটি কাল্পনিক কৃত্রিম বস্তু নয় । মহাভারতে লিখিত হইয়াছে যে, দুষ্টবুদ্ধি কৌরবেরা সাধুশীল পাণ্ডবদিগের অনেক পীড়ন করিয়া পরিশেষে আপনাই বিনষ্ট হইয়াছিল এবং পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । আমি ভাবি, যদি তাহা না হইয়া মহাভারতে ইহাই লিখিত হইত যে পাণ্ডবেরা যাবজ্জীবন দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাতবাস করিতে করিতেই মরিয়া গিয়াছিলেন ; তাহা হইলেও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগের সাধুতার কিছু ক্রটি হইত না এবং দুর্ঘোষনাদির দুষ্টতার কিছু ন্যূনতা হইত না । সকল দিক দেখিলে অতি সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হইবে যে ভারতবাসিগণ পৃথিবীর মধ্যে পাণ্ডব স্থানীয় হইয়া আছেন । ইহারা কষ্ট পাইতেছেন, হয়ত মরিয়া যাইবেন, তথাপি সাধু । অতএব ইহলৌকিক ফলাফল দেখিয়াই কে উচ্চ, কে নীচ, কে সাধু, কে অসাধু, কে ভাল, কে মন্দ, তাহার বিচার করা ঠিক নহে । ভারতবাসী আৰ্য্যের মধ্যে দয়া, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি সদগুণ পৃথিবীর অন্য সকল জাতীয় লোকের অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক, এবং ঐ সকল সদগুণের আধিক্য আৰ্য্য শাস্ত্রাচারেরই ফল । এই জন্য আমাদের শাস্ত্রাচার অতি উৎকৃষ্ট বস্তু এবং ইহার পরিত্যাগে আমাদের অধঃপতন অবশ্যজ্ঞাবী । এখন যে পরিমাণে বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে শাস্ত্রাচারের পরিত্যাগ হইতেছে সেই পরিমাণেই উৎকর্ষের লাঘব এবং অপকর্ষের বৃদ্ধি হইতেছে ।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শাস্ত্রাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেহ কেহ ততটা অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, মনে করেন না । যেমন উৎকর্ষও একোত্থমে হইতে

পারে না, তেমনি অপকর্ষও একোত্তমে হইতে পারে না। আর্ধ্যাচারপুত পূর্বপুরুষদিগের গুণে, আর্ধ্য সমাজের মধ্যে অবস্থিতি নিবন্ধন, আর্ধ্য গ্রন্থাদি-প্রদত্ত উচ্চতম আদর্শের প্রভাবে, আর্ধ্যাচার ত্যাগের অনেক দোষই তিরো-হিত হইয়া থাকে। অপকর্ষের পূর্ণ পরিমাণ প্রথম পুরুষেই দেখা দেয় না।

এই সকল কথা নব্যদলেরও কাহার কাহার মনে লাগিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই সম্যক্ মনঃপূত হইবে না। তাঁহারা বলিবেন ভারত-বাসীর কি কোন ক্রটিই নাই এবং যে ক্রটি আছে তাহা কি শাস্ত্রাচারের অন্তর্শীলনেই মার্জিত হইতে পারে।

এই কথার উত্তরে আমি বলি যে, ভারতবাসীর ক্রটি আছে, কিন্তু তাহা আচারসম্মত নহে। এক্ষণে বক্তব্য এই মাত্র যে, ভারতবাসী শাস্ত্রাচার না মানিয়া চলিলে তাঁহার নিজ সমাজের প্রতি সহানুভূতি আরও নূন হইবে, এবং তাহা হইলেই তাঁহার ধর্ম ভাবের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। ধর্মভাব বিমষ্ট হইলে আর কখন কোন ক্রটির মার্জনা হইবে না—ক্রমে পূর্ণগ্রাস হইয়া যাইবে, মুক্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না।

অতএব আর্ধ্যশাস্ত্র আদর্শ নির্দেশের দ্বারা সদাচার শিক্ষার সরল উপায় উদ্ভাবনা করিয়া, এবং পৃথিবীর অপর সকল জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আদর্শ প্রদান করিয়া, এবং ভারতবাসীর পক্ষে একান্ত উপযোগী হইয়া, এবং নিজ সামাজিক সহানুভূতি রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া, আমরাদিগের সক-লের প্রেম এবং ভক্তিসহকারে গ্রহণীয়, পালনীয় এবং পূজনীয়।

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রকরণের বিষয় নিরূপণ।

নিমিত্ত শব্দের অর্থ হেতু। কোন হেতুর অবলম্বনে বা উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান করণীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা নৈমিত্তিকাচারের অন্তর্গত;

অর্থাৎ দৈনন্দিন ভিন্ন যে সকল শাস্ত্রাদিষ্ট কৰ্ম, সময় বিশেষে অনুষ্ঠেয়, সেগুলিকে নৈমিত্তিক কৰ্ম বলা যায় ।

নৈমিত্তিক কৰ্মের মধ্যে কতকগুলির নাম সংস্কার, কতকগুলির নাম পূজা, কতকগুলির নাম ব্রত, কতকগুলির নাম শ্রাদ্ধ এবং কতকগুলির নাম সাধন । সংস্কার কার্যগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা আদিষ্ট এবং ঐ গুলিতে বৈদিক মন্ত্রাদির প্রয়োগ থাকে । পূজাগুলিও অধিকাংশ স্মৃতিশাস্ত্রের আদিষ্ট এবং পৌরাণিক মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পাদিত । প্রচলিত ব্রতগুলিও স্মৃতি এবং পুরাণ-মূলক । সাধন কার্যগুলি প্রায় সকলই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত । তন্ত্র-শাস্ত্রের উপদিষ্ট কয়েকটী পূজাও এতদ্দেশে প্রচলিত আছে ।

পূৰ্বকালে বেদ-মন্ত্রাদির দ্বারা যে বিবিধ যাগ যজ্ঞ নিষ্পাদিত হইত তাহাদের অনেকগুলিই সাক্ষাৎসম্বন্ধে এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । এমন বিলুপ্ত হইয়াছে যে, বিশিষ্ট যজ্ঞ করিয়াও তাহাদিগের পূৰ্বরূপে পুনঃ প্রচলনের কোন সম্ভাবনা হয় না । বস্তুতঃ সেগুলি এত অসাময়িক বলিয়া গণ্য হইয়াছে যে, তাহাদের পুনরুদ্ধার চেষ্টা অবৈধরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । যেমন মহাত্মারত্নোক্ত রাজা জনৈজয়ের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সেই রাজার পক্ষে দোষাবহ হইয়াছিল সেইরূপ বঙ্গীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুষ্ঠিত বাজপেয় যজ্ঞ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিত গঙ্গাধরের অনুষ্ঠিত আখৰ্ণিক অভিচারও অনুষ্ঠাতৃদিগের পক্ষেই হানিকর হইয়াছিল বলিয়া প্রথিত আছে । পুনা প্রদেশে হুগ্ সাহেব যে বৈদিক সোম যাগের বিধান করিতে গিয়া যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন তাহা উল্লেখ যোগ্যই নহে ।

যাহা হউক, প্রাচীন বৈদিক যাগযজ্ঞের পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নাই । বেদবিদ্যাই ভূরি পরিমাণে ন্যূন হইয়া গিয়াছে । এখন ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে বেদের পঠন পাঠনাদি হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়, সে সকল স্থানেও সাধারণতঃ বৈদিক মন্ত্রাদির অর্থবোধ এবং অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ার প্রতি তেমন যত্ন হয় না—স্বর সংযোগাদি সহকারে বৈদিক সংহিতাদির কোন কোন অংশ গীত বা পঠিত হয় মাত্র । সম্প্রতি এতদ্দেশ মধ্যে বেদের প্রচার কিছু বাড়িয়াছে বটে । শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তজের যত্নে বাঙ্গালা ভাষাতেও বেদের ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে ।

কিন্তু ঐ সকল চেষ্টার ফলে বেদবিচার বিস্তৃতি হইলেও বৈদিক ক্রিয়া কলাপের যে পুনরুদ্ধার হইত্রে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যে সুবহু পরিমাণেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা দ্বিজা-
তীয়দিগের মধ্যে সামগ্রিক ভাবের একান্ত স্বল্পতা হওয়াতেও বিলক্ষণ বুঝিতে
পারা যায়। আহিতাগ্নিকদিগের ক্রিয়াকলাপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখ ছিল।
অগ্নির রক্ষাই তা একটা অতি প্রধান অনুষ্ঠান। সকল কার্যের প্রারম্ভেই
অগ্নি পূজার প্রয়োজন। অগ্নিই দেবতাদিগের অগ্রণী। অগ্নিই দেবতাদিগের
মুখ। সামগ্রিকভাৱে লোপ হওয়াতে অনেকটা অনুর্কল্পের প্রবেশ হইয়াছে। কিন্তু
অনুর্কল্পের সমধিক প্রবেশে যে, মুখ্য ব্যাপারের অনেক ক্রটি এবং অঙ্গহানি
হয়, তাহা স্বীকার করিয়াই মহাকবি তবভূতির উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে হয়—

কিঞ্চনুষ্ঠাননিত্যত্বাং স্বাতন্ত্র্যমপকর্ষতি।

শকটাহাহিতাগ্নীনাং প্রত্যবায়ৈ গৃহস্থতা ॥

আহিতাগ্নিকদিগের পক্ষে গৃহস্থধর্ম বড়ই শকটাবহ, কারণ অনুষ্ঠানের
নিত্যত্ব হেতু কিছু মাত্র স্বাতন্ত্র্যের অবলম্বনেই প্রত্যবায় জন্মিয়া অপকর্ষতা
সাধন করে।

অতএব সামগ্রিকদিগের পক্ষে অনুষ্ঠের নিত্য এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিশেষ
আধিক্যই ছিল। তদ্বিন্ন, যে সকল বৈদিক ক্রিয়া এখনও প্রচলিত আছে,
তাহার মধ্যেও অনেকানেক স্থলে সামগ্রিকদিগের সম্বন্ধে সাধারণ অনুষ্ঠান এবং
মন্ত্রোচ্চারণের অতিরিক্ত অপর কতকগুলি কার্য অনুষ্ঠের এবং অপর কতক-
গুলি মন্ত্র পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া আছে, দেখা যায়। সুতরাং সামগ্রিকতার
ক্রিয়ার আধিক্য এবং অনগ্রিকতার ক্রিয়ার ন্যূনতা সহজেই উপলব্ধ হয়।

সামগ্রিকতার ন্যূনতায় যেমন বৈদিক কল্পের ধর্মতা প্রতীত হয়, বেদের
শাখা লোপে সে প্রতীতি আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠে। চারিটা বেদের শাখা
সমষ্টি ১১৩০ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সামবেদের শাখা এক হাজার,
কিন্তু সেই হাজারের মধ্যে তিনটা শাখা * বই বর্তমান নাই। যজুর্বেদের

* (১) ঋগ্বেদ—গুরু এবং বসে।

(২) গৈমিনী—কর্ণাটে।

(৩) নারায়ণী—মহারাষ্ট্রে।

শাখা এক শত, তাহার পাঁচটি মাত্র ক্রিয়মান আছে শুনা যায়। অথর্ববেদের শাখা একবিংশতি, তাহার আটটি মাত্র আছে। এবং অথর্ববেদের শাখা নব্বী, তাহার একটীও বিদ্যমান নাই। অতএব বেদশাখা ১১৩০ এর মধ্যে বর্তমান ২৬টি মাত্র ! বিভিন্ন বৈদিক শাখার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া ক্রিয়ণ পরিমাণে বিভিন্ন ছিল। সূত্রসংগ্রহে এতগুলি শাখার লোপে অর্থাৎ পরস্পর অন্তর্নিবেশে অনেক ক্রিয়ারই লোপ হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধান্ত করা বাইতে পারে।* কিন্তু বেদবিজ্ঞান নূনতম এক সামগ্রিকতার ধর্মতা এবং বেদ শাখার বিলোপ হইলেও আধ্যাত্মিকতার সারভূর্ত যে সংস্কার কার্যগুলি সেই প্রাচীনকালে অনুষ্ঠিত হইত, সেগুলি এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে ; এবং তাহাদের অনুষ্ঠান সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপক হইয়াই আছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে যে সকল বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, এ প্রবন্ধে সে সকলের কথা কিছুই বলা বাইতে পারিবে না ; কিন্তু বৈদিক-কার্যের মধ্যে প্রধান প্রধান সংস্কার কার্যগুলি এই প্রকরণের বর্ণনীয় হইবে।

বেদবিজ্ঞান এবং বৈদিক ক্রিয়ার যে পরিমাণে লোপ হইয়া গিয়াছে, স্মৃতি-শাস্ত্রের লোপ সে পরিমাণে হয় নাই। বিংশতি মূল স্মৃতিগ্রন্থ সকলই পাওয়া যায়। অষ্টদ্বিংশতি সহিত স্মৃতির সম্মিলনকারী কয়েকটি ‘সূত্রগ্রন্থ’ও বর্তমান আছে। আব অর্থাৎ ক্রিয়া সকলের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে উপদেশ দিবার উপযোগী বিভিন্নবৈদী ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার্য্য বিভিন্ন ‘পদ্ধতি’-গ্রন্থও আছে।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদিক শাস্ত্রসমূহের বিলোপ হইয়া গেলে কোন স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ মনে করা একটী প্রকাণ্ড ভ্রম। বেদমূল হইতেই স্মৃতির উদ্ভব। স্মৃতি ছাড়া স্মৃতি নাই এবং থাকিতেও পারে না। সূত্রসংগ্রহে স্মৃতিশাস্ত্রের ক্রিয়াগুলিও বেদোক্ত ক্রিয়া হইতে উদ্ভব। কখন কোন দেশে কোন কালে এক প্রকার ধর্মক্রিয়ার সমাক্ষেপ বিলোপ হইয়া কোন নূতন প্রণালীর ক্রিয়াকাণ্ডের অবস্থিতি হয় নাই। এমন কি, যেখানে একেবারে লোকের পূর্বস্মরণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, সে সকল দেশেও ওরূপ হয় নাই। খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের কতৃক পরিগৃহীত অনেকাধিক পূর্ব প্রাচীন বৌদ্ধীয়দিগের

* কোনক চরণস্বাহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পর্কাদির অনুসরণ সজাত। আরবে মুসলমানেরা শুদ্ধ কাবা মসজিদটির গৌরব রক্ষা করিয়াই যে আরবের প্রাচীন তীর্থাদির মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন এমত মতে, এক্ষণকার রমজানাতি ব্রতোপবাস মহম্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্ববর্তী ব্যাপার। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মে এবং চীনে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা দেশ ছাড়া হুইয়াও এ দেশের পর্কগুলি সমুদায় ছাড়িতে পারে নাই। যখন ধর্ম ক্রিয়াকাণ্ডের আবুত্ব সর্বত্রই এত দৃঢ় তখন কি কেবল ভারতবর্ষেই উহাদিগের এত ক্ষীণ জীবন হইয়াছিল যে, এখানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে উঠিয়া গিয়া নূতনবিধ স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান হইয়াছে? তাহা নয়। নব্য সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট ভাস্কর্য বৈদিকবর্ণের হঠবাদ শ্রদ্ধার বস্তু নহে। স্মার্ত্তক্রিয়াগুলি বৈদিক ক্রিয়া হইতেই উঠিয়াছে— উহার মূল বেদ বৃক্ষেরই তেউড়ের স্বরূপ। স্মৃতির প্রামাণ্য ভট্টকারিকায় উক্ত হইয়াছে—

বৈদিকৈঃ স্মর্যমাণত্বাৎ তৎপরিগ্রহদাঢ্যতঃ ।

সংভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতীনাং বেদমূলতা ॥

বেদজ্ঞদিগের দ্বারা স্মর্যমাণতা এবং বেদোক্ত কার্যের দৃঢ়তার সাধকতা এবং বেদমূলতার সম্ভাবনা বোধ হেতু স্মৃতি শাস্ত্রের বেদমূলতা প্রমাণ হয়।

পুরাণশাস্ত্রও অধিকাংশ জীবিত আছে, বলা যায়। অষ্টাদশ খানি পুরাণের শ্লোকসমষ্টি চারি লক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যদিও তৎসমুদায় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তথাপি অধিকাংশই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পুরাণোক্ত ক্রিয়াকলাপও যে বেদমূলের বহিভূত নয়, স্মার্ত্তক্রিয়াসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে অনুভূত হইবে, আর পুরাণের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও জানা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে বুঝা যায় যে, ব্যাসদেবের আটাইশটি নাম অর্থাৎ আটাইশ জন ঋষি ব্যাসোপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ। ইহারা সকলেই বেদার্থ প্রকাশের জন্ত পুরাণের সৃষ্টি করেন। অতএব পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপকেও বেদমূলক বলিতে হয়। পুরাণের প্রমাণ-স্বরূপ মংগল পুরাণের এই বচনটি গ্রহণ করা যাইতে পারে—

পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতং ।

নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরং ॥

সকল শাস্ত্রের আদিতে ব্রহ্মা পুরাণশাস্ত্রের স্মরণ করেন । ইহা বেদমন্ত্র, পবিত্র এবং শতকোটি বিস্তর ।

বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের পরস্পর বিভেদ এবং অভেদ কিরূপ তাহা একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তনীয় । বেদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, বিরাট শরীরের নিখাস * স্বরূপ যে মৌলিক সত্যসমূহ তাহা বিভিন্ন ঋষিগণ কর্তৃক অগ্নিতে, জলেতে, আকাশে, বায়ুতে, প্রাণীতে এবং ঐতিহাসিক ব্যাপারসমূহে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনায় এবং লোকব্যবহারে, মন্ত্রস্বরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল । ঐ মন্ত্র সমষ্টি বেদের মূখ্যতম ভাগ । কোন্ সময়ে বা কাহার কর্তৃক ঐ মন্ত্রসমূহের সংগ্রহ বা সমষ্টি প্রস্তুত হয়, তাহার কোন বিবরণ নাই । এই মাত্র কথিত আছে যে, সমুদায় মন্ত্রের এবং তাহাদিগের প্রয়োগের সমাক্ অভ্যাস এক একটা ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে দেখিয়া ভগবান ব্যাসদেব বেদমন্ত্র সমষ্টির চারি ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন । ব্যাসশিষ্যেরা আবার নিজ শিষ্যদিগের মধ্যে ঐ চারি ভাগের শাখা ভেদ করিয়া শিক্ষা করাইয়াছিলেন । অতএব বেদগুলি যদিও বিভিন্ন শাখায় বিভাজিত হইয়া পরস্পর অবাস্তর ভেদ-বিশিষ্ট হইয়াছে, তথাপি মূলতঃ এক এবং অভিন্ন ।

স্মৃতির একতা সম্বন্ধেও অবিকল ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত হয় । স্মৃতিসংহিতা-গুলি যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সকলেই ঋতিমূলক বলিয়া একই প্রণালীতে নিবদ্ধ এবং একই লক্ষ্যের উদ্দেশে পরিচালিত । তন্নিম্ন তাহারা সকলেই একমাত্র মনুসংহিতার সর্বকথ প্রাধান্য স্বীকার করায় কখনই কার্যতঃ বিভিন্ন মত হইতে পারে না ।

“মম্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতিন্‌ প্রশস্ততে ।”

মনুসংহিতার বিপরীতার্থ বোধক স্মৃতি প্রশস্ত নহে । পুরাণদিগের মধ্যে যে আখ্যানিকার ভেদ, নামাদির ভেদ, অথবা স্থল দৃষ্টিতে মতেরও ভেদ দেখা যায়, বিবেচনাপূর্বক বুঝিলে ঐ গুলি তেমন মারাত্মকভেদ বলিয়া বোধ হইবে

* অসম মন্তোহুতস্য নিখসিত মে মদ্বদ্বৈদঃ ।

যেদের এই স্বতঃ প্রমাণাত্মক ভাবটা বুঝিত পারিলে বাহ্য বজ্ঞানাদিব সহিত বেদের বিরোধ হইতে পারে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ হয় । এই জন্তই দার্শনিকেরা কেহ কেহ ঐশ্বর্য পুরুষ স্বীকার না করিয়াও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারিয়াছেন ।

না। আখ্যান, উপাখ্যান এবং কল্পতর্কি নামক পুরাণের ত্রিবিধ উপাদান। তাহার মধ্যে উপাখ্যান ভাগ লোকপরম্পরা ক্রিপ্ত বিবরণ মাত্র, সুতরাং তাহা প্রদেশভেদে, কালভেদে এবং ব্যক্তি ভেদে অকণ্ঠ্যই ভিন্ন হইবে—উহারা ভিন্ন না হইলেই কথঞ্চিৎ সঙ্কেতের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিত। অতএব পুরাণ অনেক হইয়াও এক।

এইরূপে অনেকের মধ্যে একত্বদর্শনই আধ্যাত্মিকতার শাস্ত্রসিদ্ধ এবং ভাসিদ্ধ এবং তাহাই অতি বিশদ করিয়া প্রদর্শনের জন্যই যেন উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ঋষিরা বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা স্থলতঃ তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংহিতাকার এবং প্রায়শঃ তাঁহারা ইন্দ্রিয়রূপে পুরাণরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এরূপ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, বৈদিক এবং স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বিধি ব্যবস্থাকে পরস্পর অনুসৃত এবং মূলতঃ অভিন্ন বলিয়াই ভাবিতে হয়। ক্রিয়াকাণ্ডের এবং ধর্ম্মসাধনের সকল উপদেশই এই অভেদ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার-বিহিতং কর্ম্ম কেবলং।

সেবিতব্যঞ্চতুর্বর্ণৈর্বিশুদ্ধিঃ কেশবং সদা ॥

চতুর্বর্ণের মধ্যে সদাচার ঈশ্বরসেবাপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার বিহিত সকল আচারই পালন করিবেন।

ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত আদেশ। এই আদেশের অনুগামী হইয়া চলিলে কোন প্রত্যাঘাতভাগী হইতে হয় না। শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ বিद्यমান আছে মনে করিয়া বাহারা শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়েন, সেই হঠকারীদিগের আশু প্রতিবেদনের নিমিত্তও উপায় উদ্ভাবিত আছে। মনু বলিয়া দিয়াছেন যে, বিদ্বান্ এবং সদাচার এবং রাগ বিদ্বেষ বিরহিত মহাত্মাদিগের স্থানে শুনিয়া এবং তাঁহাদিগের আচার দেখিয়া আচরণ করিবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সমীপবর্তী সম্রাজ্ঞাদিগের ব্যবহার দর্শন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবে *। মহাভারতে ভগবান্ বেদব্যাসও শাস্ত্রাদির মধ্যে মতভেদ আছে, যুধিষ্ঠিরের মুখদ্বারা ইহা যেন স্বীকার করিয়াই

* অর্থ যদি তে ধর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তিবিচিকিৎসা বা স্যাৎ যে তত্র ব্রাহ্মণ সমাগদর্শিনঃ যুতা আবুতা জলুতা ধর্ম্মকাণাঃস্বাঃ যথাতে তত্র নর্ত্তেরন্ তথা তত্র নর্ত্তেথাঃ।

সাধারণ জনগণের পক্ষে ধর্ম মীমাংসার চরম উপায় যে, মহাত্মাদিগের পথানু-
সরণ তাহা “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ” এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্য দ্বারা সুব্যক্ত
করিয়া দিয়াছেন । অতএব নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বাক্য এই যে, যদিও শাস্ত্রের মধ্যে
কোথাও কোথাও মতভেদ এবং বিবরণভেদ স্থল দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, তথাপি
বিজ্ঞা এবং সাধুতা সম্পন্ন মহাজনেরা মীমাংসা পূর্বক শাস্ত্রের যথার্থ সূক্ষ্মতাংপর্য্য
বুঝিয়া ধর্মের প্রকৃত পথ আবিষ্কৃত করিয়া চলিতে পারেন ।

কিন্তু বেদ, স্মৃতি এবং শ্রুতি সকলে একবাক্য হইয়া এই তথ্যের অভি-
যুক্তি করিলেও নব্যসম্প্রদায়ের বুদ্ধি এমনই বিপথগামী হইয়া যাইতেছে যে,
তাহারা ঐ সকল কথায় কর্ণশ্রাব্য করিবেন না—ধর্মবিচারে আপনাদের ইচ্ছা-
স্বাধীন হইয়া চলিবেন, কাহার পরামর্শ লইবেন না এবং কোন শাসন মানি-
বেন না । সামান্য বিষয় সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত তাহারা বহু ব্যয় স্বীকার
করিয়া ব্যবহারাজীবদিগের স্থানে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং
শরীর রক্ষার্থ ডাক্তার ডাকিয়া ডাক্তারি ঔষধ সেবনরূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ
করিবেন, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি হইতে সহস্রগুণে মহামূল্য এবং নগ্নের পুরুষ
শরীর হইতেও সহস্রগুণে প্রিয়তর যে ধর্ম পদার্থ তাহাতে যথেষ্টাচার করি-
বেন । আপন এবং চিকিৎসার অপেক্ষা ধর্ম বস্তুটী যে কত উচ্চতম এবং
কঠিনতম তাহার ইয়ত্তা হয় না । ধর্মের কঠিনতা সযত্নে উপনিষদ বলেন—

কুরন্ত ধারা নিশিতা ছুরতয়া ।

হুর্গং পথন্তং কবয়োবদন্তি ॥

কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের মতে ধর্মতত্ত্বের আবিষ্কার অতি অনার্য্যসাধ্য সহজ
ব্যাপার হইয়াই দাঁড়াইয়াছে !

এস্থলে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ধর্মপথ স্থির করা এতই কঠিন,
তবে ধর্মবিষয়েই ইংরাজী শিক্ষিত লোকে এত স্বেচ্ছাচারী হইতে চায় কেন
এবং হয়ই বা কেন ? এ কথার সম্পূর্ণ প্রত্যুত্তর দিতে হইলে যে নানা বিষয়
লইয়া বিচার করিতে হয় তাহা এস্থলের অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে ; এই ক্ষণ
শুদ্ধ ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় যে ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া আছেন, তাহারই
আংশিক উল্লেখ করিয়া নিবৃত্ত হইব । ইংরাজী শিক্ষায় ধর্মের প্রকৃতি সুপরি-
ষ্কৃত হয় না । ইউরোপীয় সাহিত্যের মূলে যে কিছু ধর্মভাব আছে তাহা প্রায়

সমস্তই খৃষ্টীয় উক্তি কতিপয় হইতে উদ্গত। ঐ উক্তির একটি এই যে, ঈশ্বর অনন্তকালের জন্ত পাপীদিগকে নরকে প্রেরণ করেন এবং পুণ্যবানদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়া দেন। এই উক্তির যৌক্তিকতার বিচার হইবার অবসর হয় না। উহা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক ইংরাজী পুস্তক পাঠের সহিত ক্রমে মনোমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া গিয়া তদনন্তর অন্তঃসলিলবাহিনী নদীর স্থায় একটি বিচার প্রণালীর উদ্ভাবন করে। সে বিচারটি এইরূপ—
 ঈশ্বর-স্বচ্ছাতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সৃষ্ট হইতে চাহি নাই; অথচ আমাদিগের এক প্রকাব নার্যের জন্ত অনন্তকালের নিমিত্ত নিরয়গামী করিবেন, আর অন্য প্রকার কার্যের জন্ত অনন্তকালের নিমিত্ত স্বর্গ প্রদান করিবেন। এমন স্থলে, কেমন কার্যের জন্ত নরকের এবং কেমন কার্যের জন্ত স্বর্গের বিধান হইবে, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়াই নির্দেশ করা উচিত। ঈশ্বর অবশ্যই সেই উচিত কার্যটি করিয়াছেন। সত্যএব আমরা অবশ্যই অতি অক্লেশে এবং বিনা উপদেশে পাপপুণ্যের ভেদ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়া আছি। কি পাপ এবং কি পুণ্য ইহা জানিবার জন্ত কাহারও উপাসনা বা কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। এই ভ্রমসঙ্কুল বিচার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম বিচারে একান্ত নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা ভাবেন, ধর্মের বিচার হ্রস্ব হইলে চলিবে কেন? এই মহান্ অতথ্য বোধটি তাঁহাদের হৃদয়ে তথ্যরূপে বিরাজিত হইয়াছে। এই জন্তই তাঁহারা ধর্মাদর্শ বিচারের কাঠিগ্ন অনুভব করিতে চাহেন না এবং শিক্ষাদাতৃত্ব স্বরূপ ধর্মের যে সূমহান্ ভাব তাহাও বুঝিতে পারেন না।

ইংরাজীতে কৃতবিদ্য অতি শিষ্ট যুবাদিগেরও অবস্থা কিরূপ তাহা নিম্ন লিখিত প্রকৃত বিবরণটি হইতে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। একটি কৃতবিদ্য সাধুশীল যুবা পুরুষ কখন কখন অবিম্যাকারিতা এবং পরুষ ব্যবহার দোষে দূষিত হইতেন। ওরূপ করায় যে দোষ হয় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শিত হইলে তিনি অতি সরল ভাবেই বলিলেন—“আমি সৎশক্ত, সৎশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সদাশয় ব্যক্তি বলিয়াই আপনাকে জানি, সতরাং আমার কৃত কার্য যে সৎ বই অসৎ হইতে পারে তাহা কখন মনেও করিতাম না—যাহা মনে আসিত অমনি তাহাই করিতাম। এখন বুঝিলাম। এখন বুঝিলাম যে, শুদ্ধ

সংস্কার অথবা ভাব মাত্রের বেগে চালিত হইলে পদে পদে পদস্থলন হয়—
প্রকৃত ধর্ম পথে যাইতে হইলে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চলিতে হয় এবং গুরু
ও গুরুকল্প শাস্ত্রের হাত ধরিয়াই যাইতে হয় ।” যদি কখনও ইংরাজী শিক্ষিত
সম্প্রদায়ের মনোমধ্যে সাধারণতঃ এই ভাব জন্মে তাহা হইলেই তাঁহারা
প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিবেন এবং শাস্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপের সমাদর এবং
গৌরব করিতেও শিখিবেন ।

কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে কেবল নব্য সম্প্রদায়ের মনেই গোলযোগ উপ-
স্থিত হইয়া আছে, এমত নহে । প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে, শাস্ত্রে অভেদ
বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহাও বলা যায় না । সাম্প্রদায়িক ভেদ জ্ঞান এবং
স্বার্থানুসরণ প্রবণতা এক্ষণে বড়ই প্রবল হইয়াছে । অমুক স্মৃতি কিছু নয়,
অমুক পুরাণ কিছু নয়, অমুক দেবতার উপাসনায় মুক্তিলাভ হয় না, অমুক
ব্রতের ফল ইহলোকেই পর্য্যবসিত হয়—এইরূপ কথা সকল প্রাচীন সম্প্র-
দায়ের মুখে মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় এবং তজ্জগৎ তাঁহাদের পরস্পর
মনান্তরতা, বিদ্বেষ এনং অনিষ্ট-চেষ্টাও উপস্থিত হইয়া এই হীনাবস্থা সমাজকে
অন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন করিয়া হীনতর করিতেছে, দেখা যায় । কিন্তু এখন
আর হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করিবার সময় নাই—এখন
আমাদের সাধারণ বিদেষ্টা অনেক উপস্থিত হইয়াছে । তাহাদের প্রবোধ
দিবার অগ্ৰ আপনাদিগের সকলকে এক হইয়া চলিতে হইবে । বস্তুতঃ আমা-
দিগের পরস্পর ভেদ অতি অল্প । প্রকৃত বোদ্ধার চক্ষে কিছু মাত্র নাই বলি-
লেই হয় । সাম্প্রদায়িক ভেদবশতঃ যে কেহ কোন কোন শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার
অনুষ্ঠান করিবেন না, ইহা উচিত নহে । শাস্ত্রীয় সকল কার্যই তদধিকারী
মাত্রেরই করণীয় ।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে আর এক প্রকার
মতভেদের উল্লেখ হইয়া থাকে । যুগভেদে ক্রিয়ার ভেদ হয় ।

ধ্যানং পরংকৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধ্বরঃ ।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে ॥

ক্লৃতে যজ্ঞায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতঃ ফলং ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্তনাং ॥

উভয় শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, সত্যযুগে ধ্যানের প্রাধান্য, ত্রেতাযুগে জ্ঞান এবং যজ্ঞের প্রাধান্য, দ্বাপরে সেবার এবং যজ্ঞের প্রাধান্য এবং কলিযুগে দান ধর্মের এবং হরি সঙ্কীর্ণনের প্রাধান্য। বিভিন্ন যুগে কোন্ কোন্ অর্হুঠানের প্রাধান্য ইহাই উক্ত হইয়াছে। এই কলি যুগে ‘দান এবং কীর্তন ভিন্ন অপর কোন ক্রিয়া করণীয় নহে’, শাস্ত্রের এক্রূপ অভিপ্রায় নয়।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ যাহারা সংসারবিরাগী, ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহাদের আর একটা ভ্রম হইয়া থাকে। শাস্ত্রে জ্ঞানকাণ্ডে কর্মের হেয়তা দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, কর্মকাণ্ডটা সমস্তই অপকর্ম সাধক; শুদ্ধ ভক্তি অথবা জ্ঞানের সাধনই মুক্তির উপায়। কিন্তু গীতাশাস্ত্রে স্পষ্টরূপে এই ভ্রমের নিরসন করা হইয়াছে। কর্মত্যাগ অর্থে কর্মের স্বরূপ ত্যাগ নহে, কর্মের ফলাকাজ্জা পরিত্যাগ মাত্র।

যজ্ঞোদানং তপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।

যজ্ঞ, দান, তপস্বী প্রভৃতি কর্ম কদাপি ত্যাজ্য নহে। সেগুলি অবশ্য করণীয়।

শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াসম্বন্ধে এপর্যন্ত যতগুলি প্রভেদের উল্লেখ করা হইল তাহা কি নব্যসম্প্রদায়ের হঠকারিতামূলক, কি প্রাচীন সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধিমূলক, কি শাস্ত্রার্থ বোধে অসামর্থ্যমূলক, সকল গুলিই অকিঞ্চিংকর এবং অনিষ্টকর। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রভেদ সম্বন্ধে সেরূপ বলা যায় না। এ ভেদটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণাত্মকতা হইতেই জন্মে, সূতরাং এক প্রকার অপরিহার্য এবং অনিবার্য। কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কেহই সাত্বিক, রাজস এবং তামস ভেদশূন্য নহে। বেদের মধ্যে কোন বেদ সাত্বিক, স্মৃতির মধ্যে কোন স্মৃতি সাত্বিক এবং পুরাণের মধ্যে কোন পুরাণ সাত্বিক। এইরূপ উহাদিগেরও রাজস এবং তামস ভেদ আছে।

যখন শাস্ত্রেই এইরূপ ভেদ আছে, তখন শাস্ত্রদৃষ্ট ক্রিয়াদিগের মধ্যেও যে ঐ প্রকার ভেদ আছে তাহা বলা বাহুল্য। কোন ক্রিয়া সাত্বিক, কোন ক্রিয়া রাজস এবং কোন ক্রিয়া তামস; আর মনুষ্যের স্বভাবেও সাত্বিক, রাজস, তামস ভেদ আছে। অতএব কোন ব্যক্তি যে কোন শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রতি অধিক অনুরক্ত এবং অপব ক্রিয়ার প্রতি অল্প অনুরক্ত হইবেন, তাহা অনা-

স্বাস্থ্যই বুঝা যাইতে পারে । যিনি যে স্বভাবের লোক তিনি আপন স্বভাব-
বুঝায় ক্রিয়াকলাপেরপক্ষপাতী হইবেন । সাত্ত্বিক পুরুষ সাত্ত্বিক ক্রিয়া ভাল
বাসিবেন, রাজস পুরুষ রাজস ক্রিয়া ভাল বাসিবেন এবং তামস পুরুষের
তামস ক্রিয়াতেই প্রীতি জন্মিবে ।

উল্লিখিত নৈসর্গিক ভেদ সম্বন্ধেও বলা যায় যে, রাজস এবং তামস ক্রিয়া-
গুলিতে সামান্য স্বার্থসিদ্ধির উপায় থাকে । এই জন্য রাজস এবং তামস ক্রিয়া-
মাত্রেই কাম্যক্রিয়া হয় । সুতরাং যদি কাম্যক্রিয়ার পরিহার চেষ্টা করা যায়,
তাহা হইলে অধিকাংশ রাজস এবং তামস ক্রিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে ।

বস্তুতঃ নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম দুই প্রকার । এক, নিত্য-নৈমিত্তিক ; অপর, কাম্য-
নৈমিত্তিক । নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অকরণে দোষ হয়, কাম্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার
অকরণে প্রত্যাবায় হয় না । এই প্রকরণে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ারই সংক্ষেপ
বিবৃতি হইবে । কাম্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি নর নারীগণের বাসনার ত্বায়
অতি বিচিত্র এবং বহু পল্লবিত । উহারা নিকৃষ্ট অধিকারীদিগকে সংযমাদি শিখা-
ইয়া এবং তাহাদের চিত্তশুদ্ধি বিধান করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করে ।
কিন্তু উহারা উচ্চাধিকারীদিগের বিষয় হয় না এবং শাস্ত্রেও উহাদিগের তাদৃশ
গৌরব প্রত্যাখ্যাত নাই । সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন তেজস্বী ব্রাহ্মণেরাও ঐ
সকল কাম্যকৰ্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । আমি জানিতাম
তাদৃশ কোন মহাপুরুষের একমাত্র পুত্রের অতি কঠিন পীড়ায় তাহার
আরোগ্য বিধানার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি তদন্তর্যানে অস্বীকৃত
হইয়া বলিয়াছিলেন—“দেবতাকে ডাক্তার বৈদ্যের কার্য্য করিবার নিমিত্ত
আবাহন করিতে পারি না ।” এরূপ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে দেবতার
নিকট সাহায্য পাইবার প্রার্থনা, অথবা দেশের জলকষ্ট বা অন্নকষ্ট নিবারণের
প্রার্থনা, অথবা মারীভয় নিবারণের প্রার্থনা, প্রত্যুত কোন প্রকার কামনা
পূরণের প্রার্থনাই উচিত বা প্রশংসনীয় নহে । তাঁহারা কোন বাসনা প্রণো-
দিত হইয়া দেবার্চনা অথবা ব্রত সাধনের অনুকূল নহেন । আৰ্য্যশাস্ত্রেরও
অভিমতি ঐরূপ । পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সকল প্রতাপাবিত দৈত্য, দানব,
অসুর রাক্ষসাদির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই কেহ বা রজোগুণের
কেহ বা তমোগুণের অধিপতি দেবতাব স্থানে বসপাপ পান্যসাদক বহিষ্ণা

বর্ণিত হইয়াছে, একটীও সম্বন্ধাধিষ্ঠাতার নিষ্কাম উপাসক বলিয়া বর্ণিত নহে । কিন্তু তাদৃশ উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা ; ফলশ্রুতি বা অর্থবাদ প্রাকৃত জন-গণকে ক্রিয়াকাণ্ডে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্তই উল্লিখিত হইয়া থাকে । তন্নিম্ন, নিতান্ত অল্পবুদ্ধি এবং পরোক্ষ দৃষ্টিবিহীন জনগণের পক্ষে বিস্পষ্ট অধ্যক্ষাচরণ দ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভের চেষ্টা করা অপেক্ষা দেবোদ্দেশ্যে কার্য সাধন করা বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট । লুট-পাট এবং চুরি ডাকাইতি করিয়া ধন লাভের চেষ্টা অপেক্ষা যোগিনী সাধন দ্বারা ধনী হইবার চেষ্টা অনেকাংশে ভাল । সাধারণতঃ গৃহস্থের পক্ষে পরোপকারাদিরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যসাধনমূলক কাম্য-কর্মের অনুষ্ঠানে কোন দোষ হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না । কিন্তু উচ্চাধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রাদিষ্ট পথে শাস্ত্রাদিষ্টকালে শাস্ত্রাদিষ্ট কার্যানুষ্ঠান করা অর্থাৎ বিধি প্রতিপালন করাই ধর্ম্য কার্য । কামনাসিদ্ধির জন্ত মাতুলিক যত্ন করিয়াই নিবৃত্ত হওয়া উচিত । তজ্জন্ত দৈবীশক্তির চালন চেষ্টা অবৈধ এবং অপকর্ষ সাধক ।

পূর্বোল্লিখিত যুক্তি সকলের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভক্তি বৈদিকতার এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অনুবর্তন পরিহারপূর্বক কামনাশূন্য হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক যে সকল স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক ক্রিয়া দেশে প্রচলিত রহিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠান যথাশক্তি করা আবশ্যক ।

ফলকথা, উহার মূল বৈদিক ক্রিয়াগুলিরই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । ঐগুলি কোন না কোনরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সার্বভৌমিক লক্ষণে লক্ষিত এবং আর্য্য মতবাদের ভিত্তিকল্প যে সর্বোচ্চ প্রতীতি তাহাতেই ঘনিষ্ঠ-রূপে সংসৃষ্ট । অতএব প্রচলিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলিকে এই প্রকরণের মধ্যে স্থান দেওয়া হইবে ।

সাধন—মুখ্যতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের বিষয় । মূলতন্ত্র সর্বশুদ্ধ চতুঃষষ্টি এবং সেই চতুঃষষ্টি তন্ত্রের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কোন তন্ত্রেরই সম্যক লোপ হয় নাই ; তবে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় এমনতর প্রচলিত তন্ত্রের সংখ্যা চতুর্বিংশতির অধিক হইবে, বোধ হয় না । তন্ত্রশাস্ত্রটী বঙ্গদেশেরই বিশেষ আদরের বস্তু । ইহাতে বঙ্গাক্ষরের রূপ নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহার পবিত্রতা প্রমাণিত হইয়াছে । ইহাতে অথর্কবেদভাগের অর্লিচাব ঘটকর্মরূপে

পরিণত, যোগশাস্ত্রের ইষ্ট এবং রাজ উভয়বিধ যোগ সমাক্ষ প্রকারে বিস্তৃত এবং সাধ্য ও বেনাস্ত উভয় দর্শন মীমাংসিত এবং পবিত্রভাবে মিলিত হওয়াতে তন্ত্রশাস্ত্র যে অতি কঠিন হইয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এই শাস্ত্র প্রকৃতরূপে শিক্ষিত এবং যথাযথ সমাচরিত হইলে শরীরের পটুতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং ইচ্ছাশক্তির তেজস্বিতা একরূপে সম্বৰ্দ্ধিত হয় যে, মনুষ্য হৃদয়ে পণ্ডিতাব সৰ্ব্বতোভাবে বিগত এবং বীর ও দিব্যতাবের অধিষ্ঠান হইয়া উঠে। এই জন্ত তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

শ্রুতি স্মৃতিবিধানেন পূজা কার্য্যা যুগত্রেয়ৈ ।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ ॥

উল্লিখিত শ্লোকটি হইতে কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী পূজার প্রাধান্ত বুঝিতে হয় মাত্র। ইহার দ্বারা স্মৃত্যুক্তাদি বিধানের নিষেধ বুঝায় না। তন্ত্রে পারিভাষিক শব্দের একান্ত বাহুল্য নিবন্ধন ইহা অত্যন্ত দুৰূহ, দুৰ্জ্ঞেয়, এবং গুরুপদেশসাপেক্ষ। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং প্রয়োগাদি প্রতি ব্যক্তিকে নিজ নিজ গুরুর স্থানে শিক্ষা করিতে হয়। ইহার সাধন প্রণালীও অতি গুহ্য—সাধারণতঃ প্রকাশ্য নয়। এজন্ত এই প্রকরণে তান্ত্রিক সাধন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা যাইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সংস্কার কৰ্ম—গৰ্ভসংস্কার ।

চিত্রং কৰ্ম্ম যথানৈকৈরঙ্গৈরুন্নীল্যাতে শনৈঃ ।

ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ শ্রাৎ সংস্কারৈবিধিপূৰ্ব্বকৈঃ ॥

একখানি ছবি যেমন চিত্রকরের তুলিকার পোনঃপুনিকম্পর্শে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমন্বিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া উঠে, তেমনি বিধিপূর্ব্বক সংস্কারকর্ম্মের ভূয়ঃ প্রয়োগে ব্রাহ্মণ্য গুণের পূর্ণ উন্মেষ হয়।

দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দর ! চিত্রকর তাহার মনোগত আদর্শটি প্রথমে হৃদ-ভাবে অঙ্কন করে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সেই চিত্রের উপর যেমন আপনার তুলিকার চালনা করিতে থাকে, অমনি তাহার হৃদয়গত আদর্শটি অল্পে অল্পে স্ফুট হইয়া উঠে। এই জন্তই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে ॥”

জন্মদ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কার দ্বারা [আৰ্য্যশাস্ত্রের আদর্শভূত] দ্বিজ হয়।

সংস্কার কার্য্য সামান্যতঃ দশবিধ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—যথা (১) গৰ্ভা-
ধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ষ্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্ন-
প্রাণন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্তন, (১০) বিবাহ। ইহার মধ্যে
প্রথম তিনটি শৈশবাবস্থার সংস্কার ; তৃতীয় দুইটি কিশোরাবস্থার সংস্কার এবং
চতুর্থ দুইটি যৌবনাবস্থার সংস্কার। অতএব প্রসিদ্ধ দশবিধ সংস্কারের মধ্যে
প্রৌঢ়াবস্থার এবং বৃদ্ধাবস্থার সংস্কারের কোন উল্লেখই নাই। বস্তুতঃ প্রৌঢ়া-
বস্থাতির আচরণীয় অপর আটত্রিশটি অনুষ্ঠান আছে। * সেগুলি যদিও কখন
কখন সংস্কার নামে উক্ত হইয়াছে বটে, তথাপি তাহারা যাগ কিম্বা পূজা অথবা
ব্রত নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। অতএব সেগুলির কোন কথা এস্থলে উত্থাপন
করা যাইবে না। এখানে সংস্কার বলিতে পুরোহিত্যিথিত দশবিধ অনুষ্ঠানই
বুঝা যাইবে।

ঐ দশবিধ অনুষ্ঠান এখনও এতদ্দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু রাজধানী
অঞ্চলে বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সংস্রবদোষে এবং রজোগুণের
আধিক্যে এবং ঐহিকতার আতিশয্যে ক্রমশঃ প্রথম চারিটির প্রচলন অনেক
নূন হইয়া গিয়াছে ; পঞ্চম এবং ষষ্ঠটি সম্মিলিত হইয়া দুইটিতে একটীর
হইয়াছে ; এবং সপ্তম, অষ্টম ও নবম মিশ্রিতপ্রায় হইয়া একোত্থমে সাধিত হই-
তেছে। দশমটী অক্ষুণ্ণপ্রায় রহিয়াছে। সংস্কার কার্য্যগুলি স্থলবিশেষে এইরূপে
বিকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও কোথাও লুপ্ত হয় নাই। আমাদের বিবে-
চনার সংস্কার কার্য্যগুলির লোপ হওয়া ভাল নয়। আৰ্য্যশাস্ত্রকে আৰ্য্যশরীরে
আৰ্য্যগুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া আর্য্যের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত দশবিধ সংস্কার শুদ্ধ ব্রাহ্মণের নয়,
দ্বিজাতীয়েরও নয়, শূদ্রদিগেরও, উপনয়ন ভিন্ন অপর নয়টিতে, সম্পূর্ণ অধিকার
আছে। শূদ্রকৃত্যে বৈদিক মন্ত্রগুলি পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণের দ্বারা পঠিত হইবে

* বেদব্রত ৪টি, গাক্ষপত্র ৫টি, পাক্ষযজ্ঞ ৭টি, হবিষজ্ঞ ৭টি, সোমযজ্ঞ ৭টি ; মোট ৩০টি।

গুণ ৮টি যথা—(১) দয়া, (২) ক্ষান্তি (৩) জননহুয়া, (৪) শৌচ, (৫) অনায়স, (৬)
স্বয়ংজ্ঞ, (৭) অকার্পণ্য, (৮) অপ্ৰহা।

মাত্র । সংস্কারকার্য্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই কয়েকটি পূর্বাভাস প্রদত্ত হইল ।
এক্ষণে তাহার একটি বিশেষ অন্তর্ধানের সংক্ষেপে বিবৃতি করা যাইবে ।

(১) গর্ভাধান—পূর্বে বলা হইয়াছে, সংস্কার কার্য্যের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্য গুণের
আধান । সেই উচ্চতম উদ্দেশ্য সাধনের অভিমুখে আৰ্য্যশাস্ত্র বেদমূল হইতে
অর্থাৎ গভীরতম জ্ঞানমূল হইতে, অবধারণ করিলেন যে, পিতৃ মাতৃ শরীরে
দোষ থাকিলে তাহা সন্তানে সংক্রামিত হয় । এই প্রকৃত তথ্যের অবধারণ
করিয়া গর্ভাধান এবং গর্ভগ্রহণযোগ্যতা এবং তদুপোষোগী কাল নির্ণয় পূর্বক
সন্তান জনন সময়েও পিতামাতার মন বাহাতে একান্ত পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরবশ
না হইয়া পবিত্র সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, আৰ্য্যশাস্ত্র তজ্জন্ম গর্ভাধান সংস্কা-
রের ব্যবস্থা করিয়াছেন । গর্ভাধানকালে পতি পত্নীকে কয়েকটি মন্ত্রার্থজ্ঞাপন
করিবেন, যথা—

[পরম ব্যাপক] বিষ্ণু গর্ভগ্রহণের স্থান দান করুন, [দেব শিল্পী] সৃষ্টি-
রূপের সন্নিশণ করুন, [অবার্থ সেক] প্রজাপতি সিঞ্চন করুন এবং [সৃষ্টি-
কর্তা] বিধাতা তোমার গর্ভের সংগঠন করুন । [চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্তার চন্দ্র-
কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী] মিনীবালী তোমার গর্ভাধান করুন, [প্রাণের অধি-
ষ্ঠাত্রী] সরস্বতী দেবী তোমার গর্ভাধান করুন, প্রসুটিত পদ্মমালাধারী
অশ্বিনীকুমার [ঐহাদের অধিষ্ঠানে সজ্জাত সন্তান সর্বদা দেবতাদিগের দ্বারা
অভূদিত, স্বভাবতঃ বিনীত, সত্ত্বগুণমুত, সম্পদাবিত্ত, স্ত্রীদিগের বিভূষণ স্বরূপ
এবং আত্মানন্দ বিশিষ্ট হয়] সেই দেবতাদ্বয় তোমার গর্ভাধান করুন ।” *

এইরূপ উন্নত, পবিত্র, আনন্দপূর্ণ, সর্বশুভলক্ষণোদ্দীপক ভাবসমূহ সহ-
কারে সমুৎপাদিত সন্তান যে, দিব্যভাবাপন্ন এবং সর্ব প্রকারে সুলক্ষণাক্রান্ত
হইয়া জন্মিবে, তাহা বেদ এবং বিজ্ঞান উভয়মতে অতি সম্ভবপর ।

ঐহারা মন্ত্র দুইটির মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং উচ্চতম কবিত্বের এবং
শাস্ত্রের পরম তথ্য, ‘সর্কে-সর্কাঅক্লা-প্রতীতি,’ এই সমস্তের একত্র সমাবেশ
দেখিয়া চমৎকৃত না হইবেন তাঁহাদিগকে কোন কথাই বলিবার নাই । ঐহারা
মন্ত্রের ভাবগ্রহণপূর্বক ভক্তি প্রণোদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে নির্বন্ধ সহকারে

বলি, তাঁহারা যেন কখনই আপনাদিগের বংশে গর্ভাধান সংস্কারটির লোপ হইতে না দেন। তাঁহাদিগের জন্ত একটি কথাও বলিয়া দেওয়া যায় যে, বর্তমান রাজব্যবস্থার দ্বারা সম্প্রতি দারোপগমের বন্মোনির্ধারণ হইলেও গর্ভাধান সংস্কার নির্বিশেষে পালনীয় হইতে পারে। কারণ রাজব্যবস্থা প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া স্থলবিশেষে গর্ভাধান সংস্কারের বিলম্ব করিয়া দিয়াছে মাত্র, সংস্কারের নিষেধ বা নিবারণ করে নাই। এমন স্থলে বিলম্ব নিবন্ধন অধিকারীর কোন প্রত্যাবায় হইতে পারে না। প্রত্যুত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দ্বিরাগমনের অপভ্রষ্ট “গোয়ানা” নামক যে প্রথা প্রচলিত আছে এবং দুই পুরুষ পূর্বে এই বঙ্গদেশেও যাহা প্রচলিত ছিল তদনুসারে চম্বিলে গর্ভাধান সংস্কারের কালটি সহজেই বিলম্বিত হয়। অতএব অধুনা যে “ধুলাপায়ে দিন” করিবার অনিষ্টকরী প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে, সেই আধুনিক রীতির নিবর্তন করিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। আমাদের অতি প্রাচীন এবং প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রে যাহা কথিত আছে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত আৎপর্য্য তাহার অন্তথা হইতে পারে না। স্মৃশত বলেন—

উন ষোড়শবর্ষীয়ামগ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিং

যদাধন্তেপুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থং ন বিপত্ততে।

জাতো বা ন চিরংজীবেৎ জীবেদ্বাহুর্কলেদ্রিয়ঃ

ভস্মাদত্যন্তবালান্নাং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥

পঁচিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ যদি ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করে, তবে সেই গর্ভ মাতৃ-উদরেই বিপন্ন হয়; অথবা যদি ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, তবে দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা হুর্কলেদ্রিয় হয়; এই জন্ত অত্যন্ত বাল্য-স্ত্রীতে গর্ভাধান করিবে না।

গর্ভাধানাদি সংস্কার কার্য্যে কুলের বৃদ্ধি হয়; সেইজন্য ওরূপ কার্য্যমাত্রেই পূর্ব-পুরুষের, অর্থাৎ ঐহাদিগের কুলবর্দ্ধন হইবে তাঁহাদের ‘সভক্তিক স্মরণ’ পুণ্যময় আর্ধ্যশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব-পুরুষের সভক্তিক স্মরণ শ্রাদ্ধকৃত্য দ্বারা সমাক্ষিপিত হয়। এই জন্ত সংস্কার কার্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ শ্রাদ্ধ। ঐ সকল শ্রাদ্ধে বৃদ্ধি স্থচিত হয় বলিয়া উহাদিগকে ‘বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ’ বলে; এবং

মঙ্গলের প্রবর্তক বা প্রধান পূৰ্বপুরুষদিগকে নান্দীমুখ বলা যায়, বলিয়া সংস্কার শ্রাদ্ধগুলিকেও ‘নান্দীমুখশ্রাদ্ধ’ বলে ।

গৰ্ভাবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারের নাম পুংসবন এবং তৃতীয় সংস্কারের নাম সীম-স্তোত্রয়ন । এই দুইটি সংস্কার গৰ্ভরক্ষার পক্ষে উপযোগী করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে । মানবীর গৰ্ভ বিনষ্ট হইবার দুইটি সময় অতি প্রবল । একটি গৰ্ভ গ্রহণের তিন হইতে চারি মাসের মধ্যে, অপর ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে । অতএব ঐ দুইটি সময়ে বিশেষ সাবধান হইয়াই গৰ্ভিণীর পালন করা আবশ্যক । শাস্ত্রে ঐ দুইটি সময়ে দুইটি সংস্কারের ব্যবস্থা আছে ।

(২) পুংসবন ।—তন্মধ্যে প্রথম সংস্কার পুংসবনটি গৰ্ভ গ্রহণের তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যে নির্বাহ করিতে হয় । পুংসবন শব্দের অর্থ পুত্র সন্তানের জনন । গৰ্ভাশয়স্থিত ক্রণ পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে, তাহা চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত নিশ্চয় হয় না—সামান্যতঃ চতুর্থ মাসের পূর্বে স্ত্রী পুং চিহ্ন জন্মে না । অতএব স্ত্রী পুং চিহ্ন প্রকাশ পাইবার পূর্বেই পুংসবন সংস্কার করিবার বিধি । সাধারণতঃ সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই কন্যার অপেক্ষা পুত্রের গৌরব অধিক করেন ; বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীগণ সমধিক পরিমাণে পুত্রাভিলাষিণী হইয়া থাকেন ; সুতরাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এবং মাস্তুলিক হোমাদি নির্বাহপূর্বক যখন পতি মন্ত্রপাঠপূর্বক গৰ্ভিণীকে বলেন—

“মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয় পুরুষ, অগ্নি এবং বায়ু ইহঁরাও পুরুষ, তোমার উদরে পুরুষেরই আবির্ভাব হইয়াছে”—সেই সময়ে গৰ্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে । সেই আনন্দে ঐ সময়ের আত্যন্তিক বমনাদি জনিত অবসাদ এবং ভীতি ও আলস্যাদি জনিত বিষণ্ণতাব অপগত হয়, এবং গৰ্ভপোষণের বল যেন পুনঃ সঞ্চারিত হইয়া উঠে । পুংসবনে দুইটি বটের ফল, মাসকলায় এবং যবের সহিত গৰ্ভিণীর নাসিকা স্পর্শ করাইয়া শুঁকাইবার ব্যবস্থা আছে । ঐ দ্রব্য গুলিতে গৰ্ভ রক্ষার শক্তি আছে কি না, বলিতে পারি না ; তবে সুশ্রুত গ্রন্থে ত্রোগ্রোধের বা বটের ‘ঘোনি-দোষনাশকতার’ উল্লেখ আছে ।

সীমস্তোত্রয়ন ।—গৰ্ভ রক্ষার উপযোগী দ্বিতীয় সংস্কার সীমস্তোত্রয়ন । ইহা গৰ্ভ গ্রহণের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সম্পাদ্য । ইহার মূল ক্রিয়াটি গৰ্ভিণীর

সীমন্ত বা সিঁতি তুলিয়া দেওয়া। সীমন্ত তুলিয়া দেওয়া হইলে গর্ভিণী স্ত্রী আর শৃঙ্গারবেশে ভূষিতা, কিম্বা স্নগন্ধাদি বাসিতা, অথবা পুষ্প মালাদিধারিণী এবং স্বামী সহবাসিনী হইবেন না।

সীমন্তোন্নয়ন কার্য্যটি পুংসবনের পর সন্তান প্রসব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট শুভক্ষণে করণীয় এবং পুংসবনের পর যত সত্বরে সম্পাদিত হয় ততই ভাল। * কিন্তু গর্ভের ছয় মাস হইতে আট মাসের মধ্যে ইহা সচরণচর নির্বাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে বৃদ্ধিশ্রদ্ধ এবং চরুপাকাদি নির্বাহিত করিয়া পতি এক বৃত্তস্থিত পক্ষ বজ্রদুশ্বর দুইটি এবং অপরাপর কয়েকটি মাসলিক দ্রব্য গর্ভিণীর গলদেশে পট্টমূত্র দ্বারা লঙ্ঘিত করতঃ প্রথমে যে মন্ত্রটি শুনাইয়া থাকেন তাহার অর্থ এই—

“তুমি এই উর্জ্জ্বল [উড়ুশ্বর] যক্ষ হইতে উর্জ্জ্বলফলসূক্তা হও। হে ঘনম্পতে ! যেমন পর্ণের পর পর্ণের উৎপত্তি হইয়া সমৃদ্ধি জন্মে তেমনি ইহাতে পুত্ররূপ পরম ঘন উৎপন্ন হউক।”

তাহার পর কুশগুচ্ছ (পিঞ্জলী) দ্বারা গর্ভিণীর সীমন্তভাগের কেশ উন্নীত করা হয়।

অনন্তর পতি শরকাষ্ঠিকার দ্বারা সীমন্তোন্নয়ন করত বলেন—“যে শর দ্বাবা প্রজাপতি [কশ্যপ (মত বা জলপানকারী)—নভোমণ্ডল]। দেবমাতা জদিতির [অথগু পৃথিবীর] সৌভাগ্য সম্পাদনার্থ [চক্রবাড় রেখাস্বরূপ] সীমন্তোন্নয়ন করিয়াছিলেন, সেই শরের দ্বারা আমি গর্ভিণীর সীমন্তোন্নয়ন করিয়া ইহার পুত্র পৌত্রাদিকে আধনাপন জরাবস্থা পর্য্যন্ত দীর্ঘজীবী করি-
তেছি।”

অনন্তর নলিকার দ্বারা সীমন্তোন্নয়ন করত পতি বলেন—“শোভনস্তুতি দ্বারা আমি স্তন্দরী পৌর্ণমাসীকে [গর্ভাধানে' সিনীবালী অর্থাৎ অমাবস্তার অন্তর্নিবিষ্ট চন্দ্রকলার আবাহন হইয়াছিল, এখন গর্ভ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে,

* কদাচিত্ প্রসবের পরেও যে সীমন্তোন্নয়নের আদেশ আছে তাহা মুখ্যতঃ সংস্কারটির দৃঢ়তা জ্ঞাপক। কারণ, 'তখন' তদ্বারা উহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি নাই। তবে সন্তানোৎপত্তির পরেও যে দাবোপগম বিলম্বিত হওয়া উচিত, সেই তথ্যটি স্মৃতিত হয় বলিয়া শাস্ত্রাদেশের যৌক্তিকতা স্পষ্টীকৃত হয়।

অতএব রাকা পৌর্ণমাসীর আহ্বান হইতেছে] আহ্বান করি—তিনি আমা-
দিগের শোভন বাক্য শুনিয়া অবধারণ করুন এবং অচ্ছিন্নমান সূচীকর্ম দ্বারা
পুত্র পৌত্রাদি জনন ব্যাপার অনুশ্রুত করুন এবং প্রভূত দাতৃশ্রেষ্ঠ এক পুত্র
প্রদান করুন ।”

“হে পৌর্ণমাসি ! তোমার যে শোভন বুদ্ধি যদ্বারা যজমানকে ঐশ্বর্যযুক্ত
কর, সেই বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে অল্প আমাদের সমীপাগত হও ; হে
সুভগে ! আমাদিগকে সহস্রপোষী সূত প্রদান কর ।”

পরিশেষে পতি সম্বৃত চক্র প্রদর্শন করিয়া গর্ভিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন =
“তুমি কি দেখিতেছ ? এবং তাহাকে বলাইবেন—আমি প্রজা দেখিতেছি,
গো মহিষাদি ধন দেখিতেছি এবং পতির দীর্ঘায়ুঃ দেখিতেছি ।”

কি ক্ষোভের বিষয় যে, এমন প্রীতি এবং আনন্দবর্দ্ধক এবং সুদূরদৃষ্টি
প্রদায়ক পবিত্র কার্যগুলি আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে । ভারত-
বর্ষ দীনাবস্থ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রীয় কার্যকলাপের বিলোপে ইহা যেমন
হীনাবস্থ হইতেছে, তেমন আর কিছুতেই নহে ।

গর্ভাবস্থার এই যে তিনটি সংস্কার উল্লিখিত হইল, কাহার কাহার মতে
সেইগুলি একবার মাত্র করিলেই হয় । কিন্তু কাহার কাহার মতে ঐ সংস্কার-
গুলি প্রতি গর্ভেই করণীয় । সংস্কারগুলি দ্বারা যে অত্যাচার ভাবপরম্পরা
পতি পত্নীর হৃদয় হইয়া যায় তাহা আর কখনই বিস্মৃত অথবা তুচ্ছীকৃত
হইতে পারে না, এই জন্য সংস্কারগুলি একবার নির্বাহিত হইলেই যাবজ্জীব-
নের নিমিত্ত নির্বাহিত হইল মনে করাও যাইতে পারে ।

বঙ্গদেশের অনেক ঘরে তিনটি গর্ভসংস্কারকেই একবারমাত্র করিয়া নিবৃত্ত
হওয়া হয় । কিন্তু বোম্বাই এবং মাদ্রাজ এবং উত্তর প্রসিমাঞ্চলে যে সকল
স্মার্তগ্রন্থ প্রচলিত, সে গুলিতে যেন প্রতিবারেই সংস্কারগুলি নির্বাহিত করি-
বাব বাবস্থা প্রবলতর বলিয়া বোধ হয় ।

“কেচিদগর্ভস্থ সংস্কারান্ প্রতিগর্ভং প্রযুঞ্জতে ।”

তৃতীয় অধ্যায় ।

সংস্কার কৰ্ম—শৈশবসংস্কার ।

নিতান্ত শৈশবাবস্থায় জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া কোন শক্তিরই উন্মেষ হয় না । সন্তোজাত সন্তান কিছু জানে না, কিছু চাহে না, কিছু করে না । এই জন্ত শিশুর সংস্কার পুরুষ সংস্কারের ত্রায় না হইয়া কিয়ৎপরিমাণে দ্রব্যসংস্কারের সদৃশ হইয়া থাকে—অর্থাৎ কতকটা তাহার শরীর শোধনে নিবদ্ধ এবং কতকটা তাহার প্রতি পিতা মাতা প্রভৃতির যত্নের উদ্ভাবনে এবং পরিচালনে পর্য্যবসিত । শৈশব-সংস্কার তিনটির উল্লিখিত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে ।

১। জাতকৰ্ম—শৈশবের প্রথম সংস্কারের নাম জাত কৰ্ম । ইহা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নির্বাহ করিতে হয় । কার্য্যটি এই :—পিতা প্রথমে যব এবং ত্রীহি চূর্ণ দ্বারা, অনন্তর স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট মধু এবং ঘৃত লইয়া সন্তোজাত সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করিবেন । ঐ সময়ের উচ্চার্য্য মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—

“এই অন্নই প্রজ্ঞা, ইনিই আয়ুঃ, ইনিই অমৃত—তোমার ঐ সকল লাভ হউক । মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন । পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন । সদসম্পতি [বৃহস্পতি] ইন্দের আশ্চর্য্যরূপ প্রিয়পাত্র এবং ইন্দের অতীষ্ঠার্থ সাধক এবং মেধার প্রদাতা ; তাঁহাকেও প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে মেধা দান করুন ।”

মন্ত্রের প্রথম ভাগে একটি বৈদিক বা গভীরতম বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকাশ । পৰ্য্যবর্ত্তিভাগ হইতে পিতা মাতা এবং গোষ্ঠীবর্গ সকলেই বুঝিতে পারেন যে ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে ধনাদির নিমিত্ত প্রার্থনা নাই, আর আয়ুর প্রার্থনা একবার মাত্র—কিন্তু মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধির জন্ত প্রার্থনা বারম্বার । অতএব ব্রাহ্মণ সন্তানের পালন যে ‘উদ্দেশ্যে’ হওয়া আবশ্যক তাহা এই প্রথম সংস্কার হইতেই সূচিত হইল ।

এই সংস্কারে সন্তানের জিহ্বাতে স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধু প্রদত্ত হইল এবং যব ও ত্রীহি চূর্ণ স্পৃষ্ট হইল । স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধুর অনেক গুণ—(১) স্বর্ণ বায়ু দোষের দমন করে, প্রস্রাব পরিষ্কার করে, এবং রক্তের উচ্চ গতি হইয়া থাকিলে সেই দোষের উপশম করে (২) ঘৃত শরীরে তাপের বৃদ্ধি করে, বল রক্ষা করে এবং শোচ পরিষ্কার করে (৩) মধু মুখে লালার সঞ্চারণ করে, পিত্তকোষের ক্রিয়া বর্দ্ধিত কবে, এবং কফ দোষের দমন করে—অর্থাৎ সংস্কারটির দ্বারা বায়ু দোষের

উপশান্তি, গলনালী ও উদর এবং অস্ত্ৰের সরসতা সম্পাদন, মলমূত্ৰের নিঃসারণ এবং কফের নূনতা সাধিত কৰিবার উপায় হয় । সন্তোজাত শিশুর সম্বন্ধে একৰূপ ঔষধ-কল্প দ্ৰব্যের প্ৰয়োগ কি জন্ত হয় তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে । প্ৰসবের যত্ননা নিবন্ধন সন্তোজাত শিশুর রক্তের উৰ্দ্ধগতি হইয়াছে ; তাহার শরীৰে কফের দোষ অধিক এবং তাহার অস্ত্ৰমধ্যে এক প্ৰকাৰ কৃষ্ণবৰ্ণ মল সঞ্চিত থাকে ; সেই মল (মিউকোনিয়ম) নিঃসৃত না হইলে অনেক প্ৰকাৰ পীড়া জন্মে । এই জন্ত ডাক্তার সাংহেবেরাও সন্তোজাত শিশুদিগের সম্বন্ধে মধুমিশ্ৰিত এৰণ্ড তৈলের ব্যবস্থা কৰিয়া থাকেন । স্বৰ্ণঘৃষ্ট-মধু ঘৃতমিশ্ৰিত, মধুমিশ্ৰিত এৰণ্ড তৈলের অপেক্ষা যে সমধিক দিক্‌দৰ্শী এবং সমধিক উপকাৰী তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই । দেশীয় ব্যবস্থায় বায়ু দমনের এবং উৰ্দ্ধগতাব নিবা-
রণের যে উপায়টী আছে, সাহেবী ব্যবস্থায় সেটী নাই । ফলতঃ স্বৰ্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধু শিশুদিগের জিহ্বাতে প্ৰদান কৰিবার অতি বিশদ লৌকিক যুক্তিই দেখা যায় । কিন্তু যবত্ৰীহিদ্ধারা জিহ্বাম্পৃষ্ট কৰিবার তেমন কোন যুক্তি বুঝিতে পারি নাই । কিন্তু না পারিলেও এমন স্থলে শাস্ত্ৰের চরণে সভক্তিক প্ৰণিপাত পূৰ্ব্বক তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন কৰাই বিধেয় বলিয়া মনে কৰি । এই সংস্কারের দ্বারা উপপাতকের অৰ্থাৎ পিতৃ-মাতৃ-শরীৰজ কতক দোষের নাশ হয় বলিয়া শাস্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে ।

জাতকৰ্ম সম্বন্ধে শাস্ত্ৰাদেশ বুঝিবার একটু বিশেষ গোলযোগ ঘটয়া আছে । শাস্ত্ৰ বলিলেন যে, জাতমাত্ৰ সন্তানের জাতকৰ্ম কৰিবে—অৰ্থাৎ তাহার জিহ্বাতে উল্লিখিত দ্ৰব্য সকল দিবে ; তাহার নাড়ীছেদের পূৰ্বেই ঐ কাৰ্য্য কৰিবে । কিন্তু জাত-কৰ্মটী একটী সংস্কার স্তত্ৰাং নান্দী-মুখ বা বুদ্ধিশ্রাঙ্গ উহার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত । সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যদি পিতাকে ঐ সংস্কারঙ্গ শ্রাঙ্গ সমাপন কৰিতে হয়, তবে নাড়ীছেদের অনেক বিলম্ব হইয়া যায় এবং ছেলেটী সেই বিলম্ব হেতু মারা পড়িতেও পারে । পরন্তু স্নানকালের ব্যবস্থা যে নাড়ীছেদের পরেই জাতকৰ্ম কৰা । সে ব্যবস্থাও সমীচীন বোধ হয় না ; কাৰণ নাড়ীছেদ হইলেই ক্ষতশোচ হয় এবং সেই অশোচাবস্থায় কোন সংস্কারকাৰ্য্যই চলিতে পারে না । এই সকল কচকচির জন্ত কোন শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিত অশোচান্তে জাতকৰ্মের ব্যবস্থা কৰিয়া গিয়াছেন যথা, দায়ভাগ টীকা—

জাতঃ প্রাণবিয়োগাপত্য। জাতেষ্টা অশৌচান্তেকর্তব্যতা।

জাত সন্তানের প্রাণবিয়োগরূপ আপত্তি (ভয়) নিবন্ধন অশৌচান্তে জাতেষ্ট কার্যের কর্তব্যতা।

কিন্তু সংস্কারটিকে ওরূপ অসময়ে অর্থাৎ দশ দিনের পর টানিয়া আনিলে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে একেবারেই অসিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। এই জন্ত এক্ষণে কোন কোন বহুদর্শী বিবেচক পণ্ডিত যে কার্য্য প্রণালীর অনুসরণ করেন তাহাই সমীচীন বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণীয় হওয়া উচিত। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

“অঙ্গস্তেপি চ কালস্ত ন ত্যাগোহস্তাঙ্গবৎ কুতঃ

অনুপাদেয়রূপত্বাকালে কৰ্ম বিধীয়তে।”

যে স্থলে কাল শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অঙ্গ, তথায় উহার অনুপাদেয়তা নিবন্ধন অপর সকল অঙ্গের গায় উহার ত্যাগ হইতে পারে না, যথাকালেই ক্রিয়ার নির্বাহ হওয়া আবশ্যক।

অতএব পূর্ব হইতেই স্বর্ণ, ঘৃত, মধু, এবং কষ্টিপাথর ঠিক করিয়া রাখিয়া প্রসবের পরক্ষণেই কিছু মাত্র কালাতায় না করিয়া নাড়ীচ্ছেদের পূর্বেই জাত সন্তানের জিহ্বায় স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত-মধু প্রদানপূর্বক পূর্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। অঙ্গহানির ভয়ে মুখ্য কৰ্ম্মের অপলাপ করিতে নাই।

(২) নামকরণ—শৈশবের দ্বিতীয় সংস্কারের নাম, নামকরণ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ রাত্রি গত হইলে তাহার নাম রাখিতে হয়। দশ রাত্রি বাদ দিবার কারণ অতি সূক্ষ্ম। আঁতুড়ে যত ছেলে মরে তাহার প্রায় বার আনা ভাগ প্রথম দশ রাত্রির মধ্যেই মারা যায়। এই জন্তই, বোধ হয়, প্রথম দশ রাত্রির মধ্যে নামকরণ ত্যাগ করা হইয়াছে। কোন বস্তুর নামকরণ হইলেই তৎসম্বন্ধে মনের এক প্রকার দৃঢ়তা জন্মিয়া যায়। যদি সন্তোজাত শিশু অকালে চলিয়া যায় তবে তাহার বিষয়ে চিন্তা করিবার এবং শোক করিবার পক্ষে ঐ নামটাই একটা অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব প্রথম দশ রাত্রির মধ্যে শিশুর নাম রাখিবার ব্যবস্থা নাই। প্রত্যুত দশ রাত্রি অথবা শত রাত্রি কিম্বা বৎসরপূর্ণ হইলে পর, নাম রাখিবার ব্যবস্থা আছে : এখন অনুপ্রাণন সংস্কারের সহিত যে নাম রাখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে

তাহা অশাস্ত্রীয় নয় । প্রত্যুত দেশে শৈশব মৃত্যুর সংখ্যা যে প্রকার অতি ভীষণরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে ঐ গোপকল্পের অবলম্বনই এই হুঃসময়ের উপযোগী হইয়াছে বলিতে হয় । অতএব দম্পতীর পর নামকরণ না হইয়া অনুরোধের সময়ে হইলেও কোন বিশেষ দোষ নাই ।

নামকরণ সংস্কারে শিশুর জন্মগ্রহের এবং নক্ষত্র-প্রভৃতির এবং অস্ত্রাণ্ট দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিয়া এবং বুদ্ধি শ্রাদ্ধাদি নির্বাহ করিয়া পিতা যেক্রমে উহার নাম বলিয়া দিবেন তাহা নিম্নবর্তী মন্ত্যর্থ দৃষ্টে বোধ হইবে । মাতা শিশুকে কোড়ে লইয়া পূর্বমুখ হইয়া পিতার বামভাগে আসীন হইবেন এবং পিতা সন্তানকে বলিবেন—

“কে তুমি ?—কোন জাতীয় তুমি—এই যে তুমি, তুমি অমৃত অর্থাৎ অবিনাশ । হে অমুক ! তুমি সূর্য্য সপ্তর্ষীর মাসে প্রবেশ কর । হে অমুক ! সূর্য্য তোমাকে দিন হইতে দিনে সমর্পণ করান, দিন রাত্তিতে সমর্পণ করান । অহোরাত্র অর্দ্ধ মাসে সমর্পণ করান ! এবং অর্দ্ধমাস পূর্ণ মাসে প্রবেশ করান ! এবং মাস ঋতুতে প্রবেশ করান ! আর ঋতু সম্বৎসরে, আর সম্বৎসর জরাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূর্ণ আয়ুতে [অর্থাৎ শতবর্ষে] প্রবেশ করান !”

এই মন্ত্রে জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রখ্যাপিত হইয়া, সন্তানের পালনে যে কেমন সাবধানতা সহকারে দিন দিন গণনা করিয়া চলিতে হয় তাহা কেমন সুন্দররূপে প্রকাশিত হইল ! ইহাতে পিতা মাতার মনে সন্তান পালন সম্বন্ধে অবশ্যই শুভফল ফলিবে সন্দেহ নাই । কিন্তু শিশুর নিজের পক্ষে কি হইল ? একথার উত্তরে শাস্ত্র বলেন যে, তাহার জাতিভ্রংশকর দোষের অর্থাৎ যে দোষের জন্ত জাতি বৃদ্ধিতে না পারা যায় সেই দোষের, অপনোদন হইল । কারণ, বিভিন্ন জাতীয় সন্তানের বিভিন্নরূপ নামকরণের ব্যবস্থা আছে—যথা (১) ব্রাহ্মণের পক্ষে ‘দেবশর্মা’ (২) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ‘ত্রাতৃবর্মা’ বৈশ্যের পক্ষে ‘ভূতিগুপ্ত দত্ত’ এবং শূদ্রের পক্ষে ‘দাস’ ।

(৩) অনুরোধ—শৈশবাবস্থার তৃতীয় সংস্কারের নাম অনুরোধ । পুত্র সন্তানের পক্ষে এই সংস্কার ছয় বা আট মাসে করণীয় । কন্যা সন্তানের পক্ষে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে কর্তব্য । অনুরোধের জন্ত বিশেষ লক্ষণে লক্ষিত শুভ দিন নির্ধারণ করিতে হয় । অনন্তর বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পিতা সন্তানকে

কোড়ে করিয়া বসিবেন, মাতা তাঁহার ঝামভাগে উপবিষ্টা হইবেন এবং পিতা মনোচ্চারণ পূর্বক হোম করিয়া সন্তানের মুখে অন্নদান করিবেন। মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—“অন্নই এক আচ্ছাদক অর্থাৎ রক্ষক। অন্নই সকল জীকে রক্ষা করে। অন্নবিশিষ্ট অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্যক্তিরাই শ্রী; তন্মধ্যে প্রধান বিরোচন (সূর্য্য) অন্নদ্বারা আধিপত্য প্রদান করুন। সর্ব্ব অন্নরসের প্রধান স্বত এবং তিনিই তেজঃ এবং সম্পৎ, তৎকামনায় হোম করিতেছি। অন্নপতি (সূর্য্য) আরোগ্য-কর এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর অন্নবল প্রদান করুন এবং অন্নপ্রদাতার তারণ করুন। আমাদের চতুষ্পদাবস্থায় (যুগ্মকভাবে) এবং দ্বিপদাবস্থায় (অযুগ্মকভাবে) মঙ্গল প্রদান করুন।” তাহার পরে পিতা স্বর্ণঘৃষ্ট স্বত মধু লইয়া সন্তানের জিহ্বা সংলগ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে মাতৃকোড়ে অর্পণ করিবেন।

শাস্ত্র বলেন যে, অন্নপ্রাশন সংস্কারের দ্বারা শিশুর সঙ্করীকরণ দোষের খণ্ডন হয়। সঙ্করীকরণ দোষের লক্ষণ খাড়াখাড়া বিচার রাহিত্য। অন্নপ্রাশন সংস্কারে মনুষ্য শিশুর খাড়াব্রব্য নির্দিষ্ট হয়।

এখন অন্নপ্রাশন সংস্কারটী লুপ্ত হয় নাই। প্রভূত উহাতে অনেকানেক নূতন নূতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজিত হইয়াছে। এখন একটা কথা উঠিয়াছে যে, সন্তানের অন্ন ভোজন পিতা মাতাকে চক্ষে দেখিতে নাই। মাতুলকেই অন্ন খাওয়াইয়া দিতে হয়, তদভাবে অপর লোককে। এরূপ হওয়ায় বিশেষ কোন দোষ হয় না। কারণ অন্নপ্রাশন কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারাও চলিতে পারে। স্মতরাং মাতুলই যেন পিতার প্রতিনিধি হইয়াই কার্য্য করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এমন কি, বিহার প্রদেশেও মাতুলের দ্বারা অন্নপ্রাশনের রীতি নাই। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বঙ্গভূমিতে গোষ্ঠীপতি ব্রাহ্মণেরা দোহিত্র সন্তানদিগের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করত ক্রমশঃ এই প্রথার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

নিষ্ক্রমণ—যে তিনটি শৈশব সংস্কারের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইল, তন্মধ্যে আর একটা সংস্কার আছে। তাহাকে নিষ্ক্রমণ বলে। উহা জন্ম দিন হইতে তৃতীয়, গুরুপক্ষের তৃতীয়াতে করণীয়। প্রথম বারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সহকারে এই সংস্কার কার্য্য নির্বাহ করিতে হয়, তাহার পর সন্তানের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি গুরু-তৃতীয়াতেই করিতে হয়। সংস্কারের

মন্ত্রার্থ এই :—“হে চন্দ্র ! তোমার শোভনালোকে আলোকিত এবং সন্তানের আনন্দজনক অন্তর্মধ্যে আত্মার স্থান মিহিত আছে । সেই ব্রহ্মকে আমি জানি এবং মানি । আমি যেন পুত্র সম্বন্ধীয় কোন অঘ প্রাপ্ত না হই । যাহা পৃথিবীর অমৃত এবং ছালোকে চন্দ্রের মধ্যে আশ্রিত, আমি তাহা জানি । আমি যেন পুত্র সম্বন্ধীয় কোন বাসন প্রাপ্ত না হই । চন্দ্রের মধ্যে যে, কৃষ্ণবর্ণ লাঞ্জন (শোককালিন) তাহা পৃথিবী হৃদয়েও আছে তাহা আমি জানি এবং দেখিতেছি । পুত্র সম্বন্ধীয় শোক জন্ম যেন আমাকে রোদন করিতে না হয় ।”

মন্ত্রগুলিতে আত্মার বিভূষ, পুত্রের নিমিত্ত পিতার আন্তরিক ব্যাকুলতা এবং শোকের মলিনতা যে ভূলোক এবং ছালোক—সর্বলোক ব্যাপক এই বিশ্বাস, অতি সুন্দররূপে প্রখ্যাপিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা আপনার জন্মই প্রার্থনা জানাইতেছেন । এইজন্ম এই কার্য্যটি অত্যাশ্চর্য সংস্কারের ছায় গোরবান্বিত নহে । নিজ্জন্ম ব্যাপারটিকে পৌষ্টিক বা পুষ্টিসাধক সংস্কার বলে এবং এইটী মুখ্য সংস্কারের মধ্যে গণ্য হয় না ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

সংস্কার কর্ম—কৈশোর সংস্কার ।

যে দুইটি সংস্কারকে কৈশোর বলা হইয়াছে তাহার একটি বাল্যে এবং অপরটি কিশোরাবস্থায় নির্বাহ করিতে হয় । কিন্তু এক্ষণে ঐ দুইটিকেই একোত্তমে কৈশোর কালে নির্বাহিত করা হইয়া থাকে ।

১ । চূড়াকরণ—উল্লিখিত দুইটি সংস্কারের মধ্যে প্রথমটির নাম চূড়াকরণ । এই সংস্কারের মুখ্যকাল শিশুর তৃতীয় বৎসর । কিন্তু এক বৎসর, কি পাঁচ বৎসর প্রভৃতি অপরাপর অযুগ্ম বৎসরেও চূড়াকরণ করা যাইতে পারে । চূড়াকরণের প্রধান কার্য্য কেশ মুণ্ডন । গর্ভাবস্থায় যে কেশ জন্মে তাহা নিঃশেষে ফেলিয়া দিয়া চূড়াকরণের দ্বারা শিশুকে শিক্ষা এবং সংস্কারের পাত্রীভূত করা হয় । এই জন্ম বলা যায় যে, চূড়াকরণের দ্বারা অপাত্রী-করণ দোষের অপনয়ন হয় ।

নান্দীমুখ শ্রদ্ধা এবং হোমাদি নির্বাহ করিয়া সূর্য্যের ধ্যান করত পুরোহিত নাপিতের প্রতি দৃষ্টি করিবেন এবং যে মন্ত্রের উচ্চারণ করিবেন তাহার

তাৎপর্য্য এই :—“যে স্থিতি বা কুরের দ্বারা পুবা (স্থ্যা) বৃহস্পতির কেশ মুণ্ডন [রশ্মিজাল সংযত] করিয়াছিলেন, যে স্থিতি দ্বারা বায়ু ইন্দ্রের [মেঘ বাহনের] কেশমুণ্ডন [মেঘের দূরীকরণ] করিয়াছিলেন, ব্রহ্মরূপী সেই স্থিতি দ্বারা তোমার কেশ মুণ্ডন করিতেছি—তোমার আয়ুঃ, বল এবং তেজঃ বর্দ্ধিত হউক । যমদগ্নির [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরী অথবা মধ্য ঋণোল্লিখিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অন্ত] তুমি প্রাপ্ত হও । কশ্যপের [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরী, অথবা উত্তর ঋণোল্লিখিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অন্ত] তোমার প্রাপ্তি হউক । অগস্ত্যের [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরী অথবা দক্ষিণ ঋণোল্লিখিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অন্ত] তোমার প্রাপ্তি হউক । দেবতা-দিগের [ছাতিমান নক্ষত্র সাধারণের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অন্ত] তোমার প্রাপ্তি হউক ।”

স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, সংস্কারটী শৈশব কালের বলিয়া ইহাতে দ্রব্য সংস্কারের লক্ষণ যেমন স্পষ্ট, পুরুষ-সংস্কারের লক্ষণ তেমন পরিষ্কৃত নয় । কিন্তু তাহা হইলেও শিশুরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটী যে বৃহদব্রহ্মাণ্ডের অমুরূপ তাহার স্পষ্ট সূচনাই এই মন্ত্র মধ্যে নিহিত হইয়াছে ।

২ । উপনয়ন—এইটাই প্রকৃত প্রস্তাবে কৈশোর সংস্কার । এই সংস্কারের দ্বারা দ্বিজাতীয় বালক জ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষাচার্য্যের লম্বীপে নীত হয়েন । শাস্ত্রের বিধি এই যে, ব্রাহ্মণকুমার পঞ্চমবর্ষ বয়স হইতে ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এই সংস্কারের অধিকারী থাকেন । ক্ষত্রিয় বর্ষ হইতে দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্য অষ্টমবর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত । শূদ্রের এই সংস্কারটিতে অধিকার নাই ।

উপনয়ন সংস্কারে যথাবিধি শ্রাদ্ধ এবং হোমকার্য্য নির্বাহিত হইয়া অনেক কানেক অমুষ্ঠান অমুষ্ঠিত এবং অনেকানেক মন্ত্রের উচ্চারণ হয় । একে একে স্মৃত্যতঃ সেই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য এবং অমুষ্ঠানগুলির প্রকৃতি নির্দিষ্ট হইবে ।

একটী মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হয়—“আমি [দ্বিজাতীয় বালক] উপনয়নরূপ ব্রতের আচরণ করিব ; তাহা তোমাকে [অগ্নিকে নিবেদন করিতেছি, * * *] ব্রতের দ্বারা অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিব । আমি অন্ত বচন হইতে

পৃথক হইব এবং সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইব, আমার যথেষ্টাচারিতা অপগত হইবে এবং নিয়তাচারিতা জন্মিবে ।” বারু দেবতাকে, সূর্য্য দেবতাকে, চন্দ্র দেবতাকে, এবং ইন্দ্র দেবতাকেও অধিকল ঐ কথাগুলি বলা হওয়াতে কথা-গুলির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়া ওগুলির তাৎপর্য্য হৃদয়ত হইয়া যায় । উপ-নয়ন সংস্কারের উদ্দেশ্য সত্য জ্ঞান এবং সদাচারলাভ, অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের সারাংশের বস্তুর প্রাপ্তি । আর্ক্যশাস্ত্র তাহার যেকোন পথ দেখাইয়াছেন, তাহাতে সমস্ত শিক্ষাকার্য্যের প্রণালী অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথমে আচার্য্য শিষ্যের প্রতি (সূর্য্য জ্ঞানে) দৃষ্টি করতঃ বলেন, “হে পঞ্চদেব ! তোমরা এই সুন্দর মানবকে (ক্ষুদ্র মনুষ্যটিকে) আমার সহিত মিলাইয়া দাও । আমরা যেন উভয়ে উভয়ের সহিত বিনা বিচ্ছেদে সম্মিলিত হইতে পারি ।” গুরু শিষ্যের পরস্পর সম্যক সম্মিলনই যে শিক্ষাকার্য্যের প্রথম এবং প্রধান অনুষ্ঠান তাহা বলা বাহুল্যমাত্র । তাহার পর মানবক আচার্য্যকে বলেন— “আমি ব্রহ্মচারী (অর্থাৎ মৈথুননিবৃত্তিশীল) হইয়া আছি, অতএব আমাকে উপনীত করুন, আপনার সমীপে লউন ।” মৈথুন নিবৃত্তি যে শিক্ষা গ্রহণ সময়ের অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত । তখন আচার্য্য মানবকের নামাদি (এবং জন্ম গোত্রাদি) জিজ্ঞাসা করেন ।

পরে মানবক আপনার নামাদি (অর্থাৎ নিজ নাম পিতৃ নাম পিতামহের নাম, এবং গোত্রাদি) বলিলে আচার্য্য মানবককে সমীপস্থ করিয়া (আহূত অগ্নি এবং আপনার মধ্যভাগে অবস্থিত করিয়া) উভয়েই স্ব স্ব হস্তে [তৃপ্তি-সূচক] উদকাঞ্জলি গ্রহণ করেন এবং আচার্য্য তাঁহার শিষ্যটিকে আপনার সহিত মিলাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া উভয়ে উদকাঞ্জলি [একই স্থানে] ত্যাগ করেন । তাহাতে জলের সহিত যেমন জল মিশে শিষ্যও যেন সেইরূপে গুরুর সহিত মিশেন—এই অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হয় । পরে আচার্য্য নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করেন । শিষ্য মনে করেন [অর্থাৎ মনে করিতে শিক্ষিত হইলেন] যে, তিনি [জগৎ প্রসবিতা] সূর্য্য, [স্বাস্থ্য সাধনকারী] অশ্বিনী কুমার এবং [পোষণকারী] পূষণ দেবতা ইহা-দিগের হস্ত দ্বারাই ধৃত হইয়াছেন । আচার্য্যই তাহা হইলে বে, তাঁহার পক্ষে জনস্বিতা, স্বাস্থ্যবিধায়ক এবং পোষণকারী স্বরূপ হইয়াছেন, এই বোধটী

জন্মিবে। অনন্তর আচার্য্য বলেন—“অগ্নি, সবিতা এবং অর্য্যমা [পিতৃদেব] ইহারা পূর্বেই তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্নি দেবই তোমার আচার্য্য; আমার তুমি অতি প্রিয়কারী মিত্র। এক্ষণে তুমি সূর্য্যের আবর্তনের অমুরূপ করিয়া আমাকে পরিবর্তন করত অবস্থিতি কর।” শিষ্য আচার্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে আচার্য্য তাহার নাভি (জীবমন্ডলস্থান) স্পর্শ করিয়া বলিবেন—“হে নাভে! তুমি বিস্মষ্ট হইও না, স্থির থাক। হে অন্তর! এই ব্রহ্মচারীটিকে তোমাকে অর্পণ করিলাম। (নাভির উর্দ্ধভাগ স্পর্শ পূর্ব্বক) হে অভূরি! (বায়ু), (বাম ভাগ স্পর্শ করিয়া) হে সূর্য্য! (বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া) হে অগ্নে! (দক্ষিণ অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক) হে প্রজাপতে!—এইরূপে প্রত্যেককে বলেন, এইটী আমার, তোমাকে দিলাম, এটী যেন জরা মরণাদি কোন দোষ প্রাপ্ত না হয়।” তাহার পরে আচার্য্য বলেন—“তুমি ব্রহ্মচারী হইয়াছ, সমিধ আহরণ করিবে, মন্ত্র সহকারে জলপান করিবে। [ঋক্বেদীয়দিগের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি আচার ঘটিত কথা আছে, যথা মৃত্তিকা শৌচ করিবে ইত্যাদি, কয়েকটি নিত্যকর্ম্মের আদেশ, যথা গুরু শুক্রা করিবে, দিবাতে নিদ্রা যাইবে না ইত্যাদি] ব্রহ্মচারী ঐ সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার করিবেন।

অনন্তর ব্রহ্মচারী প্রকৃত ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিবে। অঙ্গের বলম্বাদি অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্তক মেথলাধারণ, যজ্ঞোপবীত ধারণ, অজিন ধারণ এবং গায়ত্রী পাঠ গ্রহণ করিবে। গায়ত্রী পাঠ গ্রহণের রীতি এই—প্রথমে ব্যাহতিত্রয় ছাড়িয়া ত্রিপাদ গায়ত্রীর এক পাদ পড়িবে, তাহার পর দ্বিতীয় পাদের সহিত প্রথম পাদ, অনন্তর প্রথম দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয় পাদ পড়িয়া শেষে ব্যাহতি তিনটি সংযুক্ত করিয়া পাঠ করিবে। বালকদিগকে শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করাইবার এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। গায়ত্রী পাঠের পর ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিবেন, ভিক্ষোপার্জিত দ্রব্য সমুদায় গুরুকে নিবেদন করিবেন এবং তদনন্তর গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন। পূর্ব্বকালে এই প্রণালীক্রমে বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে বাসু এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন হইত। এখন নগরাদিতে ইংরাজী শিক্ষার বাহুল্য হইয়া ছাত্রবর্গের পক্ষে গুরুগৃহে বাস উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু যে যে পল্লীগ్రামে টোলার

অধ্যাপনা প্রচলৎ আছে, সেই সেই স্থানে গুরু শিষ্যের পরস্পর সন্মিলন নষ্ট হয় নাই । তথায় যথেষ্ট গুরুভক্তি এবং শিষ্যাহুরাগ এখনও বিद्यমান আছে । ইংরাজী স্কুল কলেজেই ঐ সকল গুণ একান্ত দুপ্রাপ্য হইয়াছে ।

উল্লিখিত সংস্কার কার্যগুলির অভ্যন্তরে কত অশেষ তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় । (১) গুরু এবং শিষ্য উভয়েই উদকাঞ্জলী গ্রহণ করিলেন এবং পরস্পর সন্মিলিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা সহকারে উদকাঞ্জলিদ্বয় নিক্ষেপ করিলেন । জলে জল যেমন মিশে গুরু-শিষ্যের সন্মিলন তেমনি ঘনিষ্ঠ করিবার উপদেশ সূচিত হইল । (২) গুরু শিষ্যের হস্তধারণ করিয়া যে ভাবটী শিষ্যের মনে প্রকটিত করিলেন, তাহাতে তিনিই যেন শিষ্যের পিতৃত্ব, স্বাস্থ্যবিধায়কত্ব এবং পোষ্ট্বে আপনাতে গ্রহণ করিলেন । (৩) কিন্তু গুরু আপনাতে ঐ সকল অধিকার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অভিমানী হইলেন না ; শিষ্যের প্রকৃত গুরু যে অগ্নিদেব তাহা স্পষ্টীভিধানে বলিলেন এবং শিষ্যকে আপনার ‘প্রিয়কারী মিত্র’ বলিয়াই জানিলেন । গুরুর হৃদয় শিষ্যের প্রতি যেরূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ (ক) সন্মিলন প্রবণ (খ) পিতৃহুরূপ এবং (গ) নিরভিমান মিত্রভাবাপন্ন তাহা সংস্কারের প্রথম ভাগে প্রকটিত হইল । তাহার পর শিষ্যের কর্তব্য যে গুরুকে আবর্তন করিয়াই অবস্থিতি করা তাহা তৎকর্তৃক সূর্য্যের আবর্তনানুকরণ দ্বারা প্রকাশিত হইল । আরও প্রকাশিত হইল যে, শিষ্যটী যেমন সূর্য্যস্থানীয় [সূর্য্যের একটী নামই ‘বেদোদয়’] তেমনি গুরু ও সূর্য্যের আবর্তনীয় বিশ্বমূর্ত্তি স্বয়ং । সেই বিশ্বরূপ গুরু শিষ্যশরীরে, বিশ্বস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া (ক) নাভিদেশে যমকে (খ) নাভির উর্দ্ধ-ভাগে বায়ুকে (গ) বামভাগে হৃৎপিণ্ডস্থানে সূর্য্যকে (ঘ) মধ্যভাগে ফুসফুস প্রদেশে অগ্নিকে এবং (ঙ) দক্ষিণভাগে প্রজাপতিকে স্থাপন করিলেন—অর্থাৎ শিষ্যের দেহই সমস্ত ব্রহ্মদেহ হইল ; তাহা হইলেই সংস্কার পূর্ণ হইয়া গেল । এখন মানবক ব্রহ্মচারী হইলেন এবং শাস্ত্রাদিষ্ট ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ এবং ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ।

বেদের মধ্যে কতকগুলি ঔপনিষদ বাক্যকে মহাবাক্য বলে ; যথা, সর্ব্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি ; কিন্তু ঐ গুলির অপেক্ষাও মহত্তর এবং সূক্ষ্মতর তথ্যব্যঞ্জক একটী বাক্য আছে—“সর্ব্বং সর্ক্সাত্মকং” । সেই মহা-

বাক্যই সর্বোচ্চ উপনয়ন সংস্কারের ভিত্তি। ইহা দ্বিজাতীয় ক্ষুদ্র শিশুটিকে বিশ্বরূপত্বপ্রাপ্ত করে, তাহাকে আপনাতে সেই বিশ্বরূপের ধ্যান এবং ধারণা মিশাইয়া তাহা হইতেই সমস্ত তপস্তা প্রণালীর আবিষ্কার করে এবং সৌহৃৎ জ্ঞানের সম্যক অনুভূতি দ্বারা অভিমানের লোপ এবং জীবের মুক্তি সাধনের পথ দেখাইয়া দেয়।

৩। সমাবর্তন। এখন গুরুকুলে বাস নাই। গুরুর নিকট শাস্ত্রশিক্ষার পূর্বস্ৱীতি নাই। সেই রীতিক্রমে কয়েক বৎসর শাস্ত্র শিক্ষা হইলে গুরুগৃহ হইতে নিজগৃহে আসিবার পূর্বে গৃহস্থধর্মের পালনোপযোগী গুণাবলীর স্বরূপ যে সমাবর্তন নামক সংস্কার নির্বাহ করিতে হইত তাহা এখন ঐ উপনয়নের দিনেই নির্বাহিত হইয়া থাকে। উহার প্রণালী এই—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং অগ্নিস্থাপন ও হোম করিয়া (১) অগ্নিকে বলা হয়—হে অগ্নে! উপনয়নের সময় আমি তোমার আনুকূল্যে যে ক্রতাচরণ করিব, বলিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়া আমি অধ্যয়ন লক্ষণরূপ সমৃদ্ধি এবং সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছি। বায়ু-দেবতা প্রজাপতি দেবতা প্রভৃতিকেও ঐরূপ বলা হয়। (২) আচার্য্য সমীপে স্নগন্ধি জলের অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বলা হয়—জলে অনুপ্রবিষ্ট গোহ উপগোহ, মরুৎ, মনোহা, খল, বিরুজ, তনুদূষি [এই কুলদূষণ বা শরীরদূষণ *] দোষ সকল আমি ত্যাগ করিলাম, জল আমার স্নানযোগ্য হইল। (৩) জলের যে ঘোর ক্রর অশাস্ত দোষ †—তাহাও ত্যাগ করিলাম। (৪) উহাতে যে রুচিকর এবং দীপ্তিকর অগ্নি ‡ তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং

* গোহ উপগোহাদি আট প্রকার অগ্নিগদবাচ্য জলের দোষ আয়ুর্বেদোক্ত নিম্নোক্ত আটটি দোষের আধ্যাত্মিক রূপ হইলেও হইতে পারে—

কীটমূত্রপূরীষাস্ত শবকোথ প্রদূষিতঃ।

তৃণপর্ণেৎকরমূতঃ কলুষঃ বিষসংযুতঃ ॥

† ঘোর, ক্রুর এবং অশাস্তদোষের তাৎপর্য্য গুরুত্ব কফজনকতা এবং ব্যাধিগতির নামক আয়ুর্বেদোক্ত দোষের আধ্যাত্মিক রূপ হইলেও হইতে পারে।

‡ আয়ুর্বেদ মতে উৎকৃষ্ট জলের লক্ষণ এই—

নির্গন্ধমব্যক্তরসং তৃকায়ঃ শুচি শীতলং।

স্বচ্ছং লঘুচ ক্ষদ্যক্ তোরঃ গুণবহুচ্যতে ॥

বেদবিদ্যাশিক্ষার অন্তিম সত্যত্ব সাংগ্ৰহী মহাশয়ের নিকট গোহাদি শব্দের অর্থ

তদ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিলাম । তাহাতে যশঃ, ভৈরবঃ, ব্রহ্মবর্চস্, বল, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, দাঁড়া, অন্নাদি, ধন-সমৃদ্ধি, কান্তি এবং সম্মান লাভ হইবে । (৫) হে অশ্বিনীকুমার তোমরা যে কর্মের দ্বারা অগুণ্যাত্মা জীর হিংসা করিয়াছ, এবং বাহার দ্বারা সুরাকে খণ্ডিত করিয়াছ, আর বাহার দ্বারা অক্ষ-ক্রীড়াকে পরিত্যক্ত করিয়াছ, এবং যে শোভন কর্মের দ্বারা এই মহতী পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিয়াছ, সেই পবিত্র যশের ভাগী করিয়া আমাকে অভিষিক্ত কর ।”

তাহার পর ব্রহ্মচারী পাত্ৰোপস্থান করিয়া সূর্যের প্রতি বলেন—“উদীয়মান আদিত্য অতিশয় দীপ্যমান দেবগণের সহিত এবং প্রাতরাগত মধ্যাহ্ন-গত এবং সন্ধ্যাকালাগত হোমীয় দেবতাদিগের সহিত অবস্থিতি করুন । তাঁহারা যেমন [দশ জনের, শত জনের ও সহস্র জনের] ভরণ কর্তা আমাকেও তেমনি [দশ জনের, শত জনের, সহস্র জনের] ভরণকর্তা করুন । আমি আদিত্যের স্কাশে অধিকৃত উপগত হইতেছি, তিনি অভিমত ফলদান দ্বারা আমার অনুকূল হউন । হে সূর্য ! আমার পাপরূপ অনিষ্টকে ত্যাগ করাও । তুমি ত্রৈলোক্যের চক্ৰঃ এবং প্রতিব্যক্তির দর্শন-শক্তিও তুমি । চন্দ্র, ওষধি এবং ব্রাহ্মণের রাজা, তাঁহাকে তুমি বর্দ্ধিত কর । আমি তোমাকে নমস্কার করি । আমার প্রতি প্রতিকূল হইও না ।”

ইহার পর মন্ত্রপাঠপূর্বক মেথলা মোচন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সুন্দর যজ্ঞোপবীত, মালা, উপানহ এবং বাঁশের দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় ।

অনন্তর সপরিবদ আচার্য্যকে দর্শন পূর্বক যে মন্ত্র পাঠ করেন তাহার তাৎপর্য্য এই :—“সর্বলোক বল্লভ যক্ষের (পুজ্যের) ত্রায় আমি যেন তোমাদের চকুর প্রিয় হই— * * হে জিহ্বে ! কখন কিছু ভুলিও না ; আমাকে সর্বদা শোভন বাক্য বলাইও । তুমি ওষ্ঠদ্বারা আবৃত এবং তুমি নকুলী [চঞ্চল-

জিহ্বা] করার সামর্থ্য সহায়র বেদভেদে পাঠভেদাদির উচ্চারণ পূর্বক ভাব প্রকাশ ও চরকোক্ত নিম্নলিখিত জলের দ্বাৰা গোহাদি গদর্য্য করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

“মহাদোষকরান্যষ্টাবিনানিতু বিশেষতঃ ।

উচ্চৈর্ভাষ্যং রথকোত্তমতিচক্ৰ মনোনে ॥

অঙ্গীর্ণাহিতভোজ্যেচ দ্বিবাসপঞ্চ মৈথুনং ।”

“হীনাত্তিমধ্যাযোগেন বিদ্যাতে তৎপুনঃপ্রদা”

স্বভাবা]; তুমি দত্তদ্বারা পরিমিত না থাকিলে কখন কখন বজ্রবৎ হইয়া থাক।”

ব্রহ্মচারী আচার্য্য কর্তৃক অত্যধিক হইয়া রাখারোহিত পূর্বক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে গমন করিবেন।

গৃহস্থকে বিশেষ যত্নপূর্বক জলের শোধন করিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাই আছে। দূষিত জলের ব্যবহার একান্ত পরিত্যজ্য। পবিত্র জলের ব্যবহার গৃহস্থের একটা প্রধান পুণ্যলক্ষণ। ছুষ্ঠা স্ত্রী এবং স্ত্রী এবং অক্ষকীড়াদি ব্যসনও গৃহস্থধর্মের অত্যন্ত ঘাঘাতক; আর অনেকের পোষণ এবং জগতের সুখ শান্তির সম্বন্ধন চেষ্টাই গৃহস্থের উচ্চ ধর্ম। এই সকল তথ্যের উপলব্ধি পূর্বক গৃহস্থ স্বয়ং লোকরঞ্জন এবং সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী হইবার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। কেমন সংক্ষেপে গৃহস্থ ধর্মের সমস্ত সার কথাগুলি সমাবর্তন সংস্কারের মধ্যে সুন্দররূপে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে!

কর্ণবেধ।—উপনয়ন সংস্কারের সহিত যে চূড়াকরণের এবং সমাবর্তনের মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। তন্ত্রিণ, ইহাদের সহিত আরও একটা ব্যাপারের বিসদৃশ সংযোগ সাধন হইয়াছে। ঐ ব্যাপারের নাম কর্ণবেধ। এখন এদেশে উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া প্রথমে চূড়াকরণ নির্বাহিত হয়, পরে নাপিতের দ্বারা উপনেতব্যের কর্ণবেধ করাইয়া তাহার উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে। কর্ণবেধ করায় যে ক্ষতশোচ নিবন্ধন উপনয়ন সংস্কারের বিঘ্ন হয় তাহা ধরাই হয় না। বলা হয় যে, সঙ্কল্প করিয়া একবার কার্য্যারম্ভ করিলে কোন অশোচ নিবন্ধন আবদ্ধ কার্য্যের ক্ষতি হয় না। কারণ একটা বচন আছে—

ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমোহর্চনে জপে।

আরকে স্ততকং ন স্তাদনারকে তু স্ততকং ॥

কিন্তু উল্লিখিত বচনের এমন উদ্দেশ্য নয় যে, জানিয়া শুনিয়া আপনারা ‘ইচ্ছাপূর্বক অশোচ উৎপাদন করিলে’ সে অশোচ শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইবে না।

বস্তুতঃ, কি দক্ষিণাঞ্চল, কি পশ্চিমাঞ্চল কোথাও এই কর্ণবেধ ব্যাপারটা উপনয়নের অঙ্গীভূত নহে। বঙ্গদেশের ও মৈমনসিংহ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে উপ-

নব্বেনের সময়ে কৰ্ণবেধ করা হয় না । কেবল বঙ্গের মধ্যভাগেরই কয়েকটি জেলায় এই ছুটাচার প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছে ।

কৰ্ণবেধটা কোন সংস্কারই নহে ; কৰ্ণবেধে কোন মঙ্গলপাঠ নাই । এই কার্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়টি কথন পাওয়া যায়, যথা—

কর্ণরন্ধ্রে রবেচ্ছায়া ন বিশেষপ্রজন্মনঃ ।

তংদৃষ্ট্বা বিলম্বংযাস্তি পুণ্যোঘাশ্চ পুরাতনাঃ ॥

যে ব্রাহ্মণের কৰ্ণরন্ধ্রে সূর্যের বিষ প্রবেশ না করে তাহাকে দৰ্শন করিলে পূৰ্বপুণ্যসমূহ নষ্ট হয় ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র শুধিরৌ কণৌ ন ভবতো যদি ।

তস্মৈ শ্রদ্ধাং ন দাতব্যং দন্তক্ষেদাস্থরং ভবেৎ ।

যদি কৰ্ণধ্বয়ের ছিদ্রে অঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট না হয় তাহা হইলে শ্রদ্ধা নিমন্ত্রণ হইলে সেই শ্রদ্ধা আস্থর শ্রদ্ধা হয় ।

কোন কোন অনার্য্যরীতিও যে আৰ্য্যাচারে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কৰ্ণবেধ ব্যাপারটা তাহার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । কাণে গহনা পরিবার উদ্দেশ্যেই কৰ্ণবেধের সৃষ্টি এবং পাহাড়িয়া অনার্য্যদিগের অঙ্গু-করণেই কৰ্ণের ছিদ্র বৃহৎ করিবার বিধান ।

যাহাই হউক, কৰ্ণবেধ কার্য্যটি উচিতরূপে নির্বাহিত হইলে উহা কোন-রূপ পৌষ্টিক কৰ্ম্মের মধ্যে ধৰ্তব্য হইতে পারে । অতএব কৰ্ণবেধ শিশুর বর্ষ-পরিমিত বয়সের মধ্যে নির্বাহিত করিয়া এবং চূড়াকরণ ব্যাপারটাও তাহার তৃতীয়বর্ষে সম্পন্ন করিয়া সর্বোচ্চসংস্কার উপনয়নকে সাবসর এবং নির্বিলম্বে করা উচিত । সমাবর্তন সংস্কারের সময়টি বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে নির্দিষ্ট করিলেই ভাল হয় ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

সংস্কার কৰ্ম—যৌবন সংস্কার ।

বাহুবিক্তান শাস্ত্রের একটা নিয়ম এই যে, আকর্ষণ প্রভাবে ক্ষুদ্র বস্তুর বৃদ্ধির সমীপস্থ হয় । স্থল জড় পদার্থ সম্বন্ধীয় এই নিয়মটি যেন মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়েও খাটে । এই যে সংস্কার কার্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হই-

ভেছে, ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, মুখ্য সংস্কার উপনয়নটী তাহার পূর্ববর্তী কালের গোণসংস্কার চূড়াকরণকে এবং পরবর্তিকালের গোণ সংস্কার সমা-বর্তনকে আপনার নিছটে টানিয়া লইয়াছে। এইরূপ হওয়াতে বিবাহই যৌবनावস্থার একমাত্র সংস্কার হইয়া রহিয়াছে। এই সংস্কারে চতুর্কর্ণের এবং সঙ্করজাতীয় লোকদিগেরও অধিকার আছে।

কিন্তু সকল প্রকার বিবাহই যে, শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বলিয়া ধর্তব্য হইতে পারে তাহা নহে। যজুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের কথা শুনা যায়, যথা—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যাস্তথাস্থরঃ ।

গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্ষ, প্রাজাপত্য, আস্থর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে অষ্টমটী অতি অধম।

উল্লিখিত আট প্রকারের মধ্যে আস্থর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কোন শাস্ত্রীয় সংস্কারের লক্ষণ নাই। সংস্কার লক্ষণ আৰ্ষ, প্রাজাপত্য দৈব এবং ব্রাহ্ম বিবাহেই বিद्यমান এবং তাহার মধ্যে পূর্ণ সংস্কার লক্ষণে লক্ষিত একমাত্র ব্রাহ্মবিবাহই এখন সমস্ত ভারতবর্ষে সমাদৃত এবং বিবাহের আদর্শ-রূপ বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়া আছে।

ব্রাহ্মাদি চারিটি সংস্কার-সাধক বিবাহের লক্ষণ এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা—

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং ।

আহুয় দানং কৃত্বান্না ব্রাহ্মোধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

কত্নাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত করিয়া জ্ঞানবান্ এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে স্বয়ং আহ্বানপূর্বক দান করাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃহ্মিজে কর্মকূর্বতে ।

অলঙ্কৃত্য স্তুতাদানং দৈবংধর্মঃ প্রচক্ষতে । .

যজ্ঞকারী ঋষিককে সালঙ্কৃত্য কত্নার দান দৈব বিবাহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

একং গোমিথুনং য়ে বা বরাদাদিরধর্মতঃ ।

কত্নাপ্রদানং বিধিবদার্বোধর্ম স উচ্যতে ॥

কর-পাত্রে স্থানে একটি বা দুইটী গোমিথুন গ্রহণ করিয়া [তৎসহ] কন্যার দানকে আর্ষ বিবাহ বলে ।

অহোভৌ চরতাঃ ধর্মমিতিরাচাৰুভাষ্যচ ।

কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যোবিধিঃস্মৃতঃ ॥

উভয়ে একযোগে ধর্ম্যাচরণ কর এই কথা বলিয়া অর্চিত কন্যার দানকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে ।

উল্লিখিত চারি প্রকার অবিগত বিবাহ রীতি পূর্বকালে প্রচলিত থাকিলেও কালক্রমে সেই সকল বিবাহ-রীতির গোপ হইয়া এক্ষণে ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-রীতিই প্রচলিত হইয়াছে । এই রীতি ব্রাহ্মণের রীতি বলিয়া আদর্শরূপে সকলেই গ্ৰহণ হইয়াছে । ভারতনিবাসী আদিম লোকদিগের মধ্যে, এবং মুসলমান প্রভৃতি আর্যোত্তর ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে, এবং অনেকানেক অন্ত্যজ বর্ণের মধ্যে, আর কোন কোন প্রত্যন্ত প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে, যদিও ব্রাহ্ম-বিবাহের রীতি প্রচলিত হয় নাই, তথাপি সাধারণতঃ হিন্দুধর্মাবলম্বী সকল লোকের মধ্যেই এই রীতি পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হইয়া আছে এবং অপর সকলের মধ্যেও (তুর্কের) এবং আচারের আকারে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রবর্তিত হইয়া বাইতেছে ! ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সর্বত্রই ব্রাহ্মবিবাহরীতি প্রচলিত । যথায় ব্রাহ্মণেরা বৈশ্ব শূদ্রাদির পরিগৃহীত আত্মর বিবাহরীতি (অর্থাৎ কন্যা বিক্রয়ের রীতি) কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানেও বাহিরে ব্রাহ্মরীতির অনুসারেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ।

সংস্কার মাত্রের সাধারণ অঙ্গ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং অধিবাস ভিন্ন, ব্রাহ্ম-বিবাহের প্রধান অঙ্গ তিনটী, অর্হণা বা অর্চনা, কন্যাদান, এবং পাণিগ্রহণ ।

অর্হণা—। ব্রাহ্মবিবাহে পাত্রে প্রতি যেরূপ ভক্তি এবং আড়ম্বর সহকারে পূজা করিবার বিধি আছে, যজ্ঞকারী প্রধান প্রধান ঋত্বিকদিগেরও অর্চনা করিবার সেই রীতি । শাস্ত্রীয় বচনও আছে “আচার্য্য ঋত্বিক স্নাতকো রাজা বিবাহঃ প্রিয়োতিথিষ্চ অর্হণীয়াঃ” । বোধ হয় ‘দৈব’ নামক বিবাহ প্রণালীতে ঋত্বিকে কন্যাদান করিবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাই যেন ব্রাহ্মবিবাহের এই ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ইহার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছে । কিন্তু শুদ্ধ দৈব রীতিই যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এমন নহে ; যেন অমর্য্যবিবাহ রীতিও

কতকটা ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আর্থরীতি এই যে, কত্তার পিতা বরপাত্রের স্থানে এক বা দুই গোমিথুন লইয়া তৎসহ কত্তাকে বরপাত্র সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মবিবাহের এই অর্হণা ভাগে শাক্ত আছে যে, একটা গোকর বিবাহ স্থলে বাক্সিয়া রাখিতে হয়। বরবাত্র পূজা গ্রহণপূর্বক বিবাহে ব্রতী হইয়া সেই গোকরটিকে পাশমুক্ত করেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্থবিবাহের গোমিথুনটা কত্তার সম্পত্তি হইত এবং জামাতাকে সেই গোকর লইয়া যাইতে হইত। ব্রাহ্মবিবাহের অন্তর্নিবিষ্ট এই গোমোচন ব্যাপার সেই পূর্বকৃত্যেরই স্মারক হইয়া আছে এবং সেই 'জন্তাই বিবাহের 'মধুপর্ক' দানে পশুর বধ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশ হইতে এই গোমোচন ব্যবহারটা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এখন বিবাহস্থলে উপস্থিত নাপিত 'গো' শব্দের উচ্চারণ করিতেও যথাযথরূপে শিক্ষিত হয় না—সে 'গৌর' 'গৌর' বলিয়া চীৎকার করে এবং অপণ্ডিত শ্রোতৃবর্গ উহা নবদীপাবিভূত মহাপ্রভুর নামোচ্চারণরূপ মঙ্গলধ্বনি বলিয়াই বুঝিয়া থাকে! ফলতঃ ব্রাহ্ম-বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মস বিবাহের লক্ষণ—ঢেলা মারা, গ্রামভেটী; গান্ধর্ব বিবাহের লক্ষণ—শুভদৃষ্টি এবং স্ত্রী আচার এবং বাসর জাগরণ; আশ্রম বিবাহের লক্ষণ—পিতৃপক্ষ হইতে কত্তার জন্ত গহনাদি গ্রহণের চেষ্টা—(যদি হয়); আর্থবিবাহের লক্ষণ—নাপিত কর্তৃক গৌর নামের উচ্চারণ; এবং দৈবের লক্ষণ—বরপাত্রের ঋত্বিক সূদৃশ পূজা। এই সকল দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইতে হয়। জগতে কি দ্রব্য-পদার্থ, কি ভাব-পদার্থ, কাহারই বিনাশ নাই এবং ভাব-সমুদ্ভূত আচার ব্যবহারাদিরও বিনাশ হয় না, পরিবর্তমাত্র হয়।

কত্তাদান—। ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত কেহ কেহ মনে করেন যে, মনুষ্যসমাজের আদিম বর্ষের দশায় স্ত্রীলোকেরা কুলপতির দাসীরূপে গণ্য হইত অর্থাৎ কত্তারা পিতার দাসী বা সম্পত্তি ছিল। এই জন্ত বিবাহকালে পিতৃকর্তৃক কত্তার দান হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল এবং সেই জন্ত সকল দেশেই কত্তাদান বিবাহের একটা অঙ্গ হইয়া আছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে, এ বিচারটা ঠিক নয়, তাহা একটা কথাতেই প্রমাণ হইয়া যায়। আমাদের প্রাচীন সংহিতার একটা বচনार्थ এই যে, যদি পিতা অথবা অপর কোন অভিভাবক বয়স্কা কত্তার দান বিষয়ে অবহেলা করেন, তবে কত্তা স্বেচ্ছাতঃ

আপনাকে দান করিতে পারে । কত্ৰা যদি কাহারও দাসীৰূপ সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে কবছাশাস্ত্রে তাহার প্রতি ওরূপ স্বেচ্ছাচারের আদেশ থাকিতে পারিত না । প্রাচীন রোমীয়দিগের মতে কত্ৰাসন্তানের প্রকৃত দাসীভাবই ছিল ; এই জন্য তাহারা কোনক্রমেই স্বয়ম্বল হইতে পারিত না । নব্য ইউরোপীয় গ্রন্থাদিতে ঐ রোমীয় প্রণালীকেই জাগতিক সাধারণ প্রণালী অনুমান করা হইয়াছে । আমাদের নব্যোরাও তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন । মুসলমানদিগের মধ্যে দাস দাসী রাখিবার রীতি খুবই প্রবল । কিন্তু উহাদের মধ্যে কত্ৰাদানের প্রথা প্রচলিত নহে । অতএব ইউরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববিৎদিগের বিচার প্রণালীতে অব্যাপ্তি এবং অভিব্যাপ্তি এবং উভয় দোষই আছে । যন্ততঃ যখন পিতা, পুত্র কত্ৰাদির প্রতি অন্তথাচরণ করিলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ব্যবস্থা আছে, তখন ভারতবর্ষে কত্ৰাদির প্রতি দাসীভাবের আরোপ নিতান্ত ভ্রম প্রসূত ।

কত্ৰাদান প্রথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য জীলোকদিগের পূৰ্ব্বকালের দাসীভাবের স্মারক নয়, উহা জীলোকদিগের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার এবং তজ্জন্ত অন্ততন্ত্রতার অভিব্যঞ্জক এবং সেই জন্তই উহা প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র, এমন কি স্বৈরাচারের মূর্তিমান অবতারস্বরূপ প্রাচীন জৰ্ম্মণদিগের মধ্যেও বিবাহ ব্যাপারের একটি অঙ্গ হইয়া আছে । মানুষ কোন অবস্থাতেই ঠিক পশুবৎ হয় না । এই জন্য মানবসমাজ মাঝেই জীলোক আপনি আপনাকে পুরুষ-সংস্ৰষ্ট করিতে লজ্জাবোধ করে । তাই অত্রে তাহার হইয়া তাহাকে পুরুষে সম্প্রদান করিয়া থাকে । ভারতবর্ষে যে সৰ্ব্বজাতীতে কখনই দাসীভাবের আরোপ হয় নাই, তাহা মহাভারতের সভাপর্কাদ্বায়ে দ্রৌপদীর দ্যুতপণ-ব্যাপারে বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়া আছে । মনুসংহিতাতেও সৰ্ব্বজাতী বিবাহেই “সংস্কারের” উল্লেখ দেখা যায় এবং কত্ৰাদান ব্যাপারটি সংস্কার কার্য্যেই অঙ্গীভূত । অতএব কত্ৰাদানের প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া কত্ৰা দাসীভাব বুঝিতে হয় না । নব্যদিগের প্রবোধের নিমিত্ত ইহাও বক্তব্য যে, ইউরোপীয় বিবাহেও কত্ৰাদানের একটি অভিনয় হইয়া থাকে ।

কিন্তু ইউরোপীয় কত্ৰাদান যেরূপ দানের অভিনয় মাত্র, ব্রাহ্মবিবাহের দান সেরূপ অভিনব মাত্র নহে । এ দানে সামান্যদ্রবদানের যে লক্ষণ সে

সমুদয় লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় আছে। সামান্য দানকার্যের লক্ষণ—(১) দাতার শুচি (২) দেয় দ্রব্যের অর্পণ (৩) তাহার নামোচ্চারণ (৪) দেয় দ্রব্যের প্রতি উৎসর্গবোধক জঙ্ঘতাপ বা প্রোক্ষণ (৫) গ্রহীতার উল্লেখ (৬) গ্রহীতার স্বীকার। এই সকল দানাদিগুলিই কতাদানে বিদ্যমান থাকে, এবং সর্বশেষে গ্রহীতা কামস্তুতি পাঠপূর্বক যেকোন অল্পাত্ম দান গ্রহণও স্বীকার করেন, তেমনি কতাদানের গ্রহণও স্বীকার করিয়া থাকেন। বিবাহকার্যে কামস্তুতি শব্দটি শুনিতে উহা যেন কত্মার পত্নীত্ব রূপে গ্রহণ বুঝায় বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। কামস্তুতিরূপ মন্ত্রটির তাৎপর্য এই—

“এইটী [প্রাপ্ত দ্রব্যটী] কাহার? কে কাহাকে দিল? কামই কামকে দিয়াছে। কামই দাতা। কামই প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে [সৃষ্টির আদিম সৃষ্ট পদার্থে] প্রবিষ্ট হইয়াছে। কামের সহায়েই আমি গ্রহণ করিতেছি। হে কাম! এইটী [প্রাপ্তবস্তুটী] তোমারই।”

স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, উল্লিখিত স্তুতি স্ত্রীপুত্রিত সামান্য ভৌতিক কামের স্তুতি নহে। ব্রহ্মহৃদয়োথ সিস্কাকরূপ যে কাম আদিমসৃষ্ট রস্তু জল হইতে সমুদয় সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে এবং রজোগুণের উদ্বেক করাইয়া ভেদবুদ্ধির মূলস্বরূপে এককে অনেক করিয়াছে সেই কামই স্বয়ং দাতা এবং স্বয়ং গ্রহীতা হইয়াছে—এ স্তুতিটী সেই “অনাদি বাসনার” বা আধ্যাত্মিক কামের।

বরপাত্র কামস্তুতি পাঠ করিলে কত্মার দান এবং গ্রহণ শেষ হইল। দানের লক্ষণ দাতার স্বত্বের ধ্বংস এবং গ্রহীতার স্বত্বের উৎপত্তি। কত্মাতে পিতার বেকরূপ স্বত্ব ছিল, তাহা নষ্ট হইল। পিতার অধিকার কত্মার পালনে, তাহার শিক্ষাসম্পাদনে এবং তাহার শ্রমের যথেষ্ট বিনিয়োগে। কত্মার গ্রহীতারও ঐ সকল স্বত্ব জন্মিল। তিনি উহার পালন করিবেন, উহাকে শিখাইবেন এবং উহাকে নিজ গৃহকর্ম্মে খাটাইতে পারিবেন। কিন্তু ঐ দান ঐ কত্মার সহিত পতি-পত্নী ব্যবহার করায় কোন অধিকার প্রদান করিতে পারে না। তাহার জন্ত অপর একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং সেই অনুষ্ঠানটির নাম পাণিগ্রহণ।

পাণিগ্রহণ—এই অনুষ্ঠানের অনেকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। সেই

জন্মের উল্লেখ করিলে আর্ঘ্যাদিগের প্রাচীন রীতি নীতি অনেকটা বুঝা যায়, এবং বিবাহ সংস্কারেরও সারভূত কথা সকল প্রকটিত হয়, এই জন্য সংক্ষেপতঃ পতঃ সেগুলির বর্ণনা করিব ।

প্রথমে যথাযোগ্য স্থানে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অগ্নি স্থাপন করিয়া এক জন এক কলস জল লইয়া এবং অপর একজন একটা প্রতোম লইয়া থাকিবে । একখানি স্থপতে চারি অঙ্গুলি থই এবং শরীপত্র মিশ্রিত থাকিবে এবং এক-খানি বেনার পাতের চেষ্টাই প্রস্তুত থাকিবে, এবং একটা শিলা এবং শিলাপুত্র (লোড়া) রক্ষিত হইবে । অনন্তর কন্যাকে কোন সখ্যা ভাগ্যবতী স্ত্রীর দ্বারা উত্তমরূপে সন্মার্জিতা এবং স্নাতা করিয়া বর তাহাকে আহত অর্থাৎ নূতন ধৌত শুভ্র সদশ সূক্ষ্ম বস্ত্র ছইখানি, মাটি এবং উত্তরীয়, পরিধান করাইবেন । বস্ত্র পরিধাপনের সময়ে বরপাত্র স্নেহ এবং সমাদর সহকারে যে মন্ত্রটী পাঠ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

(১) এই বসন প্রস্তুতকারিণী দেবীরা * জয়াবস্থা পর্য্যন্ত সামন্যচিত্তে যেন তোমাকে বস্ত্র পরিধাপন করেন । হে আয়ুয্যতি ! তুমি বস্ত্র পরিধান কর ।

(২) হে বস্ত্র পরিধাপয়িত্রী দেবীগণ ! তোমরা আশীর্ব্বাদ দ্বারা এই কন্যার পরমায়ু বৃদ্ধি কর । হে আর্য্যো ! তুমি তেজস্বিনী হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাক এবং ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ কর ।

এইরূপে কন্যার প্রতি স্নেহ, শুভাকাঙ্ক্ষা এবং সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বর পাত্র মনে মনে যে মন্ত্র পাঠ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

(৩) চন্দ্র, এই কন্যাটিকে গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব অধিকে দিয়া-ছিলেন, অগ্নি আমাকে দিলেন ; ধন এবং পুত্রও [ইহা হইতে] পাইব ।†

* অধিষ্ঠাতার কলস করা মনুষ্যের বুদ্ধি-স্তর প্রকৃতি এবং শাস্ত্রের জ্ঞাপ্তি সূচক ।

† ইন্দ্রাণিঃ এই গুরুহোমোক্ত সস্ত্রীয় তাৎপর্য্যগ্রহ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ হইয়াছে বলিয়া যে একটা পৌরাণিক স্রোতে ইহার অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে, কানীধও হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল ।

কন্যাঃস্তুঃস্তে বজঃকালে হংসঃ শশীঃ লোমদর্শনে

স্তনোত্তেদেহু গন্ধর্ব্বঃ স্তং প্রাপেব প্রদীপতে ।

বজঃকালে অগ্নি [অতিশয়রূপে], লোমদর্শনকালে চন্দ্র [সৌন্দর্য্যরূপে] স্তনোত্তেদ-কালে গন্ধর্ব্ব [স্বধর এবং প্রতি বৈচিত্র্যরূপে]—কন্যাকে ভোগ করেন । এই জন্ত এই সকল ঘটনার পূর্ব্বই কন্যাদান করিবে ।

এখানে মেহবান বরপাণ্ডের ক্ষমতায় যেম কস্তাটির রূপের উদ্ভব হইয়া উঠিতেছে এবং সাংসারিক ধর্ম পালনের অবশ্য্যকারী শুভফল সমূহের অমুভূতি জন্মিতেছে। ঐ সময়ে কস্তা বেনার পাতে প্রস্তুত কট (চেটাই) খানিকে শদধারা ঘর্ষণ করতঃ টানিয়া আনিবে। তাহার পঠিত অথবা তাহার হইয়া বরপাণ্ডের পঠিত মন্ত্রার্থ এই—

(৪) আমার পতি আমার জন্ত দেই পথ প্রস্তুত করুন, যে কল্যাণময় বিষমুখ পথদ্বারা আমি পতিলোক [অর্থাৎ ইহ পরলোকে পতির স্থান] প্রাপ্ত হই।

তাহার পর কস্তা বর উভয়ে একই কটে উপবিষ্ট হইবেন এবং বর কস্তার দক্ষিণ হস্তে হাত দিয়া থাকিবেন এবং বর অগ্নিতে ছয়টি আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন অর্থাৎ উভয়েই যেন আহুতি প্রদানরূপ একই ধর্ম কার্য করিবেন। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষকে যে সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্যাচরণ করিতে হয়, তাহা প্রাজাপত্য বিবাহে উপদেশ মাত্রে ছিল, ব্রাহ্ম বিবাহে তাহা কার্যেও নির্বাহিত হইল। অতএব অস্তান্তরূপ বিবাহের স্থান প্রাজাপত্য প্রণালীও ব্রাহ্মবিবাহের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

আজ্যাহুতির মন্ত্রগুলি এই—

(১) দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি আগমন করুন। তিনি এই কস্তার ভবিষ্যৎ সন্ততি-দিগকে মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত রাখুন এবং রাজা বরুণ (আবরণ দেবতা) এমত অনুমতি করুন যে, এই স্ত্রী যেন পুত্রসম্বন্ধীয় ব্যসনাকুষ্ঠ না হয়।

(২) ইহাকে গার্হপত্যাগ্নি রক্ষা করিতে থাকুন, ইহার পুত্রেরা যেন জরাকাল-পর্যন্ত জীবিত থাকে; ইনি যেন জীবৎপুত্র থাকিয়া পতির সহিত বাস করেন, এবং যেন সংপুত্রজনিত আনন্দ উপভোগ করেন।

(৩) হে কস্তা! ছালোক তোমার পুত্র রক্ষা করুন, বায়ু এবং অগ্নিনি-কুমার তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, তোমার সন্তপারী পুত্রদিগকে সবিভা রক্ষা

বৈবাহিক বিধিটি কেমন পরিষ্কার কবিদের উগরেই সংস্থাপিত হইয়াছে! সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক যেমন এক পক্ষে দার্শনিক মতবাদের সহিত সর্বতোভাবে মঙ্গলত্ব ধ্যান, পূজা, নীতি এবং অমুর্খান প্রণালীর স্থাপনা করেন, তেমনি পক্ষান্তরে কবি জগৎকে অকুসার ভাবুকতাকেও সাংসারিক কার্যকলাপের ভিত্তি করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কবি-দের মূলে “অমৃত”—এই তাব আর্ঘ্য সম্মানিত নহে।

করুন, তোমার বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীর-ভাগ স্বহস্তে রক্ষা করুন এবং তোমার পাদাঙ্গ প্রভৃতি শরীর ভাগ বিশ্বদেবা দেবগণেরা রক্ষা করুন ।

(৪) হে কন্তে ! রাত্রিকালে তোমার গৃহে যেন ক্রন্দনের শব্দ না উঠে । তোমার শত্রুগৃহেই তাহাদের স্ত্রীগণেরা যেন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করে । রোদন দ্বারা তোমাকে যেন অন্তঃপুরবাসীদিগকে পীড়িত করিতে না হয় । তুমি সধবা থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে পুত্রাদি লইয়া পতি গৃহে সুখে বাস কর ।

(৫) বন্ধ্যাত্ত্ব এবং মৃতবৎসাত্ত্ব প্রভৃতি মৃত্যুপাশ রূপ দোষ সকল তোমার মস্তক হইতে মালা উন্মোচনের ত্রায় উন্মুক্ত করিয়া শত্রুবর্গের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম ।

(৬) মৃত্যু পরাশ্রয় হইয়া গমন করুন । অমরতাব নিকটগামী হউন । হে মৃত্যো ! প্রেত লোকের পথ লক্ষ্য করিয়া পরাশ্রয় হও ! উৎকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তি বিশিষ্ট [সন্তান] তোমার নিকট প্রার্থনা করি । (যে সন্তোজাত শিশুর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি সবল তাহার মস্তিষ্কও যে সতেজ হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ ।) আমার পুত্রদিগকে হিংসা করিও না ।

উল্লিখিত ছয়টি আহুতি প্রদান শেষ হইলে কন্তা শিলাখণ্ডের উপর একটি পদার্পণ করিয়া লাজাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন এবং বরপাত্র তাঁহাকে বলিবেন—

(১) এই শিলাখণ্ডে আরোহণ কর । তুমি এই শিলার ত্রায় দৃঢ় এবং অবিচলভাবে অবস্থিতি কর । শত্রুর পীড়ন কর এবং কখন শত্রুকর্তৃক পর্য্যুদস্ত হইও না ।

(২) এই নারী অগ্নিতে খই দিয়া বলিতেছেন, আমার পতি দীর্ঘজীবী হউন, - শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকুন এবং আমার জাতিগণ বর্দ্ধিত হউন ।

(৩) এই কন্তা অর্ঘ্যমা এবং পুষা নামক অগ্নি দেবতাকে নিশ্চয় অর্চনা করিয়াছিলেন । অগ্নি দেবতারা ইহাকে পিতৃকুল হইতে পৃথক করিয়া আমাকে স্থিররূপে সমর্পণ করিয়াছেন ।

(৪) এই কন্তা পিতামাতাদিগকে ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে আগমন পূর্বক পতির উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন । হে কন্তে ! আমরা সকলে একত্র হইয়া জনধারা সমূহের ত্রায় বলবান, বেগবান এবং পরস্পর অভিন্নভাবে থাকিয়া শত্রুদিগকে উদ্বিগ্ন করিব ।

লাজাহতি শেষ হইলে সপ্তপদী গমম হয়। পতি এক একটা বাক্য কবিত-
বেন এবং কত্বে এক এক বার পদ নিক্ষেপ করিবে। বাক্যগুলি এই :—

(১) হে কত্বে ! বিষ্ণু অশ্রুভের জন্ত এক পদ অতিক্রম করাইলেন (২)
বললাভের জন্ত দ্বিতীয়-; (৩) পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি নিত্য কার্যের জন্ত তৃতীয়, (৪)
সৌখ্যের জন্ত চতুর্থ; (৫) পশুভাভের জন্ত পঞ্চম। (৬) ধনরক্ষার জন্ত ষষ্ঠ;
(৭) ঋষিকৃ লাভের জন্ত সপ্তম।

স্বামীসহ সপ্তপদ গমনকারিণী স্ত্রী বিষ্ণুদেব, কর্তৃক যাবজ্জীবন স্বামীর
সমস্ত কর্তব্য কার্যের সহায়্য হইলেন। তাহা হইতে পুত্র জন্মিবে এই প্রার্থ-
নাও হইয়া গিয়াছে। অতএব উভয়ের পতি-পত্নীভাব দৃঢ়বদ্ধ হইল।*

কিন্তু পতিপত্নীভাব সম্বন্ধ করিয়া দিয়াই আর্য্যশাস্ত্র নিশ্চিত হইলেন না।
ঐ ভাব হইতে পরস্পরের প্রতি যে সকল অবশ্যকর্তব্য বিষয় উপস্থিত হয়
স্বলতঃ তাহার নির্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন।

(১)-হে সপ্তপদ গমনা কত্বে ! তুমি আমার সহচারিণী হইলে। আমি
তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম। আমাদিগের সুদৃঢ় সংস্থাপিত এই সখ্য যেন

* (১) একাসনে বসিয়া এক পাত্র হইতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে ভোজন করলেই ব্রহ্ম
দেবীর বোধে তাহাদের পতিপত্নীভাব স্বীকার করে। একটা লেবু কিম্বা অল্প কোন ফল
কাটিয়া তাহার অর্দ্ধেক পতি পত্নীর মুখে এবং অপরার্দ্ধ পত্নী পতির মুখে ধরিয়া খাওয়াই-
লেই চীনের এবং জাপানীয় নোঙ্কেরা উহাদিগের বিবাহ হইয়াছে স্বীকার করে।

(২) মুসলমানদিগের মধ্যেও একাসনস্থ হইয়া এক পাত্র হইতে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের
মুখে খাদ্য সামগ্রী তুলিয়া দিলে বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু কত্বে স্বীকৃতিই
'মুসলমানদিগের মধ্যে মূলমন্ত্র'।

(৩) খৃষ্টানদিগের মধ্যেও স্বীকৃতি এবং পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ এবং পরস্পর যুগ্মচূড়ন
দ্বারা ঐবাহিক সম্বন্ধের প্রকাশ হয়।

অতএব স্ত্রী পুরুষের পরস্পর উচ্ছিন্ন ভোজনরূপ একটী অতি তরল ব্যাপার বেছ
মুসলমান এবং খৃষ্টান বিবাহের অঙ্গ ভূত।

(৪) ব্রাহ্ম বিবাহে মন্ত্রাদি পাঠ এবং কস্তাদান ব্যতিরিক্ত একাগনে বসিয়া উভয়ে এক
ধর্ম্য কার্যের সাধন, এবং একযোগে সন্তান কামনা এবং যাবজ্জীবন সহায়তা করিবার
অনুরূপ ত্রিরাশিনয়—ইই সকলগুলির দ্বারা ঐবাহিক সম্বন্ধের অবধারণ হয়। সুতরাং
জ্ঞানিনা হই স্ত্রী পুরুষের যে একীকরণ তাহা একধর্ম্যতা সাধন, এক লক্ষ্যতা স্থাপন, এবং
এক প্রজার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বিচ্ছেদকারিণীদিগের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়, প্রত্যুত হিতৈষিণীদিগের সহপদেশ দ্বারা যেন ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয় ।

(২) হে দৃষ্টবর্ণ! তোমরা সকলে এই অগ্নিসমীপে আইস এবং এই বধূকে কল্যাণকারিণীরূপে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বচন দ্বারা সৌভাগ্যবতী করিয়া গমন কর ।

এক্ষণে বিবাহের সামাজিক কার্য্যটি সম্যক্ প্রকারে নির্বাহিত হইয়া গেল ; কিন্তু পতির কর্তব্য জীৱ সহিত একীভূত হইয়া তাহার সুশিক্ষা সাধন এবং সমস্ত দোষের অপনয়ন করেন । সেই কার্য্যের সূচনায় পতি বলিতেছেন—

(১) বিশ্বদেবী নামক দেবগণ এবং জলদেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বায়ুদেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বিধাতা আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন—সহপদেশদানশীলা ভদ্রমহিলাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য সম্পাদন করুন ।

(২) হে কন্তে ! অর্য্যমা, ভগ, সবিতা প্রভৃতি পুররক্ষক এই সূর্য্যদেবতা সাক্ষীরূপে থাকিয়া তোমাকে আগায় সমর্পণ করিয়াছেন । তুমি গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিবে । আমি যাবৎ জীবিতকাল তোমার পালন এবং সুখার্থী থাকিয়া তোমার হস্ত গ্রহণ করিব ।

(৩) হে কন্তে ! তুমি অশুভদৃষ্টি এবং পতিঘাতিনী না হইয়া পশ্বাদির পালন করিবে । তুমি সহদয়া, তেজস্বিনী, জীবৎপুত্রপ্রসূতি এবং পঞ্চবজ্রানুকূলা এবং সুখকরী হইবে । আমরা দিগের সম্যক্ কল্যাণকরী এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকলের শুভকরী হইবে । * * *

(৬) হে কন্তে ! তুমি শ্বশুরে, শ্বশ্রুতে, ননন্দাতে ও দেবরে সম্রাজ্ঞী [অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে রঞ্জনকারিণী] হও ।

(৭) হে কন্তে ! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অবধারণ কর । তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর । তুমি একমনা হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর । বৃহস্পতি (বৃহন্ননোদেব) তোমাকে আমার প্রসন্নতা সাধনার্থ নিযুক্ত করুন ।

(৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩) হে কন্তে ! তোমার শরীরস্থ রোমসন্ধির মুক্ধপ্রদেশে, এবং পশ্বে, এবং নাভিরন্ধ্রে, কেশে, দর্শমে রোদনে, স্বভাবে

ভাষণে, হাসনে, দন্তমধ্যে, দন্তে, হস্তদ্বয়ে, শব্দদ্বয়ে, উক্লবয়ে, জননেন্দ্রিয়ে, জজ্ঞা-
দ্বয়ে, অত্যাণ্ড প্রদেশে, এবং সমস্ত শরীরে যে কোন দোষ থাকে তাহা আমি
পূর্ণাহুতি এবং আজ্যাহুতি দ্বারা উপশমিত করিলাম। [অর্থাৎ স্ত্রীর সকল
দোষ সংশোধন করায় স্বামীর অধিকার। স্ত্রীর যে কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকিবে
তাহা স্বামীর ক্রিয়ার দোষেই থাকিয়া যায়। এই তথ্যের ভাব স্থাপিত
হইল।]

(১৪) যে প্রকারে দু্যলোক, ভুলোক এবং দৃশ্যমান চরাচরাজ্জক সমস্ত জগৎ
এবং পর্বত, ইহারা ধ্রুব (স্থির), সেইরূপ এই স্ত্রীও পতিকূলে স্থিরা হইবেন।

(১৫) অন্নরূপ পাশ ও মণিতুল্য প্রাণ সূত্রের দ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রন্থিদ্বারা
হে বধু! তোমার মন এবং হৃদয়কে আমি বন্ধন করিতেছি।

(১৬) হে বধু! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, এবং আমার হৃদয়
তোমার হৃদয় হউক!

তাহার পর রথারোহণ পূর্বক দম্পতী স্বগৃহে গমন করিবেন এবং যাই-
বার পূর্বে এই কয়েকটি প্রার্থনা করিবেন।

(১) পথিমধ্যে দক্ষ্যগণ যেন তাঁহাদের গমন জানিতে না পারে।

(২) বরবধুবৃদ্ধ গৃহ গো, অশ্ব, এবং পুত্র প্রসূত হউক, এবং সহস্র দক্ষিণক
যজ্ঞ যে দেবতার প্রসাদে সম্পাদন হয়, সেই আদিত্যদেব প্রসন্ন হউন। (৩)
হে বধু! এই গৃহে তোমার ধৈর্য্য হউক, আত্মীয়দিগের সহিত মিলন হউক,
এই গৃহে রতি হউক, এবং বিশেষতঃ আমাতে ধৃতি, মিলন, এবং রতি হউক।

পতিকে পত্নীর সহিত এবং পত্নীকে পতির সহিত সর্বতোভাবে মিলাইবার,
ছুইটাকে একটি করিয়া তুলিবার জন্ত, আর্য্যশাস্ত্র যেমন চেষ্টা পাইয়াছেন
এমন আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রই করিতে পারেন নাই। “ততোবিরাড়
জায়ত” এই বেদোক্তির ব্যাখ্যা পূর্বক মন্ত্ৰ বলিয়াছেন—

দ্বিধাকৃৎস্বানোদেহমর্দেন পুরুষোহভবৎ।

অর্দেন নারীতস্তাং স বিরাড়মসৃজৎ প্রভুঃ ॥

প্রভু [ব্রহ্মা] আপনার শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া অর্দে পুরুষ এবং অর্দে
স্ত্রী সৃষ্টি দ্বারা বিরাটের নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন।

অতএব বিবাহ সংস্কারের দ্বারা পুৰ্বে বিভাজিত দুইটীৰ পুনৰ্কার একীকৰণ হয় । যজুৰ্বেদীয় পাণিগ্রহণের একটি মন্ত এই—

আমি লক্ষ্মীহীন, তুমি লক্ষ্মী, তোমা বিনা আমি শূন্য । তুমি আমার লক্ষ্মী । আমি সামবেদ তুমি ঋক্বেদ, আমি আকাশ তুমি পৃথিবী । আমরা দুইয়ে মিলিয়াই পূৰ্ণ ।

এই গভীরতম ভাবের ছায়া যিহুদীদিগের শাস্ত্রেও পড়িয়াছে এবং সেই শাস্ত্র হইতে মুসলমান এবং খৃষ্টানও কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে । উহারা সকলেই বলে যে, আদিম পুৰুষের শরীর হইতে স্ত্রী শরীরের উৎপত্তি । অতএব বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে যে স্ত্রী পুৰুষের পুনরেকীকৰণ হয়, এই ভাবের আভাস উহাদিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানেও প্রাপ্ত হওয়া যায় । কিন্তু উহাদের একীকৰণ ব্যাপার পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজনরূপ অনুষ্ঠানে এবং চুক্তিমূলক স্বীকার বাক্যে, সুতরাং সংস্কারমূলক নয় বলিলেই হয় । এই জন্ত উহা তেমন দৃঢ় এবং চিরস্থায়ীও হয় না । আৰ্য্যদিগের বৈবাহিক একীকৰণ প্রকৃত একীকৰণ । ইহার দ্বারা যে সংযোগ হয় তাহা আর কখনই ছাড়িবার নয়, ইহ জন্মেও নয়, পর জন্মেও নয় । পৃথিবীর আর কোন দেশে বৈবাহিক বন্ধন এমন দৃঢ়, দূরগত এবং পবিত্রও হয় না । এই জন্তই এদেশে শাস্ত্র, পণ্ডিত, এবং কবিগণ একবাক্যে বলেন—

সদ্বৃষ্টো ভাৰ্য্যায়া ভৰ্ত্তাভৰ্তা ভাৰ্য্যা তথৈবচ ।

যন্মিন্বেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ক্ৰবম্ ॥ (মনু) ।

দক্ষা প্রজাবতীসাক্ষী প্রিয়বাক্চ বশস্বদা ।

গুণৈরমীতিঃসংযুক্তা সা স্ত্রী স্ত্রীৰূপধারিণী ॥ (কাশীখণ্ড) ।

সেই জন্তই ভারতবর্ষের কবিশ্রেষ্ঠের আদর্শনারী সীতার সম্বন্ধে আদর্শ পুৰুষ শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি এই—

কার্য্যেষু মন্ত্রী কৰ্ম্মণেষু দাসী

ধৰ্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিষ্যমি

স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রামা

রন্ধে সখী লক্ষণ ! সা প্রিয়া মে ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রাদ্ধকৃত্য ।

সংস্কার কর্মের বিবরণ কালে দৃষ্ট হইয়াছে যে, এক প্রকার শ্রাদ্ধকৃত্য (নান্দীমুখ) সংস্কার কার্যের অন্তর্ভূত। কিন্তু সুবহু স্থলে শ্রাদ্ধ স্বয়ংই মুখ্য-কর্ম, উহা অথ কোন অনুষ্ঠানের অঙ্গ মাত্র নয়। পার্বণশ্রাদ্ধ, একোদিশি শ্রাদ্ধ, ইষ্টি শ্রাদ্ধ, অষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি শ্রাদ্ধকৃত্য সকল এইরূপ। এই সকল শ্রাদ্ধেও বৈদিক মন্ত্রাদির ভূয়ঃপ্রয়োগ থাকে। ফলতঃ পূর্বপুরুষদিগের পূজা-ময় সমস্ত শ্রাদ্ধকৃত্যগুলিই অতি প্রাচীনতম অনুষ্ঠান বলিয়া অবধারিত।

কিন্তু শ্রাদ্ধগুলি সংস্কার কার্যের অন্তর্ভূত হউক বা স্বতন্ত্র মুখ্য কৃত্য হউক এবং বৈদিক মন্ত্রাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং বেদপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া গণ্য হউক, উহাদিগের আপাতদৃষ্ট সাধারণ ভাব এবং সংস্কার কর্মের সাধারণ ভাব পরস্পর অতি পৃথক্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কারকার্যে জগদ্বৃক্ষাণ্ডের প্রতি সমষ্টিভাবে দৃষ্টি হইয়া মুখ্যতঃ উহার একত্ব প্রতীতি অভ্যস্ত হয়। শ্রাদ্ধকৃত্যে জগদ্বৃক্ষাণ্ডের প্রতি ব্যষ্টিভাবে দর্শন হইয়া মুখ্যতঃ উহাতে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ প্রতীত হয়। সংস্কারে প্রবর্তিত উপা-সনার গুঢ়াঈতবোধের প্রতীতি জন্মে। শ্রাদ্ধকৃত্যে জগন্নিহিত শক্তি সমস্ত বিভিন্ন দেবতার আকারে প্রতীয়মান হইয়া ঐঈতের উপাদানভূত পৃথক্ভূতের সন্ধান করিয়া দেয়।

ফলতঃ শ্রাদ্ধ কার্যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পূর্বপুরুষদিগের পূজারূপ অনু-ষ্ঠান। সুতরাং ইহাতে ভেদ-বুদ্ধির স্থল অতীব প্রশস্ত। এই জন্য শ্রাদ্ধকৃত্যে সমষ্টিভূত বিশ্বের অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতি সাক্ষাৎ লক্ষ্য গৃহীত, এবং ব্যষ্টিভূত বিশ্বের অর্থাৎ বিশ্বেদেবা নামক গুণের প্রতি লক্ষ্য অধিক পরিষ্কৃত। বিশ্বে-দেবাদিগের নামগুলি গুলিলেই বুঝা যায় যে, উহারা জগতে নিহিত বাহ্য-ভ্যন্তরিক দ্রব্য-শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতিরই অধিষ্ঠাত্রুপে পরিকল্পিত। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে ইহাদের সামান্য অধিকার থাকিলেও ইহারা দশভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চগুণ্যরূপে অবস্থিত, যথা—

বসুসত্যো, ক্রতুদক্ষৌ, কামকানৌ, ধুরিলোচনৌ,

পুরুষামাদ্রবাস্ক, বিশ্বেদেবা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

ধন এবং সত্য, যজ্ঞ এবং দক্ষতা, সময় এবং ইচ্ছা, ভারপ্রাপ্তি এবং পুরি-
ণাম দৃষ্টি, এবং স্থলজাত ও জলজাত দ্রব্য নিচয়, ইহঁরাই* বিশ্বেদেবা নামে
পরিকীর্তিত হইলেন ।

এই পঞ্চযুগ্মের অধিষ্ঠানভূত শক প্রকার বিশেষ বিশেষ শ্রাদ্ধকৃত্যও
নির্দিষ্ট আছে, যথা—

ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুদক্ষঃ, মন্ত্যোনান্দীমুখে বহুঃ,
নৈমিত্তিকে কামকালৌ, কাম্যেচ ধূরিলোচনৌ,
পুঙ্করবামাত্রনাশ পার্শ্বে সমুদাহর্তৌ ।

ইষ্টি শ্রাদ্ধে ক্রতু এবং দক্ষের, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বহু এবং মন্ত্যের, নৈমি-
তিক শ্রাদ্ধে কাম এবং কালের, কাম্য শ্রাদ্ধে ধূরি এবং লোচনের, পার্শ্ব
শ্রাদ্ধে পুঙ্করবা এবং মাত্রবসের বিশেষ অধিকার উক্ত হইয়াছে ।

বিশ্বেদেবাগণের আবাহন মন্ত্রেও উহঁদিগের শক্তিরূপতা স্পষ্টাভিধানে
প্রকাশিত হইয়াছে । যথা—

আগচ্ছন্ত মহাভাগাঃ বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ ।

যে যজ্ঞবিহিতা শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্ত তে ॥

হে মহাভাগ ! হে মহাবল ! বিশ্বেদেবাগণ আপনারা আগমন করুন এবং
শ্রাদ্ধের যে স্থলে যিনি বিহিত হইয়াছেন তিনি তথায় অবহিত হইয়া অবস্থিত
হউন ।

বিশ্বেদেবাগণ শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাতৃ শক্তি সমূহ । ইহঁরা শ্রাদ্ধ কৃত্যে সুলভঃ করণ-
রূপেই আহূত এবং পূজিত হইলেন । কিন্তু ইহঁরা শ্রাদ্ধকৃত্যে সর্ব প্রধানরূপে
পূজাই নহেন । শ্রাদ্ধের প্রধানতম উদ্দেশ্য পিতৃগণ । ইহঁরা বহু, ক্রতু এবং
আদিত্যরূপে পূজনীয় । ইহঁদিগের ধ্যান যথা—

প্রসন্নবদনা সৌম্যা বরদং শক্তিপাণয়ঃ ।

পদ্মাসনস্থা দ্বিভুজা বসবোষ্ঠৌ প্রকীর্তিতৌ ॥

প্রসন্ন বদন, সৌম্যমূর্তি, বরদাত্তাব, শক্তিহস্ত, পদ্মাসনাসীন, দ্বিভুজ,—
অষ্টবহু ।

করেত্রিশূলিনোকায় মক্ষিণে চাক্ষয়ালিনঃ ।

একাদশ প্রকর্তব্য কদ্রাত্মকেন্দু মৌলয়ঃ ॥

রামকরে ত্রিশূল, দক্ষিণকরে অক্ষমালা, ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজ-একাদশ রুদ্র ।

পদ্মাসনস্থাদ্বিভূজা পদ্ম গর্ভাকান্তরঃ ।

করাদি স্বক পর্য্যন্তং নালপঙ্কজধারিণঃ ।

ইন্দ্রাঙ্ক দ্বাদশাদিত্যা স্তোত্রোমণ্ডলমধ্যগাঃ ॥

পদ্মাসনস্থ, দ্বিভূজ, পদ্মগর্ভকান্তি, স্বক পর্য্যন্ত উন্নতপদ্মনালধারী, স্বর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্তী, ইন্দ্র প্রভৃতি—দ্বাদশ আদিত্য ।

এই একত্রিংশৎ শ্রাদ্ধদেবতারার সপত্নীক । পত্নীগণ ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট-রূপেই ধোয় । আর মানব দেহধারী পূর্ব্বপুরুষেরাও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া ইহাদিগেরই অত্যন্তরূপে পরিণত হইয়া থাকেন । পিতা বহুরূপে, পিতামহ রুদ্ররূপে, এবং প্রপিতামহাদি আদিত্যরূপে চিন্তনীয় ।

পিতৃগণের স্থান চতুর্মণ্ডলের উর্দ্ধভাগে । এই জন্ত আমাদের এক মাসে পিতৃলোকের একদিন । আমাদের অমাবস্তা পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন এবং সেই জন্ত অমাবস্তা তিথিই পিতৃগণকে ভোজন প্রদান করিবার অর্থাৎ শ্রাদ্ধের মুখ্যকাল বলিয়া নির্দিষ্ট ।

শ্রাদ্ধে করণাধিষ্ঠাতৃ বিংশদেবাংগণ এবং মুখ্য পূজাপাত্র পিতৃগণ ভিন্ন আরও কয়েকটা দেবতার পূজা আছে ; যথা—(১) বাস্তপুরুষ অর্থাৎ যে বাটীতে শ্রাদ্ধ হয় সেই বাটীর অধিষ্ঠাতৃদেব (২) যজ্ঞেশ্বর অর্থাৎ যজ্ঞমাত্রেরই অধিষ্ঠাতৃ নারায়ণদেব (৩) ভূস্বামী পিতৃগণ অর্থাৎ যে ভূমিতে শ্রাদ্ধ হয় সেই ভূমির স্বামীর পিতৃপুরুষরূপ দেব (৪) সগন্ধ দেশে (অর্থাৎ গঙ্গাগর্ভজাত দেশে) গঙ্গাদেবীর—ইহাদিগের প্রত্যেকের পূজা করিয়া এক একটা ভোজ্য দান করিতে হয় ।

এই অনুষ্ঠানগুলির পরে শ্রাদ্ধ করিবার অমুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রকৃতশ্রাদ্ধ কার্যের আরম্ভ । ঐ কার্যের মুখ্য উদ্দেশ্য মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে ভোজন দান । মৃত ব্যক্তিকে ভোজন দান প্রতিনিধি গ্রহণ দ্বারাই হইতে পারে । অতএব শ্রাদ্ধে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিনিধি গ্রহণ করাই সর্ব্ব প্রধান অনুষ্ঠান ।

পূর্ব্বকালে বিদ্যা, চরিত্র এবং আচারপুত ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত করা হইত । এখন তেঁমন ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়াছে মনে করিয়া শ্রাদ্ধকৃত্যে আর সাক্ষাৎ প্রতিলোক প্রায়ই ব্রাহ্মণের নিম-

স্থগ হয় না । কুশের দ্বারা দর্ভময় ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিয়া তাহাই পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে । সেই কুশময় বটুকেই আসন, পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং ভোজনাদি প্রদান করা হয় এবং তাহাকেই বাক্ষত হইয়া থাইতে বলা হয় ।

আমার বিবেচনায় সর্বপ্রকার শ্রাদ্ধে এবং সকল স্থানে এবং সকল অবস্থাতে দর্ভবটুর নিয়োগ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে । পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণ খুব ভাল ছিলেন, এখন তেমন ভাল নাই, একথা স্বীকার করিলেও এখন যে কেবল দর্ভময় ব্রাহ্মণেরই নিয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ স্বীকার করিতে পারা যায় না । সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতার স্বরূপ মনে করিয়া যখন অনেকা-নেক ব্রাহ্মণের স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতেছে, মন্ত্রী এবং হিতৈষী এবং স্মার্ত্ত কার্য্যকলাপ সম্পাদনে সক্ষম বিবেচনা করিয়া যখন সুবহু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করা চলিতেছে, যখন ধর্ম্ম্যব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ব্রাহ্মণ শ্রুতিদিগের মতানুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি সমুদয় ক্রিয়া কাণ্ড নির্বাহ করা যাইতেছে, তখন যে পূর্বপুরুষদিগের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এমত মনে করা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ শাস্ত্রে যেক্রপ ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে প্রাশস্ত্য উল্লিখিত হইয়াছে সেই কথার বিচার করিয়া দেখিলে কোন অদ্ভুত গুণসম্পন্ন না হইলে কেহ যে, শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, এমত বুঝা যায় না । শাস্ত্র বলেন—

সম্বন্ধিনস্তথা সর্বান্ দৌহিত্রং বিটপতিং তথা ।

ভাগিনেয়ং বিশেষণ তথাবন্ধুন্ গৃহাধিপান্ ॥

সকল কুটুম্ব বিশেষতঃ দৌহিত্র, ভগিনীপতি, ভাগিনেয় এবং গৃহকর্ত্তার বহুবর্গ—ইহারা শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণে প্রশস্ত ।

শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ নির্বাচনে যে গুণবর্ত্তার বিশেষ আতিশয্যের প্রতি দৃষ্টি অনাবশ্যক, তাহা আরও পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—

যন্ত্ৰাসন্নমতিক্রম্য ব্রাহ্মণংপতিতাদৃতে ।

দূরস্থং ভোজয়েন্মুঢ়ো গুণাঢ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥

পাতিত্যদোষশূন্য সন্নিধিনিবাসী ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যে মুর্থ, দূরবর্ত্তী গুণাঢ্য ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করে সে নিরয়গামী হয় ।

উল্লিখিত দুইটি বচনের তাৎপর্য এই যে, নিজ কুটুম্ব এবং প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধকৃত্যে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এই কার্যে অতিশয় গুণাঢ্য ব্রাহ্মণের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কুটুম্ব এবং অপতিত প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ না পাওয়া গেলেই কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা—

ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্ ।

শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্বিপ্রেষু দাপয়েৎ ॥

ব্রাহ্মণ না পাওয়া গেলেই কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ নির্বাহ করিয়া পরে দ্রব্যাদি সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিবে।

আমার বিবেচনায় এইরূপ করাই ভাল। সর্বস্থলে দর্ভবটুর ব্যবহার অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক। পূর্বের স্থায় বিত্তাবান্ এবং আচারবান্ ব্রাহ্মণ নাই এরূপ বোধটীও অপ্রকৃত এবং অনিষ্টকর।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাঁহারা তপোবলে অতি বলীয়ান্ ছিলেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পরিতেন—এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া যাহারা একান্ত মুগ্ধের স্থায় এখানকার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা সমাজবন্ধনের সমূহ হানি করেন, সন্দেহ নাই। মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্টকর। পূর্বকালের ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে যে সকল অত্যাধিক প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, সে গুলির অক্ষরার্থে বিশ্বাসও মিথ্যা বিশ্বাস, অতএব হানিজনক! তখন ভাল ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক ছিল এখন কম হইয়াছে, এই পর্যন্ত বুঝিয়া রাখিলেই ঠিক হয়, তদধিক কিছু করিতে গেলেই ভুল হয়। যে স্বজাতিবিদ্বেষ দোষে আর্য্য সমাজ জর্জরিত, শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন প্রদানে সজীব ব্রাহ্মণের একান্ত পরিহার তাহারই অগ্রতম উদাহরণ মাত্র।

যদি স্বজাতি-বিদ্বেষ পরিহারপূর্বক প্রকৃত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অনুযায়ী হইয়া শ্রাদ্ধে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করা যায় এবং তাঁহাকে মন্ত্রাদি পাঠ সহকারে যথোচিতরূপে ভোজন করান যায়, তাহা হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে কেমন ভক্তি এবং যত্ন সহকারে ভোজন করাইতে হয় এবং কেমন সতর্কতা সহকারে দ্রব্যাদির পবিত্রতা রক্ষা করিতে হয়, তাহার একটি আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিন্তু তাহা হইলেও কোন এক ব্রাহ্মণকে মন্ত্র পড়িয়া খাবার দিলে যে শ্রাদ্ধ-কর্তার পূর্ব পুরুষের খাওয়া হয় এ বিশ্বাসটি সহজে জন্মে না। কিন্তু

যেখানে সেই বিশ্বাস থাকে, সেই স্থানেই শ্রদ্ধাকৃত্য হইতে পারে, অতএব হয় না । শ্রদ্ধার অর্থ শ্রদ্ধাসহকৃত দান । শ্রদ্ধার অর্থ বিশ্বাস । অতএব যদি শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস হয় যে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই শ্রদ্ধ-কর্তার পূর্ব পুরুষদিগের তৃপ্তি হইবে, তাহা হইলেই শ্রদ্ধাকৃত্য সম্পন্ন হইতে পারে ।

কিন্তু শাস্ত্রই বা ঐ কথা কিরূপে বলিবেন ? অনুমান হয় যে শাস্ত্রসম্মত কথাগুলি এইরূপ — আত্মার বিনাশ নাই ; স্মৃতরাং দেহটা ভস্মীভূত হয় বলিয়া আত্মাধিষ্ঠিত পিতৃ দেবতার তৃপ্তিগ্রহণ সামর্থ্য নষ্ট হয় না, এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে সর্বের সর্বাঙ্গকতা স্বীকার হইয়া আছে, তাহাতেই অভীষ্ট ব্রাহ্মণ ভোজনে পূর্ব পুরুষের তৃপ্তি সিদ্ধি হয় ।

এই স্থলে একটা প্রকৃত কথা বলি । কোন ব্যক্তি একটা বালকের প্রতি স্নেহ হইয়া তাহাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করিয়াছিলেন এবং যত্ন পূর্বক পুত্র-নির্বিশেষে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন । ভাগ্যবলে বালকটা বেশ এক জন কৃতী পুরুষ হইয়া উঠিল । কিন্তু কোন সময়ে একটা অত্যাচারণ করায় আপনার সেই পূর্বোপকারীর বিরাগভাজন হইয়া পড়িল । সেই বিরাগে লোকটা বড়ই ক্ষুণ্ণমনা হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া কৃতোপকারের ঋণ পরিশোধ করিবে, তজ্জন্ত চিন্তাকুল হইয়াছিল । এমন সময়ে এক জন পরম জ্ঞানী পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং কথায় কথায় তিনি আপনার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন । জ্ঞানী পুরুষ বলিলেন—“যিনি তোমার উপকার করিয়াছেন, তিনিও খুব সৌভাগ্যশালী পুরুষ । তিনি দুর্বস্থায় পতিত হইলে তুমি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পার, এবং তোমার ঋণ শোধ হয়, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা করাতেও পাপ আছে, অতএব তুমি প্রতিনিধি গ্রহণরূপ চরমোপায় অবলম্বন কর, অর্থাৎ তুমি বাল্যকালে যেমন দীনহীন ছিলে সেইরূপ দীনহীন কাহাকেও সন্মান করিয়া বাহির কর এবং তোমার প্রতি যেরূপ যত্ন প্রদর্শন হইয়াছিল, তুমি তাহার প্রতি সেইরূপ যত্ন প্রদর্শন কর । তাহা হইলেই তোমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন হইবে এবং তোমার ঋণের পরিশোধ যতদূর হওয়া আবশ্যক তাহাও হইবে । সকলেই সেই একের মূর্ত্তিভেদ বহিত নয় ।”

“সকলেই সেই একের মূর্ত্তিভেদ বহিত নয়”—অর্থাৎ “সর্বং সর্বাঙ্গকং” । স্মৃতরাং দেখা গেল যে, যে সমস্ত জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্গাণোস্ত্রের অঙ্গীভূত,

শ্রাদ্ধকৃত্যের বাহুভাগে তাহা পূর্ণাবয়বে প্রকটিত না হইলেও শ্রাদ্ধকৃত্যের অভ্যন্তরে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা সহকারে সেই একই বোধটা পূর্ণ মাত্রাতেই বিরাজিত রহিয়াছে।

অপর যে যে জাতির মধ্যে পিতৃ পুরুষের স্মরণসম্বৃত শ্রাদ্ধানুরূপ কোন কৃত্য বিद्यমান আছে, তাহাদের কাহাতেও এই উচ্চতম ভাব দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা বিশেষতঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পতি এবং পুত্র কন্যাতির সমাধিস্থানে গিয়া থাকেন এবং গোরের উপর পুষ্প বিক্ষেপ করেন এবং শোক করেন এবং ঈশ্বরের নিকটে অথবা সাধুদিগের নিকটে মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অক্ষয় স্বর্গ কামনা করেন। কিন্তু এই কার্য্য পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদিগের ধর্মশাস্ত্রোপদিষ্ট নয়—ইহা ঘাহারা করেন তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়া থাকেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সমাধি সমীপে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা এবং কোরাণ পাঠ করা অতি সংকার্য্য বলিয়াই প্রশংসিত এবং তাহা মৃত ব্যক্তিরও সদগতির পক্ষে সহায় স্বরূপে গণ্য হয়। ঐ ভাবের অবলম্বনেই মুসলমানদিগের জগদ্বিখ্যাত হম্ম্যাকীর্তিসমূহ সংস্থাপিত হইয়া আছে।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে (চীন, জাপান এবং ব্রহ্মাদি দেশে) শ্রাদ্ধকৃত্য অতি বাহুল্যরূপেই নির্বাহিত হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আত্মশ্রাদ্ধ, নবমাসিক শ্রাদ্ধ এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনেক প্রকার শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে এবং সে গুলিতে ভূরি দান এবং বাদন, নর্দন, ক্রন্দন, কীর্ত্তনাদি যথেষ্ট হয়। বৌদ্ধ দেশে পিতৃ পুরুষদিগের নামে সংস্থাপিত হম্ম্যাকীর্তির অভাব নাই। কিন্তু বৌদ্ধ জাতীয়েরা কেহই মৃত ব্যক্তির প্রতিভূস্বরূপ অপর কাহাকেও কল্পনা করিয়া লয় না। তাহারা যে বস্ত্র ভোজ্যাদি দান করে তাহা সাক্ষাৎ পিতৃ-পুরুষের জীবাশ্মকেই দান করিতেছে মনে করিয়া দান করে; যেন সেই মৃত ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছেন এবং যেন কোন অল্পজ্ঞা বা উপদেশ প্রদান করিবেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে নিজের মুখচক্ষের ভাব ভঙ্গী এইরূপ করিয়া অতি বিনয় এবং প্রযত হইয়া থাকিতে হয়।

আর্য্যের শাস্ত্রই সকল দিকে গ্রাম-সঙ্গত হইয়া চলেন! ইহাতেই “সর্বং সর্বাশ্রয়কং” এই মহাবাক্যটা আছে। সুতরাং ইহাতেই প্রতিভূ স্বীকারের

পথ স্ৰবিস্তৃত । ইহাই শ্রাদ্ধকৃত্যে পিতৃপুরুষগণের পরোক্ষ অধিষ্ঠান প্রদান করিতে সক্ষম ; ইহাই পিতৃগণকে দেবতারূপী করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-শরীরে স্থাপনা করিতে পারে ।

শ্রাদ্ধকৃত্যের মন্ত্রগুলিতেও বহুত্বের সহিত একত্বের মিশ্রণ দেখা যায় অথবা একত্বের উপরে বহুত্বের আবরণ মাত্র, অন্তর্ভাগে একত্বের বীজ বিস্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্রাদ্ধকৃত্যের মধ্যে প্রধানতম পার্শ্বগণ শ্রাদ্ধের কতকগুলি মন্ত্রের তাৎপর্যার্থ লেখা যাইতেছে ।

(১) গায়ত্রী । ইহার তাৎপর্য্য অত্র প্রকরণে উক্ত হইয়াছে ।

(২) “দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি—এই মন্ত্রটি অনেকবার পাঠ্য । ইহার তাৎপর্য্য এই—দেবতা, পিতৃগণ, মহাযোগী সকল, স্বধা [পিতৃপত্নী] এবং স্বাহা [অগ্নি-পত্নী] ইহাদিগকে নমস্কার করি, যেন নিতাই এইরূপ জিয়ার [পিতৃপুরুষের তৃপ্তিসাধন ক্রিয়ার] অনুষ্ঠান হয় ।

(৩) “মধু বাতা” ইত্যাদি । এইটিও অনেকবার পড়িতে হয়—সমস্ত ঋতুর বায়ুগণ মধুময় হউক, নদীগণ মধুক্ষরণ করুক, ওষধি সকল মধুফল প্রদান করুক, রজনী মধুরূপ হউক, প্রাতঃকাল মধুযুক্ত হউক, পৃথিবীর ধূলাও মধুময় হউক, আকাশ মধুময় হউক, পিতা মধুযুক্ত হউন, সূর্য্য মধুময় হউন, এবং গো সকল মধুমতী হউক । [সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পিতৃপুরুষের তৃপ্তিসাধক হইয়া থাকুক স্তব্রতাং আমরাও সন্তুষ্টচেতা হইয়া থাকি ।]

(৪) “অগ্নিদগ্ধা” ইত্যাদি—আমার বংশে বাঁহারা অগ্নিদানে মৃত হইয়াছেন অথবা বাঁহাদের দাহ সংকার হয় নাই, ভূমিতে দত্ত এই পিণ্ড দ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হউন এবং তৃপ্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হউন ।

(৫) “যেষাং ন মাতা” ইত্যাদি—বাঁহাদের পিতা মাতা এবং বন্ধুবর্গ অন্ন-দাতা কেহই বর্তমান নাই এবং বাঁহাদের অন্নসিদ্ধি নাই, পৃথিবীতে প্রদত্ত এই পিণ্ড তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে স্তব্রতায় লোকে লইয়া যাউক ।

(৬) “বাজে বাজে” ইত্যাদি—বিপ্রমূর্ত্তিধারী এবং অমৃত দেহ প্রাপ্ত [বিগ্রহ, এবং বিগ্রহস্থচিত দেব শরীর বা জ্ঞানময় বস্তু, উভয়ের অবরোধ ব্যতিরেকে পূজা হয় না] পিতৃগণ এই দত্ত অন্নকে রক্ষা করুন এবং যে যে

সময়ে অন্ন পরিকল্পিত হয় সেই সেই সময়ে অন্নের রক্ষা করুন, আর আমাদিগের ধনাদি দ্রব্যকেও রক্ষা করুন, এবং এই অন্ন সম্বন্ধীয় মধু গ্রহণপূর্বক তৃপ্তিলাভ করুন, এবং দেবগণ যে মার্গ দ্বারা গমন করেন সেই প্রসিদ্ধ পথে গমন করুন।

(৭) “আমাবাজন্তু” ইত্যাদি—শ্রাদ্ধদত্ত অন্নের ফল আমাকে বার বার প্রাপ্ত হউক, এই ছাড়া পৃথিবী বিশ্বরূপ আমাকে বার বার প্রাপ্ত হউক, এবং পিতা মাতা আমাকে প্রাপ্ত হউন, এবং পিতৃগণের রাজা সোমদেব আমাকে মুক্তি দানের নিমিত্ত প্রাপ্ত হউন।

(৮) “পৃথিবী তে পাত্রং” ইত্যাদি—বিশ্বাধার পৃথিবী তোমার পাত্র এবং আকাশ তোমার আচ্ছাদন, তুমি অমৃত স্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ব্রাহ্মণের মুখে তোমাকে হোম করিতেছি। [ব্রাহ্মণে বিরাটরূপ দৃষ্ট করিবার বিধি সূচিত হইল।]

(৯) “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে” ইত্যাদি—বিষ্ণু তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে পৃথিবীর ধূলাও তাঁহার চরণস্পৃষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে [সতরাং সেই পার্থিব রজঃসঙ্গাত] এই ভক্ষ্য হবিও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

(১০) “যা দিবা আপঃ” ইত্যাদি—যে স্বর্গীয় অন্তরীক্ষ সমুত্ত সলিলসমূহ ক্ষীরের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন [শৈত্য মাধুর্যাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াছেন] সেই পানীয় কল্যাণপ্রদ এবং আনন্দপ্রদ হইয়া ব্রাহ্মণগণের হস্তে স্মৃত হুত হউক।

(১১) “তিলোসি” ইত্যাদি—তুমি তিল বলিয়া বিখ্যাত। সোমদেব তোমার দেবতা। তুমি তোমার দাতার স্বর্গ প্রাপক। তুমি আমাদের পিতৃগণকে চিরকাল স্বধা [ব্রাহ্মার মানসীকৃত্য — পিতৃপত্নী] দ্বারা প্রীত কর।

(১২) “যবোসি” ইত্যাদি—তুমি যব বলিয়া খ্যাত, তুমি আমাদের পিতৃগণের কৃত্রিম শক্রবর্গের ভেদ বিধান কর এবং সহজ শত্রুবর্গের সংহতি ন্যূন কর, আমরা তোমাকে স্বর্গগমনের নিমিত্ত, নভোগতির নিমিত্ত, পৃথিবী লাভের নিমিত্ত, উপাসনা করি। পিতৃ সদন প্রাপ্ত লোকেরা শুদ্ধিলাভ করুন। হে যব! তুমি পিতৃদিগের আশ্রয়।

(১৩) “শল্লোদেবী” ইত্যাদি—এই জল আমাদের কল্যাণ প্রদান করুন, এবং অস্তীষ্টসিক্তির নিমিত্ত, এবং কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সন্মুখবর্তী হউন।

(১৪) “দাতারো” ইত্যাদি—আমাদিগের দাতৃগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন, আমাদিগের জ্ঞান, স্তুতি, এবং শাস্ত্র বিশ্বাস অপগত না হউক, আমাদিগের দেয় বস্তু এবং অন্ন বহু হউক, আমরা অতিথি লাভ করি, আমাদিগের নিকটে অনেকে যাক্কা করুক, আমরা কাহারও স্থানে যাক্কা না করি, অন্ন নিত্য বর্দ্ধিত হউক, দাতৃবর্গ শত বর্ষ আয়ু বিশিষ্ট হউন ।

যাহাদিগের উদ্দেশে এই ব্রাহ্মণগুলি [প্রতীভূরূপে] কল্পিত হইয়াছেন তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি হউক, এই সকল আশীর্ব্বাদ সত্য হউক এবং পিতৃ-শ্রেষ্ঠের প্রসন্নতা হউক ।

(১৫) “মহাবাম দেব্য” ইত্যাদি—মহাবামদেব ঋষি বক্তা, বিরাট গায়ত্রী ছন্দ, ইন্দ্র দেবতা শাস্তিকর্ম্মের জপে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ । বিচিত্র ইন্দ্র দেব কোন্ তৃপ্তি সাধনের দ্বারা আমাদিগের সদাকাল বর্দ্ধয়িতা এবং সখা হইবেন, এবং কোন্ অতিশয়িত কর্ম্মের দ্বারা সদাকাল আমাদের পিতা এবং সহায় হইবেন । হে ইন্দ্র ! সোমরূপ অন্নের মদজনক হবির মধ্যে অত্যন্ত মদজনক কোন্ অংশ তোমাকে মত্ত করে ? যে অংশের দ্বারা মত্ত হইয়া দৃঢ় বস্তু অর্থাৎ কনকাদি ধন তুমি দান কর ? হে ইন্দ্র ! আমাদের মিত্র, স্তোত্র, ও ঋত্বিক-বর্গের পালনার্থ তুমি শতরূপ হইতেছ । বহুশ্রবা ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বৃদ্ধি করুন, অন্নপহত গরুড় এবং বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল পোষণ করুন ।

(১৬) “পিতাধর্ম্ম” ইত্যাদি—পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্তা, পিতার সন্তোষ হইলেই সকল দেবতার সন্তোষ হয় ।

শ্রাদ্ধকৃত্য আৰ্য্যধর্ম্মের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়া থাকিলেও উহা আৰ্য্যধর্ম্মের একটা অংশ মাত্র । উহা পিতৃভক্তির অমূল্যলন সঞ্জাত । এই শ্রাদ্ধকৃত্যের সারভূত পিতৃভক্তি অত্যাগ্র ধর্ম্মপ্রণালীতে কি ভাবে অবস্থিত, তাহা একবার দেখিয়া লইলে মন্দ হয় না ।

(১) পিতৃভক্তি সম্বন্ধে চিনীয়াদিগের মত আৰ্য্যশাস্ত্রের শ্রাদ্ধবিধানের সহিত সম্যক্ প্রকারে একীভূত বলিলেও হয় । শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে পিতৃ প্রণাম মন্ত্রে অন্ন কথায় যাহা যাহা বলা গিয়াছে, চিনীয়া ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—“পিতৃ-ভক্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিলেই উহা পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়, উহা দ্বারা চতুঃসাগরাস্তর্গত সমস্ত ভূতল আচ্ছাদিত হয়, উহা

পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইলে অনন্তকালের জন্য বশুভাবের স্তব্ধতাঃ সমস্ত ধর্মভাবের ভিত্তি হইয়া থাকে।”

(২) একমাত্র পিতৃভক্তি হইতেই সাংসারিক সমস্ত ধর্মমূল গ্রহণ করা যাইতে পারে, খৃষ্টধর্ম প্রবর্তকও যেন ইহা মানিতেন বলিয়া বোধ হয়। তাহা না হইলে তিনি পরমেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ পিতৃ সন্মোদন করিতে শিক্ষা দিতেন না। অতএব খৃষ্টীয় মতের পিতৃভক্তি ঈশ্বর ভক্তির প্রতিক্রম স্বরূপ অথবা তৎশিক্ষার সোপান স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য।

(৩) আঙ্গি কালি এক সম্প্রদায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের চক্ষে হিন্দুধর্মটা যাহাই হউক, কিন্তু হিন্দুর ত্যজ্যপুত্র বুদ্ধধর্মই নীতিবিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যাত। সেই ধর্মে পিতৃভক্তির স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে। বুদ্ধদেব আপন পিতারও দীক্ষাগুরু হইয়া তাঁহার সান্নিধ্য প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই আখ্যায়িকার দ্বারা তাঁহার জগৎগুরুত্ব প্রত্যাশিত করিতে গিয়া বুদ্ধধর্ম পিতৃভক্তিকে কতকটা খাট করিয়া ফেলিয়াছে। বৌদ্ধেরা দয়াকেই সকল ধর্মের ভিত্তি বলিয়া লইয়া থাকেন।

(৪) মুসলমান ধর্মেও পিতৃভক্তির স্থান উচ্চ নয়। সমুদায় কোরাণের মধ্যে কোন একটা স্থানেও ঈশ্বরের প্রতি পিতৃ সন্মোদন অথবা পিতৃভাব ব্যক্ত হয় নাই। পেগম্বর সাহেবের স্ত্রীগণের প্রতি যদিও মাতৃভাব ব্যক্ত করা মুসলমান মাত্রের প্রতি বিধেয় বলা হইয়াছে, তথাপি পেগম্বর সাহেবকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতৃ সন্মোদন করিতে স্পষ্টাঙ্গরে নিষেধ আছে। মুসলমান তাঁহার শাস্ত্রো-ল্লিখিত ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান হইয়া থাকিতেই শিক্ষিত—তিনি ঈশ্বরের একান্ত প্রভুভাব এবং আপনার একান্ত বশু ভাবেই নিমগ্ন।

(৫) আর্য্যধর্মের মধ্যেও যাহারা ক্রমবিকাশের লক্ষণ দেখিতে যত্নশীল এবং শেষ বিকাশটীর আদর করিতেই উন্মুখ তাঁহারা গুনিতে পান যে সমস্ত পুরাণ, স্মৃতি এবং তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ হইয়াও নবদীপাবিভূত মহা-প্রভুও তাঁহার প্রবর্তিত প্রণালীতে পিতৃভক্তির স্থান তেমন উচ্চ স্থাপন করেন নাই, কারণ তাঁহার অনুগামীরা বলেন যে, তিনি আবেশ-কালে বুদ্ধা মাতা শচীদেবীর মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নব-লক্ষণা ভক্তির অতীত একটা মধুর ভাবের আবিষ্কার করিয়া সন্নিভাব অথবা

পতিপত্নী প্রেমকেই জীবন প্রেমের আদর্শভূত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরাই জগদীশ্বরকে প্রাণেশ্বর বলিয়া থাকেন।

আর্য্যধর্ম্মের একাঙ্গ মাত্র এবং অগ্ৰাণ্ড ধর্ম্ম প্রণালীর সমস্ত লইয়া তুলনা করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে আর্য্যধর্ম্মই পূর্ণ—অপর সকল আংশিক এবং কোন কোনটি অতিভাবুকতা দোষে ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায় ।

ব্রত, পূজা, পর্কাদির বিষয় ।

আজ কাল সকলে ধর্ম্মের মতবাদ ও বিচার লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু ব্রত পালন দ্বারা সংযম, একাগ্রচিত্ততা, পরোক্ষদৃষ্টি দান প্রভৃতির সদভ্যাস যে ধর্ম্ম শরীরের একটি প্রধান অঙ্গ তাহা কেহ দেখেন না। স্ননীতি ও সদাচার পরামর্গ হইবার এবং ঐ পথে উৎকর্ষ পাইবার জন্ত ব্রত পালনের শিক্ষা মুখ্য উপায়। ব্রত = সদাচারের অভ্যাস = ডিসিপ্লিন।

এই অধ্যায়ে ব্রত, পূজাদি কৃত্যের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইবে। অগ্ৰাণ্ড অধ্যায়ের গ্রন্থ এই অধ্যায়েরও প্রধান অবলম্বন স্মার্ত্ত শিরোমণির অষ্টাবিংশ-তম। কিন্তু স্মার্ত্ত শিরোমণির কৃত্য-তত্ত্বে যে সকল ব্রত পূজাদির উল্লেখ আছে সেগুলি কেবল আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত। এই অধ্যায়ে কিয়ৎ পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইয়াছে। কারণ কোন্ কোন্ ব্রত পূজাদি সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপক, তাহা জানিবার জন্ত সহজেই কৌতূহল হয়; এবং এখন রেলওয়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ পরস্পর সংযোজিত হওয়ায় ঐ কৌতূহলের পূরণ পূর্ক্যাপেক্ষায় স্বল্পায়সসাধ্য হইয়াছে। কৌতূহল পূরণের উপলক্ষে অনেকানেক প্রকৃত তথ্যেরও অবগতি এবং বিসম্বাদের মীমাংসা হইতে পারে।

দ্বাদশ মাসের যে পর্কাহ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে (১) অনেকগুলি পর্ক ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশ সাধারণ; (২) অপর কতকগুলি একই সময়ে এবং একই অস্থানে নির্বাহিত হয় বলিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও এক বলিয়া বিবেচ্য; আর (৩) কয়ে-

কটা কৃত্য নামে এবং অনুষ্ঠানে এইরূপ হইয়া কালে বিভিন্ন হইলেও এক বলিয়া ধর্তব্য।

পর্বাহ তালিকার পরীক্ষায় ইহাও প্রতীতি হইবে যে, এক প্রদেশে যাহা সামান্য কৃত্য, প্রদেশান্তরে তাহাই ব্রত, এবং অন্য প্রদেশে তাহাই আবার অতি প্রসিদ্ধ পূজা। ইংরাজী শিক্ষিতেরা যে ক্রম-বিকাশ-বাদকে ইউরোপের অভিনব আবিষ্কার মনে করিয়া পরম সমাদর করেন, পর্বাহ তালিকার মধ্যেও সেই সূত্রের যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতেছে, কার্তিক মাসের যে শুক্লা নবমীতে দাক্ষিণাত্যেরা স্নান দান মাত্র করেন, পঞ্জাব, কাশ্মীর এবং গুজরাট প্রদেশে সেই শুক্লা নবমীর নাম দুর্গা নবমী এবং তাহাতে উপবাসাদি করিয়া ব্রত করিতে হয়। আবার আমাদের বঙ্গদেশে ঐ শুক্লা নবমীই জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। একরূপ হইবার কারণ, দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণু-তন্ত্রতা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীদিগের অপেক্ষাকৃত শক্তিতন্ত্রতা এবং বঙ্গবাসীদিগের ততোধিক শক্তি-তন্ত্রতা। কিন্তু দুর্গানবমীর সম্বন্ধে যেমন দেশভেদে উহার বিভিন্ন পরিণামের হেতু পাওয়া গেল, অপরূপ সকল কৃত্যের স্থলে পরিণতির হেতু তেমন সহজে আবিষ্কৃত হয় না। সেই সকল স্থলে শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেশকালভিত্তিক মহাশয়দিগের অনুসন্ধিৎসা উদ্ভিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আরও একটা বিষয়ে বুদ্ধিমান, বিচক্ষান এবং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি উদ্ভিক্ত হওয়া উচিত। স্থলতঃ বলা যায় যে, ধর্ম্মা ব্যাপার মাত্রেরই তিন প্রকার তাৎপর্য্য হইয়া থাকে। এক প্রকারকে আধ্যাত্মিক বলা যায়, অপর দুই প্রকারের নাম আধিতৌতিক এবং আধিদৈবিক। অনেকানেক স্থলে ধর্ম্মকার্য্যগুলির এই তিন প্রকার অর্থই কার্য্যানুষ্ঠানের মতাদিতে সুব্যক্ত থাকে। কিন্তু সর্ব্ব স্থলে সমান ভাবে থাকে না এবং শাস্ত্রশিক্ষার ন্যূনতা এবং গুরুপন্থের ঋকতা নিবন্ধন, ধর্ম্মাক্রিয়া সকলের যে, তাৎপর্য্যগুলি অতি বিস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া নাই, সেগুলি উন্মুক্ত করিবার জন্ত তেমন চেষ্টাও হয় না; সুতরাং ঐ সকল তাৎপর্য্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। সেগুলির যথাসাধ্য উন্মোচন চেষ্টা করা আবশ্যিক। যদি গুরুবাক্য স্বরূপতঃ স্থতিপণাকৃত থাকে এবং তাহা অবিকল অনুবাদ করিতে পারা যায়, তবে অবশ্যই কতক লুপ্তার্থ প্রকাশিত হইয়া কিছু ফল দর্শিতে পারে।

পূর্বোল্লিখিত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ প্রকারে ভাবগ্রহ করা আধ্যাত্মিক ই বিশিষ্টরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে । সচেতন জীব শরীরের সহিত পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপারের যে সম্বন্ধ হয় তাহা হৃদয় এবং অন্তর্দর্শনে অভ্যন্ত ব্যক্তিমানেরই অন্তঃকরণে উল্লিখিত ত্রিবিধ ভাবের উৎপত্তি করে । প্রথমতঃ, আত্মাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আরোপসম্বৃত সেই বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতি জন্মিলেই উহার আধিভৌতিক ভাব উৎপন্ন হয় । দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দ্রষ্টার আত্মায় আরোপিত হইয়া উহাতে শক্তিগুণাদির অনুভব হইলে অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞান জন্মে ; ইহা হইতেই আধিদৈবিক ভাবের উৎপত্তি । তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর শক্তি বা গুণময় রূপ দ্রষ্টার আত্মায় প্রতিভাত হইলে আধ্যাত্মিক ভাবের গ্রহণ হয় । কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা উল্লিখিত লক্ষণগুলিকে বিশদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা যাইতেছে । (১) তোমার সম্মুখে একটি পদ্মকুল রহিয়াছে । তুমি সেই পদ্মের গোলাকার, সৌগন্ধ, কোমলতাদি অনুভব করিয়া পদ্মকে যে সকল গুণের আধার জ্ঞান করিতেছ, তাহাতেই উহার আধিভৌতিক ভাব জন্মিয়াছে । তুমি যখন সেই পদ্মকে শোভার আরাধন্যরূপ মনে করিয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীর অনুভব করিতেছ, তখন তোমার মনে আধিদৈবিক ভাবকে আপনার অন্তর্নিহিত করিয়া হৃদয় পদ্মে পরম পুরুষের স্থান নিরূপণ করিতেছ, তখন তোমার আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হইতেছে । (২) এখানে সেখানে অনেক স্থলেই জল দেখিয়া জলের গুণ জানিলে, আধিভৌতিক জ্ঞান জন্মিল । জল শরীরের ক্লেশ নষ্ট করে, পিপাসা অপনীত করে, মাতৃস্তনের দ্বারা পোষণ করে জানিয়া যখন উহাতে শক্তির আরোপণ করিলে তখন তোমার হৃদয়ে জলদেবতার আবির্ভাব হইল । অনন্তর যখন জলকে আদিম সৃষ্ট বস্তু জানিয়া তাহার স্রষ্টাকে শিবতম রসস্বরূপে আপনাতে স্মরণ করিলে তখন জলের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ হইল । (৩) সূর্যালোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইতেছে জানিয়া আধিভৌতিক জ্ঞান জন্মিল । সূর্য্য শক্তি দ্বারা সর্ব প্রকার স্পন্দন হইতেছে জানিলে আধিদৈবিক বোধ উপস্থিত হইল । জগতের পক্ষে সূর্য্য ও যাহা শরীরের পক্ষে হৃৎপিণ্ড তাহা এবং যিনি হৃদয়াধার তিনিই জ্ঞানাধার এই প্রতীতি হইলে আধ্যাত্মিক ভাবোদয় হইল ।

বস্তুতঃ সকল বিষয়গুলিই আমরা এই ত্রিবিধরূপে বৃত্তি হইতে চাই এবং তাহা

না পাইলে আমাদের ক্ষোভ মিটে না। সুতরাং পরীক্ষাকৃত্য গুলির সম্বন্ধেও ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হওয়ার প্রয়োজন আছে। ঐরূপ ব্যাখ্যার পথ ষেক্ষপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইবে।

(ক) জীব সমষ্টির নাম ব্রহ্মা একথা বহুকালাবধি শুনা যাইতেছে। ব্রহ্মার ধ্যানে যে যে উপাদানের সন্নিবেশ আছে সেই উপাদান গুলির অর্থবোধ করিতে পারিলেই ঐ চির প্রচলিত বাক্যের তাৎপর্য্য বোধ হইতে পারে। (১) ব্রহ্মা ঘোর রক্তবর্ণ। রক্ত বর্ণটা রাগের বা বাসনার বোধক। জীবে বাসনা আছে। জীবে শুদ্ধ বাসনা আছে এমনত নয়। শাস্ত্র এবং দর্শন উভয়ের মতে বাসনাই জীব জনমের হেতু। অতএব রক্তবর্ণতা জীবের বোধক। (২) ব্রহ্মা চতুর্মুখ। এই চতুর্মুখ শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, যথা (অ) ভূচর, জলচর, খেচর, উভচর; (আ) জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ; (ই) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; (ঈ) ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব বেদ চতুষ্টয়। স্থলভেদে এই চারি প্রকার ব্যাখ্যাই সম্ভব হয়। (৩) ব্রহ্মা অক্ষমালাধারী। অক্ষ * শব্দে ইন্দ্রিয়, অতএব অক্ষমালা অর্থে ইন্দ্রিয় সমূহ। জীবে ইন্দ্রিয় সকল আছে। (৪) ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী। কমণ্ডলু + শব্দে জলের বিবিধরূপের সংরক্ষণ বুঝায়। বস্তুতঃ জীব শরীর জলেরই বিবিধ বিকার সম্ভূত। জলের একটী নামই জীবন। (৫) ব্রহ্মা হংস-বাহন। হংস † শব্দে নিশ্বাস প্রশ্বাস। জীব মাত্রেই নিশ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া ‡ বাঁচিয়া থাকে।

অতএব বুঝা গেল যে, জীব সমষ্টি যেমন ব্রহ্মার অধিভৌতিক ভাব তেমনি জীবের সৃষ্টি কর্তৃত্ব তাঁহার অধিদৈবিক ভাব এবং আত্মাতে যে রজোগুণাত্মক বাসনা প্রতিভাত হয়, তাহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব।

(খ) শুনা গিয়াছে যে, মনুষ্যবুদ্ধিতে চিন্ময় পরব্রহ্মের যত প্রকার রূপ কল্পনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর রূপই অতি সুসঙ্গত। এস্থলে

* অক্ষমালা।—অক্ষাণাং ইন্দ্রিয়ানাং শ্রেণীতি অক্ষমালা।

† কমণ্ডলু—কস্য জলস্য মণ্ডং (মণ্ডং) লাতি রক্ষতি ইতি কমণ্ডলু।

‡ হংস—হংসো গহিয়াতি সকারেন নিশ্বংসুনঃ।

§ হংসেতি সততং যন্ত জীবো জগতি সর্বদা।

বিষ্ণুর ধ্যানে যে যে উপাদানের কথা আছে, সেগুলির প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বিষ্ণু শ্রাম বর্ণ। মেষ শূত্র আকাশের বর্ণও শ্রাম এবং শ্রাম বর্ণটি সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্ভিদদিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকরী। তন্নিম্ন, মেষ ও সূর্য্যকে ধারণ করত আকাশ বিশ্বপালন কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর চারি হস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অত্র হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতা ঐ চারিটি দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার, উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐ গুলি কি ? শঙ্খ বস্তুটি শব্দের চোতক এবং শব্দ আকাশের গুণ*। অতএব শঙ্খ আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কাল-চক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা + শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাঙ্ক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্ত বিস্তার, অথগু দণ্ডায়মান অনন্ত কাল, জ্ঞান এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণ মাত্র জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপ কল্পনাও হইয়াছে! তৃতীয়তঃ বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় ‡ শব্দে বাঙ্‌ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা ঔপনিষদ পুরুষ বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে, আকাশ বা বিষ্ণুপদ ঐহার আধিতৌতিকরূপ, আধিদৈবিক-ভাবে তিনি পালনকর্তা বিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।

(গ) যদি মহাদেবের ধ্যান লইয়া বিচার করা যায়, তবে প্রথমতঃ তাঁহার শুভ্রবর্ণতা লক্ষিত হয়। স্বেতবর্ণে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণ বুঝায় এবং সকল বর্ণের সম্মিলন বুঝায়, অর্থাৎ উহা নির্বিকৃত এবং সাম্যাবস্থার চোতক। কাহার সাম্যাবস্থা ? বাহাতে বর্ণের ণ কল্পনা হইয়াছে সেই অজীবী প্রকৃতির অর্থাৎ গুণত্র-

* শব্দ—শব্দং গুণম্ কাশং।

† গদা ধাতু ভাষণ বা প্রকাশার্থ কর্তৃগাচ্য অচ্‌প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ।

‡ গরুড়—গৃ নিগরণে ধাতু উর প্রত্যয়যোগে গরুর ২য় সাম্যাব গরুড়।

§ গুণের কল্পনা—“অজামেকাং লোহিত গুরুত্বাং”।

য়ের সাম্যাবস্থা বলিতে হইবে। সেই সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি ক্রিয়া নিবৃত্ত, স্মৃতরাং উহা মহাপ্রলয়বোধক। দ্বিতীয়তঃ শিবের হস্তস্থিত ত্রিশূলটীও কিঞ্চিং বিশিষ্টতা সহকারে ঐ ভাবেরই স্ফোটক। ত্রিশূলের উপরিভাগের তিনটি ফলা অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, এবং তমোগুণ পরস্পর পৃথকভূত, অতএব উহা সৃষ্টিকালকে বুঝায়। কিন্তু ত্রিশূলের নিম্নভাগে ঐ তিনটি ফলা একত্রিত হইয়া আছে, অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইয়াছে। ঐ অবস্থার নামই মহা প্রলয়। অতএব মহাদেবে সৃষ্টিকাল এবং লয়-কাল উভয় কালই বুঝা যায়। তৃতীয়তঃ মহাদেবের অপর হস্তে ডমরু যন্ত্র। ডমরু বাণ্যন্ত্র শব্দের স্তোপক, স্মৃতরাং আকাশের বোধক। চতুর্থতঃ মহাদেব ত্রিনেত্র। নেত্র তিনটি—চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, স্মৃতরাং তিনি বিরাটরূপ। পঞ্চমতঃ মহাদেবের বাহন বৃষ। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। ধর্ম্মই চিরকাল স্থায়ী, এমন কি প্রলয় কালেও স্থায়ী। এই জন্ত প্রলয়ের অবসানে পুনর্বার যে সৃষ্টি হয়, তাহাতে পূর্ব্বার্জিত ধর্ম্মানুসারেই জীবের মধ্যে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

অতএব বুঝা গেল যে, মহাদেবের আধিভৌতিক ভাব সৃষ্টি এবং প্রলয় সমন্বিত মহাকাল। তাহার আধিদৈবিক ভাব মহাকালের ধ্যানগম্য দেবরূপ, এবং তাহার আধ্যাত্মিক ভাব সমাধি।

সম্ভাবনামার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই ত্রিদেবের ধ্যান যেক্রমে বর্ণিত হইয়া আছে, তাহাই একে একে বিচারিত হইয়া উহাদিগের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ভাব প্রকটিত হইল। তন্নিম্ন ঐ বিচার দ্বারা ইহাও প্রকাশিত হইল যে, আর্য্যশাস্ত্র (১) পরব্রহ্মের রূপ কল্পনায়, চতুর্হস্ত, (২) বিরাটের রূপ কল্পনায়, ত্রিনেত্র, (৩) মহাকালের রূপ কল্পনায় শুভ্রবর্ণ এবং ত্রিশূলহস্ত এবং (৪) জীবের রূপ কল্পনায় রক্তবর্ণতা ও চতুর্মুখতা প্রদান করিয়া আপনার অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ণিত চারিটি সূত্রের স্মৃতি জাগরুক রাখিয়া অত্যান্ত দেবদেবীর মূর্ত্তির বাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে অনেকানেক নূতন ভাবের প্রকাশ এবং নূতন নূতন সূত্রেরও আবিষ্কার হয়। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সকল দেবতার ধ্যান সেই পরব্রহ্মের পূর্ণ বা অপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা মাত্র। স্মৃতরাং অভেদ জ্ঞান-সম্পন্ন আর্য্যশাস্ত্র দেবতার নাম এক রাখিয়াও ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানে

পরব্রহ্মের অংশ বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে করিতে পারেন যথা ;—মহাদেব কোন ধ্যানে পরব্রহ্ম, কোন ধ্যানে মহাকাল, কোন ধ্যানে জীব, কোন ধ্যানে পৃথিবী বা জল স্বরূপ । এই কথার উদাহরণ স্বরূপে অপর কয়েকটি দেবমূর্তি লইয়া বিচার করা যাইতেছে ।

(ঘ) কালিকাদেবীর ধ্যানে দৃষ্ট হয় যে, তিনি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভূজা, গলে মুণ্ডমালা এবং হস্তে সত্ত্বচ্ছিন্নমুণ্ডধারিণী, অভয়া এবং বরদাত্রী, দিগম্বরী এবং মুণ্ডমালার রক্তে ভূষিতা, দুইটী শর বা বাণ ইহার দুই কর্ণের ভূষণ, ইনি ঘোর-দংষ্ট্রা, পীনোন্নত পন্নোদরা, শবের কর সংঘাতে বিনিশ্চিতকাঞ্চী ধারিণী, স্কন্ধী দ্বয় হইতে গলদ্রব্ধা, শ্মশানালয়বাসিনী ত্রিনয়ন, মহাদেবের হৃদয়স্থিত, চতুর্দিকে শিবাগণ দ্বারা বেষ্টিত, মহাকালের সহিত বিপরীত-রতাতুরা, এবং সুখ-প্রসন্ন-বদনা ।

এই ধ্যানের মধ্য দৃষ্ট হইতেছে যে, কালিকা চতুর্ভূজা, অতএব প্রথম সূত্রানুসারে ইনি মুক্তিদাত্রী পরব্রহ্মস্বরূপা ; কালিকা ত্রিনয়না, অতএব দ্বিতীয় সূত্রানুসারে ইনি বিরাট বা বিশ্বরূপিণী ; কালিকা মহাকালের হৃদয়োপরি অবস্থিত, অতএব প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা, অর্থাৎ সৃষ্টিকৃপিণী ; কালিকা কৃষ্ণ-চর্চিতা অতএব (তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ একান্ত অপরিজ্ঞেয়া ইইয়াও) চতুর্থ সূত্রানুসারে জীব-বোধক রক্তবর্ণ দ্বারা বিভূষিত ।

পূর্ব সূত্রগুলির প্রয়োগে এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল । কিন্তু অপর কতকগুলি বিষয় বুঝিবার প্রয়োজন আছে ; যথা (১) মুণ্ডমালা কি ? (২) হস্তধৃত সদ্ভাচ্ছিন্ন মস্তক কি ? (৩) দুইটী কর্ণের ভূষণ শর বা বাণ দুইটী কি ? (৪) জীবের করসংঘাত বিনিশ্চিত কাঞ্চী কি ? (৫) শ্মশানালয় বাস কি ? এবং (৬) শিবাগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকাই বা কি ?

মুণ্ডমালা অর্থে অকারাদি ক্ষকারান্ত অক্ষরমালা । অক্ষর দ্বারা সকল বস্তুরই নামরূপাদি লিখিত হইতে পারে, এইজন্ত অক্ষরমালা সর্ব দ্রব্যের স্বরূপ বলিয়া পরিগৃহীত । অতএব মুণ্ডমালা ভূষণে কালিকা দেবী যে সর্বময়ী তাহাই ব্যক্ত হইল ।

হস্তধৃত ছিন্নমস্তক,—অহং বোধের দ্বারা সর্ব হইতে জীবের বিচ্ছিন্ন ভাব । জীব অভিমান দোষে আপনাকে সর্ব হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করে ; আপনাকে

সর্বোপরি অংশমাত্র মনে করে না, কিন্তু জীব সর্ব কৰ্তৃক ধৃত হইয়া না থাকিলে তাহার স্থিতিই অসম্ভব হয়। জীবের সহিত সর্বোপরি প্রকৃত ভাবের অভিব্যক্তি হইল।

ছইটি কর্ণের ভূষণ শর বাণ ছইটি—চন্দ্র এবং সূর্য। দক্ষিণা কালী দেবীকে উত্তরাভিমুখী মনে করিয়া কৃষ্ণবর্ণ আকাশ তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ কেশের স্থানীয় এবং সেই কেশদাম আলুলাসিত রহিয়াছে, মনে মনে এই চিত্র দেখিলেই বুঝিবে যে, পূর্বচক্রবাড়ে পূর্ণিমার চন্দ্র এবং পশ্চিম চক্রবাড়ে অস্তগামী সূর্য, ইহারাই দেবীর ছই কর্ণের ছইটি বলয় স্বরূপ হইয়া আছে। ধূমাবতীর স্তোত্রে কর্ণভূষণের এইরূপ অর্থ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, যথা “বামে কর্ণে মৃগাক্ষঃ প্রণয় পরিগতঃ দক্ষিণে সূর্য্যবিম্বঃ”।

শবের করসংঘাত বিনির্মিত কাঞ্চী—দেবীর শরীর যে ভূতপঞ্চক কৰ্তৃক আবৃত রহিয়াছে, এই তথ্যের জ্ঞাপক। শব * শব্দের অর্থ জল। জল পঞ্চ ভূতের স্থানীয়। অতএব সৃষ্টিকর্ত্রী কালিকার আবরণ পঞ্চভূত। ফলতঃ আমরা পঞ্চভূতের কৃতি বা গুণই দেখিতে পাই। উহার ভিতরে আত্মশক্তির গুঢ়ভাবে অবস্থান অনুভব দ্বারা বুঝিতে হয়।

শ্রাণানালয় বাস অর্থে—পঞ্চভূত মধ্যে অবস্থিতি + অর্থাৎ ভূতপঞ্চক যথায় অবস্থিতি করে সৃষ্টি শক্তি তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট।

শিবাগণ বেষ্টিত—অর্থে সমূহ মঙ্গল ঙ্গ দান বিশিষ্ট।

কালিকা দেবীর রূপক ধ্যানটীর উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে যে কয়েকটি সূত্রের সঙ্কলন হয় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। (১) কৃষ্ণবর্ণতা—অপ্রতর্ক্যতা বা অপরিজ্ঞেয়তার বোধক (২) মৃণমালা—বর্ণমালার স্থানীয় (৩) ছিন্নমুণ্ড—জীবের অন্ধ-স্বাভাব্যতা। (৪) দিগম্বরত্ব সর্বব্যাপকত্বের জ্ঞাপক। (৫) ঘোরদংষ্ট্রা—বিনাশ শক্তির বোধক, (৬) পীনোন্নত পয়োধরা—পালনপটুতা, (৭) স্কন্ধলীদ্বয় হইতে গলদ্রব—বিনাশ হইতেই জীবের সৃষ্টি, এই তথ্যের প্রকাশ। (৮) বিপরীত-রতাতুরা, অর্থাৎ শক্তিনিবেশ ব্যতিরেকে শুদ্ধ কাল-স্বধর্ম্মে সৃষ্টি হয় না এই তথ্যের সংস্থাপন।

* শব—জল (মেঘিনী)

† শ্রাণান—মহাস্রাব্যপিচ ভূতানি; প্রলয়ে সমুপস্থিতে।

শেরহেস্তর শবোভূত শ্রাণানং তন্তুতঃস্তবৎ।

ঙ শিবা—শিবঃ কল্যাণং ভবতি অস্যা।

আরও কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা পূর্বকথিত চারিটি এবং এই আটটি সর্বশুদ্ধ এই বারটি সূত্র স্বরণে যে আরও অনেকানেক দেবমূর্তির ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহার প্রদর্শন এবং সূত্রপ্রয়োগের কতকটা প্রণালীও স্পষ্ট করা যাইতেছে ।

(৬) তারা—দশমহাবিষ্ণুর প্রথমা বা আচ্ছা কালিকা, দ্বিতীয়া তারা । শ্লোকাদিতে দুইটি নাম পর পর থাকে বলিয়াই যে, কালিকা প্রথমা এবং তারা দ্বিতীয়া, এমত নহে । কালিকা হইতেই তারার উৎপত্তি * । কথিত আছে যে, কোষিকী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকারূপ ধারণ করিলেন । কালিকা সর্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী ধরিত্রীরূপিনী ।

তারা দেবীর ধ্যান এই—তিনি প্রত্যালীড়পদা, ঘোরা, যুগ্মমালা বিভূষিতা খর্কা, লম্বোদরী, ভীমা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত্তা, নবযৌবনসম্পন্ন, পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতা, চতুর্ভূজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরপ্রদা, অপসব্যভূজদ্বয়ে খড়্গাকর্ডু সমা-যুক্তা, সব্যভূজদ্বয়ে কপালোৎপল সংযুক্তা, মস্তকে পিঙ্গোঠৈক জটা, অক্ষোভা-ভূষিতা, ত্রিলোচনা, জলচ্চিত্তা মধ্যগতা, ঘোরদ্রংষ্ট্রী, করালবদনা, স্বাবেশে হাশুমুখী, জ্বালঙ্কার পরিহিতা, বিশ্বব্যাপকতোয়-মধ্যাগত-স্বেতপদ্মোপরিস্থিতা ।

(১) প্রত্যালীড়পদা—যুদ্ধ গমনোত্ততা । বামাদিগের বামপদ অগ্রবর্ত্তী হয়, এ কথাটি অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত ।

(২) ঘোরা—অর্থাৎ ভয়ানকা । কালিকার এবং তারার মূর্তিতে ক্রুদ্ধ এবং ভয়ানক রসের আবরণ দেওয়া হইয়াছে ।

(৩) যুগ্মমালা বিভূষিতা—ষষ্ঠ সূত্রানুসারে দেবীর বিশ্বময়ী প্রখ্যাপিত হইল ।

(৪) খর্কা—কোষিকী মূর্তি হইতে নিঃসৃত সূত্ররাং সেই সর্বময়ী হইতে খর্কাকার বিশিষ্টা ।

(৫) লম্বোদরী—ব্রহ্মাওতাণ্ডোদরী সূচিত হইল ।

(৬) ভীমা—পূর্বোক্ত “ঘোরা” শব্দের দ্বারাও এই ভীমা বা ভয়ানকাভার প্রকটিত হইয়াছে ।

* “বিনিস্তার্য দেব্যান্ত মাতল্যাঃ কারতত্ত্বা ।

ভিন্নাঙ্গনভাকৃতা” কালিকা পুরাণ ।

(৭) ব্যাঙ্গ চর্যাবৃত্ত—ব্যাঙ্গ শব্দটী * গন্ধের উপাদান অর্থাৎ মৃত্তিকার-বোধক। ধরিত্রী রূপিণী তারা মৃত্তিকাবরণে আবৃত্তা।

(৮) নবযৌবন সম্পনা—ধরিত্রীর যৌবন অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এবং প্রসব ক্ষমতা চিরস্থায়ী।

(৯) পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতা—তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে তারার পঞ্চমুদ্রাকে পঞ্চকপাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কপাল + অর্থে জলধর বা মেঘ, অতএব পঞ্চ কপাল বা পঞ্চ মেঘ অর্থাৎ চারি গজ এবং পূর্ণ অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ মেঘমালা।

(১০) চতুর্ভুজা প্রথম সূত্রানুসারে পরশ্রক্ষময়ী।

(১১) লোলজিহ্বা বিনাশোন্মুখতার জ্ঞাপক।

(১২) খড়্গা, কর্ভু, কপাল, উৎপল—খড়্গা কালের, কর্ভু জ্ঞানের পানপাত্র-রূপ কপাল অকাশের এবং উৎপল জীবের বোধক।

(১৩) পিঙ্গোগ্রৈক জটা—অত্র ধ্যানে এই জটার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে “ঋং লিখন্তি জটামেকাং” পৃথিবীর বর্ণনাতেও লিখিত হইয়াছে—“মধ্যে পৃথিব্যা মদ্রীক্রোভাস্থান্ মেরু হিরণ্ময়ঃ, বোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতি সমুচ্ছিতঃ” অতএব সূমেরুর এই শৃঙ্গই ঐ জটাস্থানীয়।

(১৪) অক্ষোভ্য ভূষিতা,—অক্ষোভ্য ঙ্গ অর্থে যাহা বিচলিত হয় না অথগু-দগায়মান আকাশ। তাঁহার আকার সর্পের আকার। সর্প কুণ্ডলী করিয়া বৃত্তাকার হয় বলিয়া উহা আত্মস্বরহিত অনন্তের স্থানীয়। অতএব পৃথিবীর শিরোদেশে কপাল বা মেঘ এবং তাহার উপর অনন্ত আকাশ। তারা স্বয়ং ইহার প্রতি দেব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—

“অমমৌলিহিতং দেবমবশ্যং পরিপূজয়েৎ”।

(১৫) ত্রিলোচনা—পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রানুসারে বিশ্বরূপিণী।

(১৬) জলচিত্তা মধ্যগতা—সর্বদা সূর্য্যায়ম্নি পরিবেষ্টিতা। পৃথিবীর ধ্যানেও

* ভ্রা গঙ্কোপাদানে ইতি বি+আ+ভ্রা ধাতু ক প্রত্যয়েন ব্যাঙ্গঃ। গন্ধবতী পৃথিবী।

† কপাণঃ—কং জলং পালয়তি ধারয়তি ইতি কপালঃ মেঘঃ।

‡ অক্ষোভ্য—ক্ষুভ বিলোড়নে ইতি নঙ্,পূর্বেক ক্ষুভ ধাতু য প্রত্যয়ে সিদ্ধ।

তঁাহাকে “বহি শুদ্ধাং শুকাধানাং” অগ্নি বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা বলা হইয়াছে ।

(১৭) বিশ্বব্যাপক তোয়াস্তঃস্বেত-পদ্মোপরিস্থিতা—পৃথিবী সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে, “জলে তাং স্থাপয়ামাস পদ্মপত্রং যথাহুদে ।”

(চ) ষোড়শী—কালী এবং তারামূর্তিতে গুহ্যতিগুহ্য সৃষ্টিশক্তিকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া ধ্যানের উপাদান সঙ্কলিত হইয়াছে । ষোড়শীর ধ্যানে পালন কর্তৃত্বের ভাবটাই প্রধান অবলম্বন । ষোড়শীতে যেমন ঐশ্বর্যের তেমনি সৌন্দর্যের অতি বিপুল বিস্তার । ইহারই সেবা করিয়া কামদেব স্বয়ং সৌন্দর্য সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন ।

ষোড়শী পাশাঙ্কুশ করা, রক্তপদ্মোপবিষ্টা, চতুর্ভূজা, ত্রিনেত্রা, সজ্যধনু এবং পঞ্চবাণহস্তা ; অর্থাৎ চতুর্হস্তা এবং ত্রিনেত্রা ষোড়শী দেবী পরব্রহ্মময়ী এবং বিশ্বরূপিণী হইয়াও বিশিষ্টরূপে জীবের অধিষ্ঠাত্রীরূপেই প্রদর্শিতা । সেই জন্ত কর্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবার নিমিত্ত পাশ এবং তাহাদিগকে প্রকৃত পথে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছিলেন । তঁাহার হস্তে সজ্য-ধনু চক্রাকারের এবং টঙ্কারের ত্যোতক বলিয়া একাধারেই কাল এবং আকাশের বোধক হইয়াছে । পাঁচটা বাণ পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞাপক ।

(ছ) ভুবনেশ্বরী—ইনিও রক্তবর্ণা, চন্দ্রকিরীটিনী, তুঙ্গকুচা, নয়নত্রয়যুক্তা, হাশুমুখী বর, পাশ, অঙ্কুশ, অভয়হস্তা । অতএব ভুবনেশ্বরী দেবীও জীবাদিষ্ঠাত্রী এবং জীবের পালনকর্ত্রী । ভুবনেশ্বরী : বিশ্বময়ী, আনন্দময়ী, বরদাত্রী, অভয়দাত্রী, কর্মেন্দ্রিয়গণের সংযমকারিণী এবং তাহাদিগের প্রেরয়িত্রী । ভুবনেশ্বরীতে পাশ এবং অঙ্কুশ, চক্র এবং কর্ত্তরির স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বর এবং অভয় মুদ্রা, আকাশের এবং জীবের স্থান লইয়াছে ।

(জ) দেবী অন্নপূর্ণা যদিও দশমহাবিভার মধ্যে নামিত নহেন তথাপি ইনিও ভুবনেশ্বরী দেবীরই মূর্ত্তিভেদ এবং মুক্তিদাত্রী পরব্রহ্মময়ীরূপে বর্ণিতা । *

অন্নপূর্ণার দুই হস্ত, তঁাহার এক হস্তে চসক বা পানপাত্র এবং অপর হস্তে ধরুণী বা হাতা । তঁাহার সম্মুখে চন্দ্র-শেখর এবং ত্রিনয়ন মহাদেব । তিনি

* বাঘাহরাদ্যাং অকৃতিং মনীন্দ্রাঃ

পদ্মাং ত্রিশক্তিং গিরমন্নপূর্ণাং

নিত্যাক জুর্গাঃ ত্রিতং তথাচ্চাঃ

উজ্জ্বলি নিত্যং ভুবনেশ্বরীং হরি ॥

দেবীর স্থানে ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ভোজন করতঃ নৃত্য করিতেছেন এবং দেবী তদর্শনে হাসিতেছেন ।

এ স্থলে দেখা যায় যে, চসক বা পানপাত্র আধারগুণবিশিষ্ট বলিয়া উহা সর্বাধার আকাশের স্থানীয় ; দক্ষী যন্ত্রটিও পরিঘটন সমর্থ বলিয়া উহা মাস ঋতু প্রভৃতি কালের স্থানীয় । মহাদেবমূর্ত্তি বিরাটরূপ এবং ভোজন গ্রহণ দ্বারা এবং নৃত্য বা স্পন্দনের দ্বারা জীবধর্মের প্রকাশক । তদর্শনে দেবীর হৃৎপিণ্ড জ্ঞানের দ্রোতক ।

(ক) দেবী ছিন্নমস্তার মূর্ত্তিটি সামান্য দৃষ্টিতে অতি বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয় । তিনি আপনার মস্তক ছিন্ন করিয়া হস্তে ধরিয়া আছেন । এবং তাঁহার গলদেশ হইতে যে তিনটি রুধির ধারা নিঃসৃত হইতেছে তাহার একটি ধারা ঐ বিধৃত ছিন্নমস্তকের মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং অপর দুইটি ধারা ডাকিনী এবং বর্ণিনী নামে দেবীর দুইটি সঙ্গিনী পান করিতেছে ।

ছিন্নমস্তা দেবী মহাবিষ্ণুর অন্তর্নিবিষ্টা । ইহার মস্ত্রে দীক্ষা প্রচলিত আছে । হীন মুক্তিদাত্রী, স্তবরাং পরব্রহ্মের ভাব ইহার মূর্ত্তিতে থাকিবে । কিন্তু ইহার হাত দুইটিমাত্র ; তাহার একটিতে অসি এবং অপরটিতে ছিন্নমুণ্ড । ছিন্নমুণ্ডটি অবশ্য ৭ম সূত্রানুসারে জীবের জ্ঞাপক এবং কর্ত্তরিটীও অহং রূপ জ্ঞানের বোধক । কিন্তু কাল এবং আকাশ বোধক পদার্থ কোথায় ? ডাকিনী এবং বর্ণিনীতেই সেই দুইটি বস্তু রহিয়াছে । দেবীর বামপার্শ্বস্থিত ডাকিনী যিনি “দন্তপঙ্ক্তি বলাকিনী” বলিয়া বর্ণিতা তিনিই আকাশস্থানীয়া । বলাকা অর্থে উড্ডীয়মান বকশ্রেণী । দন্তপঙ্ক্তি বলাকার স্তায় বলায় সেই পঙ্ক্তির আধার শরীরটিকে আকাশ বলা হইল । আর দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মূর্ত্তি যিনি “সদা দ্বাদশবর্ষীয়া” বলিয়া বর্ণিতা তিনিই কালের স্থানীয়া । দ্বাদশবর্ষীয়া বলায় উহাতে বর্ষ বা কালের নির্দেশ করা হইল । ইহারাও দেবীর গলদেশ হইতে প্রস্রুত যে রক্তধারা বা জীব-প্রবাহ তাহাতেই জীবময়ী হইয়া আছেন ।

ছিন্নমস্তাদেবী রক্তবর্ণা এবং ত্রিনেত্রা অতএব জীবময়ী-বিরাট মূর্ত্তি । এই জন্ত উনি কাম এবং রতির উপর অধিষ্ঠানভূতা । ছিন্নমস্তাতে কালিকা দেবীর হস্ত বিধৃত ছিন্নমুণ্ডের ভাব অতি বিস্পষ্ট হইয়াছে ।

দেবতাদিগের ধ্যান ব্যাখ্যার আর বাহুল্য না করিয়া যে কয়েকটি দ্রব্যের

পূজাদি সর্কাপেক্ষা অধিক প্রচলিত, এক্ষণে সংক্ষেপতঃ তাঁহাদের ধ্যানের স্থল-তাৎপর্য্যমাত্র নির্দেশ করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তি, বস্তু, ক্রিয়া, ভাব প্রভৃতি সকলই দেবতাদিগের আধিভৌতিক অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

(ঞ) শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর নিবৃত্তিদাতা, * ভগবদবতার নেতৃপুরুষ চতুষ্টয় গুণযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট। ইহার ধ্যান, ধারণ, চিন্তাতে মানুষ সর্বপ্রকার পাপবিবর্জিত হইয়া থাকে।

(ট) শ্রীরাধা—সম্যকসিদ্ধি বা মুক্তি। ইহাতে পূর্ণ জ্ঞানানন্দ বিরাজমান।

(ঠ) কার্ত্তিক—স্ত্রীসন্তোগের আধিদৈবিকরূপ।

(ড) গণেশ—ভক্ষ্যগ্রহণের আধিদৈবিকরূপ।

(ঢ) লক্ষ্মী—ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী।

(ণ) সরস্বতী—গদ্য পদ্যময় বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী।

ষষ্ঠী—জীবের ষড়্ভাগের অর্থাৎ শৈশব এবং কৈশোর অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি কার্ত্তিকেয় পত্নী এবং স্বামিসম্মিধানে হাব ভাব কটাক্ষপূর্ণা আনন্দময়ী হইলেও শিশুসম্মিধানে ব্রহ্মচারিণী।

(ত) শ্রীরামচন্দ্র—যোগিগণ যাহার চিন্তনে আনন্দানুভব করেন। ভগবদ-বতার আদর্শ পুরুষ।

(থ) মহিমমর্দিনী—ইহার ধ্যানের অবয়বীভূত বস্তুগুলির তাৎপর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া বলা যাইতেছে।

১। জটাজুটসমায়ুক্তা—তারাদেবীর জটা আছে, ইহারও আছে। ইনি তারাপ্রভেদেরই দেবতা।

২। অতসীপুষ্প বর্ণাভা—অতসীপুষ্প পীতবর্ণ এবং পীতবর্ণও রক্তবর্ণের ত্রায় জীবের বোধক।

* কৃষিভূ'বাচকঃ শব্দো নন্দ'নবৃ'তি বা'চকঃ ইত্যাদি ইতি গোপাল তাপনীয় টীকা ॥

‡ ষষ্ঠ'ংগরূপা প্রকৃ'তেন্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্তিত।

পুত্র পৌত্র প্রদাতা চ ধাত্রী ত্রিজগতাং মতী

স্বন্দরী যুগতী রম্যা। সমুত্ততঃ ভর্ত্তৃ রাস্তকে

হানে শিশুনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী ॥

৩। মহিষাসুরমর্দিনী—মহিষ মৃত্যুর বাহন অর্থাৎ মৃত্যুভয়। দেবী মৃত্যু-ভয়বারিণী।

৪। দশবাহ সমবিতা—দেবতাদিগের তেজঃসমষ্টি বলিয়া বর্ণিত। দশ-দিকপালের অস্ত্র গ্রহণ করায় দশভূজা।

৫। অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা—সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথি দেবীর পূজার কাল। ঐ সময়ে আকাশে অর্দ্ধেন্দুই দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট বস্তুর সহিত মিল রাখিয়াই ধ্যানের প্রণয়ন হইয়া থাকে এবং সেই জন্য দেবমূর্তিতে আধিভৌতিক ভাব অনভিব্যক্ত থাকে না। পূজার কালটীও অগ্নির মাস, যখন সিংহের পশ্চাতে বা পূর্বে সূর্যের কণ্ঠা রাশিতে আবির্ভাব হয়।

৬। ত্রিশূল—মহাকালের বা সর্বকালের স্থানীয়।

৭। ধজা—ধণ্ডা কালের স্থানীয়।

৮। চক্র—বিষ্ণু বা ব্যাপকের স্থানীয়।

৯। বাণ এবং চাপ—বায়ুর স্থানীয়।

১০। শক্তি—অগ্নির স্থানীয়।

১১। খেটক—যমের স্থানীয়।

১২। পাশ—বন্ধনের স্থানীয়।

১৩। অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা—ইন্দ্রের স্থানীয়।

১৪। পরশু—বিশ্বকর্মার স্থানীয়।

১৫। বিশিরক মহিষ—মৃত্যু-ভয়ের ছেদন।

১৬। শিরশ্ছেদোদ্ভব দানব—মৃত্যু-ভয়ের কোন একরূপ নাশে রূপান্তর প্রাপ্তি।

১৭। শূলের দ্বারা নির্ভিন্ন—মহাকালের রূপস্বরূপ “সর্বংখণ্ডিদং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্য দ্বারাই মৃত্যু-ভয়ের প্রকৃত রূপ নাশ হয়। বস্তুতঃ ঐ মহাবাক্যের প্রভাবেই “নজায়তে ম্রিয়তে বা” এই উপনিষদ্ তথ্যের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। দেবতাদিগের অস্ত্র শস্ত্র বৈদিক মন্ত্রাদির নামমাত্র।

১৮। নাগপাশে বেষ্টিত—অনন্ত বন্ধনে সম্বদ্ধ।

১৯। সিংহ—সম্বিদ বা পূর্ণজ্ঞান।

মহিষমর্দিনী দুর্গার সম্বন্ধে একটা পৌরাণিক বচন এই—

বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী সা দেবী সৰ্বশক্তিস্বরূপিণী ।

সৰ্বজ্ঞানাত্মিকা সৰ্ব্বা সা ত্ৰীয়া দুৰ্গনাশিনী ।

অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সময়ে একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যিক । দেব-মূর্ত্যাদির ভৌতিক ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে যে ভাবে করা হইয়াছে উহাই যে একমাত্র ব্যাখ্যা তাহা নহে । পুরাণাদিতে এবং উপনিষদের অনুকারী গ্রন্থাদিতেও কোন কোন দেবমূর্তির ভৌতিক ব্যাখ্যা উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে এক আধটু স্বতন্ত্রভাবে করা হইয়াছে । স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা বলিতে যে কেবল উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্র তাহা নহে ; ঐ সকল পুরাণাদির ব্যাখ্যা মধ্যেও পরস্পর স্নাতক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, উপাসকগণ যিনি যেমন ভাল বুঝিবেন তিনি আপনার হৃদয়োথ ভাবের সহিত স্মরণ করিয়া অন্তরূপ ভৌতিক ব্যাখ্যাও করিয়া লইতে পারেন । আর এক কথা এই কাহার কাহার মতে দেবতাদিগের মূর্তির ভৌতিক অংপর্য্য প্রকাশ করায় লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া ধর্মের হানি জন্মিতে পারে । ষাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহারা ভ্রম-সংস্কারের একান্ত অধীন । তাঁহারা হয়ত মনে করেন, যদি দেবমূর্তির আধিভৌতিক ব্যাখ্যা থাকিল, তবে আর উহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব কেমন করিয়া থাকিবে । কিন্তু এটি প্রকৃত কথা নয় । সত্যই ব্রহ্ম । সত্য এক হইয়াও অনেক । অজ্ঞতাদি দোষনিবন্ধন দেবমূর্ত্যা-দির শাস্ত্রসিদ্ধ ত্রিবিধ ব্যাখ্যার অপ্রকাশ হওয়াতেই এই প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে ।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কন্ধিনকালেও ওরূপ কথা মনে করেন নাই । তাঁহারা অধিকারী ভেদের তথ্য পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াও চিরকালই শাস্ত্রার্থে প্রবেশ করিবার পথ দেখাইয়া আসিতেছেন এবং সেই পথে যাইবার জন্ত উত্তেজনা করিতেছেন । ঋক্বেদেই বিভিন্ন দেবমূর্তির নিদান ব্যক্ত হইয়া আছে যথা—

রূপং রূপং প্রতিক্রূপো বভূব ।

তদন্তরূপং প্রতিচক্ষণায় ॥

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপইয়তে ।

কুন্ডাহস্ত হয়য়ঃ শতাদশ ॥

পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নানারূপে প্রকট হইয়াছেন ; নানারূপ হইবার কারণ উপাসকের ধ্যান সৌকর্য্য । ভগবানের রূপ অনন্ত ;

তন্মধ্যে দশটি মূখ্য । [অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের উপাসনার গৃহীত]

তাহার পর বেদাঙ্গ মধ্যে অনবগত শাস্ত্রার্থব্যক্তির নিন্দাপূর্বক বলা হইয়াছে—

“হানুরয়ং ভারহারঃ কিলভূদধীত্যবেদং ন বিজানাতি যোহর্থঃ ।”

যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ (যেহেতু বৈদিককালে বেদের অক্ষরার্থ অধিকারী মাত্রেরই জানা ছিল) পরিজ্ঞাত না হয় সে ভারবাহী গর্দভ স্বরূপ হইয়া থাকে ।

স্মৃতিশাস্ত্রও ঈশ্বরধ্যানের ক্রমপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন—

অথ নিরাকারে লক্ষ্যবদ্ধং কর্ত্বুং ন শক্নোতি, তদা পৃথিব্যপ্তেজো-বাযাকাশ
মনোবুদ্ধ্যব্যক্তপুরুষাণাং পূর্বং পূর্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্চলক্ষ্যং পরিত্যজ্য অপরং
অপরং ধ্যায়্যেৎ এবং পুরুষধ্যানমারভেত ।

ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

যো যো যাং যাং তনুভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিভুমিচ্ছতি

তস্মতশ্চাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ।

ভগবান বলিতেছেন যে, যে যে ব্যক্তি আমার যে যে শরীর শ্রদ্ধায় অর্চনা করিতে চায় আমি তাহাতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি ।

ফলতঃ উচ্চাধিকারীর উপযুক্ত কথা শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলেই যে শ্রদ্ধাপূর্ণ নিম্নাধিকারী আপনার অধিকারের উপযুক্ত দেব মূর্তিতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া যায় তাহা নহে । কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেই এই বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তন্ত্র বলেন—

চিন্ময়শ্চাধিতীয়শ্চ নিষ্কলশ্চাশরীরিণঃ ।

উপাসকানাং সিদ্ধার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥

চিন্ময়, অধিতীয়, পূর্ণ এবং অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকের সিদ্ধি সৌকর্য্যার্থ ।

অতএব দেবতার রূপ শাস্ত্রকৃতের কল্পনা । সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই । কিন্তু সে কল্পনা কাহার যদৃচ্ছাসত্ত নয় । ঐ কল্পনার মূলে ‘সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম’ এবং “সর্বং সর্বাশ্রয়কং” এই মহাবাক্যদ্বয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে । সেই তথ্য প্রকট করাই এই অধ্যায়ের অগ্রতম উদ্দেশ্য । যদি সকল কৃত্যাদির প্রতিই এই অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত সূত্রগুলির প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় তবে অনেকা-
নেক স্থলেই অতি অপূর্ব তাৎপর্য্যের প্রকাশ হইয়া চিন্তাশীল অহুসঙ্কায়ীর জ্ঞান এবং ভক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে ।

পরিশিষ্ট

ব্রত পূজাদির তালিকা।

মাস ও তিথি। ব্রত বা পূজার নাম।

বৈশাখ শুক্ল প্রতিপদ কীরপ্রতিপদ

ব্রাহ্মণ

কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে।

এক বৎসর প্রতি শুক্লপ্রতিপদে ব্রাহ্মণকে কীরভোজন করাইতে হয়; নীচজাতীয়েরা ও স্ত্রীলোকেরা উৎকর্ষ পাইবার জন্ত এই ব্রত করিতেন (অগ্রচলিত)।

শুক্লতৃতীয়া অক্ষয় তৃতীয়া

বিষ্ণু

সর্বত্র প্রচলিত। কেবল কর্ণাটে ঐ পর্বেই নাম 'বল-রাম জয়ন্তী'। কর্ণটবাসীরা ঐ দিনে বলরামের পূজা করিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ঐ দিনে কেবল ব্রাহ্মণকে যব খাওয়াইবার এবং যবপ্রাক্ক ও জলদান ও পার্কণ আদ্যাদি করিবার বিধি আছে। চন্দনবাত্রা প্রয়োগ এই দিনে হয়। বঙ্গদেশ ও মিথিলার লোকেরা বলে যে এই তিথিতে সভা-যুগের উৎপত্তি, আকাশগঙ্গার হিমাচলে অবতরণ ও নারায়ণ কর্তৃক যবের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহারাত্রি, গুজরাট তৈলঙ্গ ও জম্বুবাঙ্গীদিগের মতে ঐ দিনে ত্রেতা যুগের উৎপত্তি এবং পরশুরামের জন্মতিথি, উহার ঐ দিনে পরশুরামের উদ্দেশে অর্ঘ্যদান করিয়া থাকেন।

বাস ও তিথি।
বৈশাখ শুক্লসপ্তমী

ব্রত বা পূজার নাম।
জহ্নু সপ্তমী

কোন দেবতা উপলক্ষে।
গঙ্গা

কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে।

কাশ্মীর ও মেপাল ভিন্ন ভারতের সর্বত্র প্রচলিত।
জং বেগং হুতে গোপয়তীতি জহ্নুঃ। ভাগলপুর জেলায়
যেখানে গঙ্গাগর্ভে তিনটি পাহাড় দেখা যায় তথায় জহ্নু রাজ-
ষির আশ্রম ছিল।

শুক্লচতুর্দশী

নৃসিংহ চতুর্দশী

নৃসিংহরূপী বিষ্ণু

মেপাল, দ্রাবিড় ও মিথিলা ভিন্ন আর সর্বত্র প্রচলিত।
সর্বকাম প্রাপ্তি কামনায় মধ্যাহ্নে নৃসিংহের পূজা করিয়া
উপবাসী থাকিতে হয়।

পূর্ণিমা

চন্দনযাত্রা ফুলদোল

বিষ্ণু

কেবল বঙ্গদেশেই হয়। দ্রাবিড়ে ও তৈলঙ্গে ঐ তিথিকে
বাস্তুস পূর্ণিমা বলে। বাসদেবের পূজা ও দধ্যন্ন দান ইইয়া
থাকে। শুভরাত্রি ও মহারাত্রি কুম্ভজয়ন্তী বলে। ঐ দিনে
তথায় বিষ্ণুর পূজা ইইয়া থাকে।

কৃষ্ণাষ্টমী

ত্রিলোচনাষ্টমী

শিব

বাল্মীকি, মহারাত্রি ও শুভরাত্রি ভিন্ন আর কোথাও প্রচ-
লিত নাই। মহারাত্রি ইহার নাম শীতলাষ্টমী এবং শুভরাত্রি
কাল্যাণী, স্নাতরাং ঐ দুই স্থানে এই দিনে যথাক্রমে শীতলা
ও শিবের পূজা ইইয়া থাকে।

বৈশাখ কৃষ্ণচতুর্দশী সাবিত্রী চতুর্দশী

সাবিত্রী সত্যবান

বাস্তালা, জম্বু, উৎকল ও মিথিলায় একই দিনে এই ব্রত হয়, কেবল বিশেষ এই যে, জম্বু ও মিথিলায় ইহাকে বটসাবিত্রী বলে। বটসাবিত্রী ব্রত দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও গুজরাট প্রদেশে জৈমিনী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। পূজার প্রকরণ প্রায় একই।

জ্যৈষ্ঠ শুক্লচতুর্দশী

রম্ভাব্রত

হরগৌরী

বাস্তালা, দ্রাবিড়, জম্বু, কর্ণাট ও ত্রৈলোক্য এই কর্ণাট প্রদেশে প্রচলিত। এই পূর্ণিমার দুই দিন পূর্বে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ শুক্ল প্রতিপদে দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্য বৌদ্ধ ও কবী-জরন্তী নামে একটী পর্ব আছে। ঐ পূর্ণিমাকে বুদ্ধ ও কবীর পূজা এবং স্থান দানাদি কার্য্য হইয়া থাকে।

শুক্লচতুর্দশী

উমা চতুর্থী

উমা

কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত। ইহাই উমাজন্তী বা উমা দেবীর জন্ম দিন। সতী দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা এই জন্ত রাশিচক্রের সর্বশেষভাগে তাঁহার স্থান এবং সেই শেষভাগ হিম্মালয়ের ঠিক উৎপত্তি।

শুক্লষষ্ঠী

আরণ্য বধী

বস্তী

কেবল বাঙ্গালায় এই পূজা হয়। দ্রাবিড়ে ও ত্রৈলোক্য ইহার পূর্বে দিনে আরণ্য-গৌরী নামে একটী পর্ব আছে।

দ্বাদশ ও তিথি ।

ব্রত বা পূজার নাম ।

কোন দেবতা উপলক্ষে

১৬৮

কোন প্রদেশে কি ভাষে চলে ।

উৎকলে এই ষষ্ঠীর দিনেই নীতলাষষ্ঠী । এই দিন দ্বীলোকেরা পাখা হাতে বনে যাইয়া ষষ্ঠী অথবা গৌরীর পূজা করে । এই দিনে জামাতার সমাদর অশ্রক্ষেপে প্রসিদ্ধ । আরণ্য ষষ্ঠী ব্রত কথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে যুগবৎসার জীবৎ সন্তান হইলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতে হয় ।

জৈষ্ঠ শুক্লদশমী

দশহরা

গঙ্গা

ঐতিহ্য ও প্রথা

সর্বদেবে প্রচলিত । বাঙ্গালা ও উৎকলে গঙ্গা পূজার সঙ্গে মনসা পূজাও করিয়া থাকে । এই দিনে গঙ্গান্নানে দশবিধ পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে এবং গঙ্গার অবতরণ এই দিনে হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । হিমালী-সংঘাত দ্রবীভূত হইয়া গঙ্গায় যে জল বৃদ্ধি হয় হুলতঃ তাহা দশহরার সময় হইতেই হয় বলা যাইতে পারে । তারতবর্ষে গঙ্গার জল বৃদ্ধি যে পর্কাহযচক হইবে তাহাতে বৈচিত্র্য নাই । মিশরে নীল নদের জল বৃদ্ধি আরম্ভ হইলেই তথায় জোকে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয় । যে স্থলে অগ্র জাতীয়েরা উৎসব করে তারত-বাসীরা সেস্থলে উপবাস ও পূজা করিতে শিক্তিত ।

পূর্ণিমা

মানষাত্মা

জগন্নাথ দেবের মান, বিষ্ণু পূজা

আষাঢ় শুক্লদ্বিতীয়া

রথযাত্রা

জগন্নাথ দেবের রথারোহণ, বিষ্ণু পূজা

শুক্লদশমী

আশাদশমী

আশাদেবী

শুক্লেকাদশী

শয়নেকাদশী

বিষ্ণু

এই দিনে বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তম
ক্ষেত্রে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। দ্রাবিড়াদি আর সর্বত্রই
এই তিথিকে মহাদি বনে।

বাঙ্গালা, জম্মু, মহারাষ্ট্র ও উৎকলে প্রচলিত। এই
দ্বিতীয় বাঙ্গালায় মনোরথ দ্বিতীয় ব্রত হইয়া থাকে।
এই ব্রতের পূজ্য দেবতা কৃষ্ণ। দ্রাবিড়ে ও ত্রৈলোকে ইহাকে
ব্রাহ্মদ্বিতীয়া কহে। রথযাত্রা যে শূর্যের উত্তরায়ণের সীমা-
প্রাপ্তির পর দক্ষিণায়নে সঞ্চারগৃহচক তাহা সহজেই বুঝিতে
পারা যায়।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে উক্ত। দক্ষিণাত্যে প্রচলিত।
দময়ন্তী নলকে পুনর্কীর পাইবার জন্য এই ব্রত করিয়া-
ছিলেন।

সর্বত্র প্রচলিত। এই তিথিতে চাতুর্দশ্য ব্রত আরম্ভ
হইয়া থাকে। দ্রাবিড়, কর্ণাট ও ত্রৈলোকে ঐ দিনে গোপদ
ব্রত করে; বিষ্ণু ঐ ব্রতের পূজ্য দেবতা। মহারাষ্ট্রিয়েরা
এই দিনে কোকিলাব্রত করিয়া থাকে; গৌরী এই ব্রতের
উপাস্ত্র দেবতা।

দ্বাস ও তিথি ।	ব্রত বা পূজার নাম ।	কোন দেবতা উপলক্ষে	কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে ।
আষাঢ় কৃষ্ণপক্ষমী	নাগপঞ্চমী	অষ্টনাগসহ মনসা	কেবল বাঙ্গালা ও উৎকলে প্রচলিত । মিথিলায় ইহাকে মৌনীপঞ্চমী কহে । শ্রাবণের শুরু প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া শুরু দ্বাদশী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহই দাক্ষিণাত্যে একটা না একটা ব্রতানুষ্ঠানের বিধি আছে । তন্মধ্যে কোনটি প্রচলিত এবং কোনটি অপ্রচলিত । ঐ সকল ব্রতের কোনটিতে বিষ্ণু, কোনটিতে নাগ ও কোনটিতে গণেশের পূজা হইয়া থাকে । এই নাগ ও গণেশ পূজা উপলক্ষে সমারোহ যথেষ্ট হয় ।
শ্রাবণ শুরু পঞ্চমী	নাগপঞ্চমী	সাষ্টনাগ মনসা	সর্বত্র প্রচলিত । কর্ণাটে এই দিনে চিত্রনেমী নামে ব্রত এবং দ্রাবিড় ও উৎকলে ইহাকে শুরূপঞ্চমী বলে এবং গৌরী ও লক্ষ্মী পূজা করে ।
পূর্ণিমা	উপাকর্ষ	বেদের কাণ্ডবিশেষের অধ্যয়ন এবং তদঙ্গ পূজাদি	বাঙ্গালা ভিন্ন সর্বত্র প্রচলিত । নেপাল, জম্মু, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও মিথিলায় ঋষিতপসী বলিয়া এই দিনে ঋষিতপস করে । মহারাষ্ট্র ও ত্রৈলোকে এই তিথিতে হয়গ্রীবের উৎপত্তি বলিয়া হয়গ্রীবের পূজা করিয়া থাকে । উৎকলে বলভদ্রের উৎপত্তি বলিয়া বলভদ্রের পূজা করে ।

শ্রাবণ	কৃষ্ণদ্বিতীয়া	অশুভশয়ন ব্রত	বিষ্ণু	বাসুদা, মহারাষ্ট্র ও মিথিলায় প্রচলিত। দ্রাবিড়, ত্রৈলোক্য এবং মহারাষ্ট্রে ঐ ব্রতই গৌণ ভাদ্র কৃষ্ণদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।
কৃষ্ণদ্বিতীয়া	জন্মাষ্টমী	শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার আবরণ		সর্বদেশ প্রচলিত।
কৃষ্ণ চতুর্দশী	অম্বোরচতুর্দশী	বাসুদেব প্রভৃতির পূজা	শিব	বাসুদায় প্রচলিত। জম্বু ও কাশীরে এই ব্রতের নাম ভদ্রকালী চতুর্দশী এবং তথায় কালীর পূজা হয়। মিথিলায় মহাভৈরবের পূজা হয়।
অমাবস্তা	অলোকামাবস্তা	লক্ষ্মী নারায়ণ		বাসুদায় প্রচলিত। নেপাল, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশে উহাকে কুশোত্তলনী বলে। আম্রদেশে দেশেও ঐ দিনে কুশোত্তলন করিয়া থাকে।
শুক্রতৃতীয়া	হরিতালিকাব্রত	ভবানীশঙ্কর		সর্বত্র প্রচলিত। দ্রাবিড়ে, ত্রৈলোক্য বলরামজয়ন্তী ও স্বর্ণগৌরী এবং কর্ণাটে কেবল স্বর্ণগৌরী। উৎকলে গৌরী ব্রত, মহারাষ্ট্রে এই দিনকে বরাহজয়ন্তীও বলে, মিথিলায় মন্বাদি বলে।

মাস ও তিথি । ব্রত বা পূজার নাম । কোন্ দেবতা উপলক্ষে
ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী শিবাচতুর্থী ব্রত শিবশিব

শুক্ল পঞ্চমী	ঋষিপঞ্চমী	সপ্তমি
শুক্ল ষষ্ঠী	চপেটীষষ্ঠী	ষষ্ঠী
শুক্ল সপ্তমী	কুঙ্কটী বা ললিতাসপ্তমী	দুর্গা শিব

কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে ।

এই দিনে বাঙ্গালার শিবাচতুর্থী ; পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে
গণেশের জন্মোৎসব ; কর্ণাট, গুজরাট, তৈলঙ্গ, উৎকল,
মিথিলা ও বারাণসীতে সিদ্ধিবিনায়ক ও গণেশ্বর ব্রত করিয়া
থাকে । ভাদ্রমাসের এই চতুর্থী ও পরবর্তী কুঙ্কাচতুর্থীকে
নষ্টচন্দ্র বলে । এই দিনে চন্দ্রদর্শন নিষেধ ।

সর্বত্র প্রচলিত । অরুন্ধতীর সহিত সপ্তমির পূজা
করিতে হয় । সপ্তবর্ষসাদ্য ব্রত । এই দিন আলমথ্য পঞ্চমী
নামে আর একটী ব্রতের বিধি আছে । এই ব্রতে তক্ষকাদি
নাগের তুষ্টিসাধন জন্য ব্রাহ্মণের চিত্র করিয়া পূজা করিতে
হয় । (উহা এক্ষণে অপ্ৰচলিত)

বাঙ্গালায় চপেটী ষষ্ঠী । মিথিলায় পপট ষষ্ঠী । মহা-
রাষ্ট্রে স্বর্য ষষ্ঠী । অন্ত্র প্রচলিত নহে ।

বাঙ্গালায় ও উৎকলে ললিতাসপ্তমী । গুজরাটে ও
মহারাষ্ট্রে কেবল এই দিনে গৌরী ব্রত করিয়া থাকে ।
দ্রাবিড়ে ও বৈলিঙ্গে অমুক্তাতরণ ব্রত—দেবকী মৃতবৎসা
দোষ শাস্তির জন্য ভবিষ্য পুরাণোক্ত এই ব্রত করিয়া

ভাদ্র শুক্ল অষ্টমী দুর্কাষ্টমী

লক্ষ্মীনারায়ণ ও দুর্ক

ছিলেন। ঐ তিথিতে অচলাসপ্তমী, ফলসপ্তমী, পুত্র সপ্তমী
স্বনস্তুফলসপ্তমী নামে কয়েকটি ব্রত হইত। সকল
শুদ্ধিতেই শ্রবণের পূজা। অচলাসপ্তমী দক্ষিণাত্যে প্রচ-
লিত জ্ঞাত, অপবত্তুলি অপ্ৰচলিত।

বাক্যাদায় দুর্কাষ্টমী। কাশ্মীরে ঐ দিন হইতে চতুর্দশীর
শেষে যে দিন ইউক এক দিন মহালক্ষ্মীর পূজা করিয়া
থাকে। মহারাত্রি ও শুক্লরাতে যষ্টম দিন গৌরীর
আবাহন করিয়া সপ্তমীতে পূজা করিয়া অষ্টমীতে বিসর্জন
এবং তদ্ব্যতীত ঞ্জপূর্ণা পূজা ও মহালক্ষ্মীর যাত্রা মহাসমা-
রোহে করিয়া থাকে। কর্ণটি ও ত্রৈলিঙ্গে ঐ দিনে জ্যেষ্ঠ
ব্রত এবং উৎকলে ও বাঙ্গালায় ঐ দিনকে দুর্গাষ্টমী বলিয়া
লক্ষ্মী ও দুর্গার পূজা এবং রাধাজন্মাষ্টমী বলিয়া রাধার পূজা
করিয়া থাকে। মিথিলায় ঐ দিন গোষ্ঠাষ্টমী হয় এবং
মহালক্ষ্মীর কথা শ্রবণাদি হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে ঐ
দিনে জ্যেষ্ঠাব্রত করিয়া থাকে। পুত্র পৌত্রাদি লাভে কাম-
নায় হবিষ্যাণী হইয়া জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জ্যেষ্ঠাদেবীর তিন দিন
পূজা করিতে হয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উমার স্তব মিশ্রিত
হইয়া ইহার স্তব।

মাস ও তিথ	ব্রত বা পূজার নাম	কোন দেবতা উপলক্ষে।
ভাদ্র শুক্ল নবমী	তাম নবমী	সলঙ্কীক নারায়ণ
শুক্লদশমী	দশাবতার ব্রত	দশাবতারের পূজা
শুক্লেকাদশী	পার্বপরিবর্তনেকাদশী	বিষ্ণু
শুক্লদ্বাদশী	অবণাদ্বাদশী	বিষ্ণু
(অবণানক্ষত্রযুক্ত)		
শুক্ল চতুর্দশী	অমন্ত ব্রত	অনন্তদেব বিষ্ণু
পূর্ণিমা	উমামহেশ্বর ব্রত	শিবগৌরী
কৃষ্ণপ্রতিপদ	অপর পক্ষ আরম্ভ	শ্রাদ্ধতর্পণাদি
অধিন শুক্ল প্রতিপদ	নবরাত্র্যারম্ভ	ভূগা

কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে।

কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত।

কেবল দক্ষিণাত্যে প্রচলিত।

সর্বদেশে প্রচলিত।

সর্বদেশে প্রচলিত। মহারাত্রে বামন জয়ন্তী। শুভ-
য়াট, জম্বু, পঙ্কায় ও কান্দীয়ে ইহাকে বামন দ্বাদশী বলিয়া
এই দিনে বামন দেবের পূজা করিয়া থাকে।

সর্বদেশে প্রচলিত।

ত্রাবিড়, কর্ণাট ও তৈলিঙ্গে প্রচলিত।

প্রতিপদ ইহাতে অমাবস্তা পর্যন্ত অপরপক্ষ। অমাবস্তা
মহালয়ামাবস্তা বলিয়া উক্ত। অপরপক্ষকৃত্য সর্বদেশে
প্রচলিত।

প্রতিপদ ইহাতে নবমী পর্যন্ত নয় দিন নবরাত্র নামে
প্রসিদ্ধ। বাক্সালা ভিন্ন আর কোন প্রদেশে দুর্গাপ্রতিমা
পূজার নিয়ম নাই, কিন্তু ঐ প্রতিপদ ইহাতে আরম্ভ করিয়া
নয় দিন যাবৎ গ্রাম সর্বত্রই ঘটস্থাপন, দেবীর পূজা ও চণ্ডী
পাঠাদির বিধি আছে। নবরাত্রি উপলক্ষে দ্রাবিড়ে
বেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুর পূজা, পঞ্চমীর দিন উপাসনালিতা-

ব্রত, সপ্তমীর দিন পুস্তক-মণ্ডল ও সরস্বতীর পূজা, অষ্টমীর দিন দুর্গাষ্টমী বলিয়া দুর্গার পূজা এবং মহানবমীতে অশ্ব আয়ুধাদির পূজার বিধি আছে। নেপালে সপ্তমীর দিন পত্রিকার প্রবেশন, অষ্টমী ও নবমীর দিন মহাষ্টমী ও মহানবমীকৃত্য দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। জম্মুতে ঐ নবরাত্রির মধ্যে সরস্বতীশয়ন বলিয়া একটা পর্ব আছে। অগ্নিচ, দুর্গাষ্টমীর দিন দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। মহানবমীর দিন তথায় মধ্যাহ্ন বলিয়া উক্ত হয়। পঞ্জাবে এবং কাশ্মীরে এতদ্ব্যতীত সরস্বতী ও দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। মহা-রাষ্ট্রে ঐ সময়ে সরস্বতী ও দুর্গার পূজা এবং সরস্বতীর নিকট বলিদান ও সরস্বতীর বিসর্জন হয়। মহানবমী এখানেও মধ্যাহ্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ললিতা ও বৈদ্যকী ব্রত এবং মাতামহ আদ্যের রিধি আছে। কর্ণাটে বেদাদি পাঠ, উপাস-ললিতাব্রত, সরস্বতী, দুর্গা অশ্ব আয়ুধাদির পূজা হয়। গুজরাটে মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা এবং আয়ুধাদির পূজা-রিধি আছে; অধিকন্তু বিনায়ক ও ললিতা ব্রত এবং মাতামহ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্যে দুর্গা ও সরস্বতীর পূজা, উপাস ললিতা ও স্থানবুদ্ধি গৌরী-ব্রত হয়। মহানবমীকে মধ্যাহ্ন বলে এবং দুর্গাষ্টমী কালিকাষ্টমী নামে তথায় অভিহিত হইয়া থাকে। উৎকলে দুর্গা পূজা, মহাষ্টমীর দিন মহাষ্টমীব্রত এবং মহানিশায় বলিদান-দির নিয়ম আছে। মিথিলায় প্রতিপদের দিন কলস স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় দিন রেম-স্তের পূজা করে। ষষ্ঠীর দিন গজপূজা ও বিষ্ণুভিক্ষাগ্রহণ, সপ্তমীর দিন পত্রিকা প্রবেশন, অষ্টমীর দিন মহাষ্টমী ব্রত এবং মহানবমীর দিন ত্রিশূলিনী পূজার বিধি আছে। মহা-নবমী এখানে মধ্যাহ্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিজয়াদশমীকৃত্য সর্বত্রই আছে। দ্রাবিড়ে ঐ দিনে দ্বিদিন ব্রতান্ত হয়। মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে ঐ দিনকে বৌদ্ধজয়ন্তী বলে। মিথিলায় ঐ দিনে অপরাহ্নিতা পূজা হইয়া থাকে।

নাম ও তিথি । ব্রত বা পূজার নাম । কোন দেবতা উপলক্ষে ।

অগ্নি পূর্ণিমা কোজাগর ব্রত লক্ষ্মী

কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে

সর্বদেশে প্রচলিত । রাত্রিতে লক্ষ্মীর পূজা ও নারিকেলোদকাদি পান করিবার বিধি । এই দিনে শক্তব্রত নামক একটি ব্রতের অনুষ্ঠানের বিধি আছে । উক্ত ব্রত এই পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া বর্ষ পর্যন্ত ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি কাম-নাম করিতে হয় । পূজা দেবতা ইন্দ্র । (অপ্রচলিত) ।

কৃষ্ণচতুর্দশী ভূতচতুর্দশীকৃত্য চতুর্দশযম

বাঙ্গালায় এতদুপলক্ষে চতুর্দশ যমের পূজা, অপার্নগ ভ্রামণ, উৎসাদান, চতুর্দশ শাকভোজন ও দীপদানাদি হইয়া থাকে । দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট ও তৈলিঙ্গে এই চতুর্দশীকে নরকচতুর্দশী বলে । এই দিনে তথায় যমাদির তর্পণ করা হইয়া থাকে । উৎকলে যমাদির তর্পণ ও অপার্নগ ভ্রামণ হয় ।

অমাবস্যা জামাপূজা কালী

বাঙ্গালায় এই দিন দীপাধিতাকৃত্য হয় । প্রদোবে লক্ষ্মী-পূজার ব্যবস্থা আছে । এই লক্ষ্মীপূজা সর্বত্র প্রচলিত, কেবল দ্রাবিড় ও তৈলিঙ্গে ইহার নাম ধনলক্ষ্মী পূজা ।

দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্য এই তিথিতে বলিরাজ (বলিরাজার) পূজা হয় । মহারাত্রি, কর্ণাট এবং শুক্লাষ্টমিও বলি পূজার বিধি আছে ; অধিকন্তু ঐ সকল স্থানে গোক্রীড়া বলিয়া একটি পর্ব হয় । ঐ দিনে গোক্রীড়া কর্ণাটে দীপাবলী দান ও কামধেনুর পূজা এবং ত্রৈলোক্যে কেবল দীপাবলীদান হয় । জম্বু, পঞ্চাব ও কাশ্মীরে ঐ দিনে অন্নকূট বলিয়া একটি পর্ব আছে । মিথিলায় গোক্রীড়া ও বহুস্থানে ইহা থাকে ।

সর্বত্র প্রচলিত । রাজারাজ্য দ্বারা ভগিনীর পূজা করিতে হয় ও তাঁহার স্থানে আহাৰ্য্যাদি গ্রহণ করিতে হয় । ঐ দিনে পুষ্পদ্বিতীয়া নামে একটি স্নাতকের বিধি আছে । উক্তস্নাতক বৈষ্ণব, আরোহিতা এবং বংশবৃদ্ধি কামনায় পুষ্পমাত্র দ্বারা অধিনীকুমারের পূজা করিতে হয় । এক্ষণে ইহা প্রচলিত । রাজা, মহারাত্রি, শুক্লাষ্টমি ও ত্রৈলোক্যে এই দ্বিতীয়াকে যমদ্বিতীয়াও বলে । উৎকলে ঐ দিনে লিঙ্গরাজ প্রভুর যাত্রা বলিয়া একটি পর্ব আছে ।

মান ও তিথি । ব্রত বা পূজার নাম । কান্ দেবতা. উপলক্ষে ।
 কার্তিক শুক্লাষ্টমী গোষ্ঠাষ্টমী ধেনু

শুক্ল নবমী ভূগনবমী, জগদ্ধাত্রী
 পিষ্টান্ন বত

শুক্লকাদমী উথানৈকাদমী ব্রত বিষ্ণু

কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে ।

দ্রাবিড়, তৈলিঙ্গ ও উৎকলে ঐ দিনে গো-পূজার বিধি আছে । গোকুর পূজা ও অনুগমন করিতে হয় । জম্বু, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও মহারাষ্ট্রে ঐ দিনকে গোপাষ্টমী বলে ।

বাস্কলা ও মিথিলায় এই পূজা প্রচলিত । নেপালে ঐ তিথিকে কুম্মাণ্ডনবমী বলে । জম্বু, পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ‘পরিক্রমণ’ বলিয়া একটি পর্ব হয় । মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, ঞ্জ-রাট ও তৈলিঙ্গে ঐ দিন কৃতযুগাদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । মিথিলা, বাস্কলা ও উৎকলে ঐ দিনকে ত্রেতা-মুগাদি বলে । মিথিলায় উক্ত নবমী অমলক নবমী বা ধাত্রী নবমী নামেও উক্ত হইয়া থাকে । উৎকলে ঐ দিনে অক্ষয়া নবমী ব্রত বলিয়া একটি ব্রতও হয় এবং রাসঘাড়া আরম্ভ হয় । দাক্ষিণাত্যে এই দিনে বিষ্ণুপূজা ও কুম্মাণ্ডদান হইয়া থাকে ।

এই দিন ভগবান বিষ্ণু শয়ন ত্যাগ করেন বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । দ্রাবিড়, নেপাল ও জম্বু ভিন্ন আর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত । পঞ্জাবে ঐ দিনকে হরিপ্রবোধিনী এবং কাশ্মীর, ঞ্জুরাট ও কর্ণাটে প্রবোধিনী বলে । জাম্বিকন্ত, ঐ দিন

পাশ্চাত্য ও মহারাষ্ট্রে ভীষ্মপঞ্চক, উৎকলে বকপঞ্চক বা ভীষ্মপঞ্চক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, ত্রৈলোক্য ও উৎকলে তৎপরদিনে (উৎখানদ্বাদশী দিনে) চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপ্তি হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ একাদশীর দিনে মহারাষ্ট্রে তুলসীবিবাহ প্রবোধিনী, কর্ণাটে পুষ্পবৃন্দাবনোৎসব, দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্যে ক্ষীরাক্ষিপূজা এবং উৎকলে উৎখান-যাত্রা পৰ্ব্ব হয়। মিথিলায় উক্ত দিন দেবোৎখানেকাদশী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। গুজরাটে উৎখানদ্বাদশীর দিন তুলসীবিবাহ হয়।

শুক্লচতুর্দশী পাশাণচতুর্দশীর ব্রত গৌরী

বান্দালায় পাশাণ চতুর্দশী। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও ত্রৈলোক্যে বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী। শিব বা বিষ্ণুর পূজা হয়। জম্মুতে উহাকে ব্রহ্মকূর্চ বলে। উৎকলে ঐ দিনে লিঙ্গ-রাজের উৎখান-যাত্রা হইয়া থাকে।

পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা বিষ্ণু

বান্দালা ও উৎকলে রাসযাত্রা। দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্যে ঐ তিথিকে ব্যাসপূর্ণিমা বলিয়া ব্যাসদেবের পূজা করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, ত্রৈলোক্য ও মিথিলায় উহা মদ্বাদি বলিয়া উক্ত হয়। মিথিলায় ঐ দিন সর্ষদেবের উৎখান দিন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। উৎকলে ঐ দিনে রাসযাত্রা

মাস ও তিথি ।

ব্রত বা পূজার নাম ।

কোন দেবতা উপলক্ষে ।

১৮০০

অগ্রহায়ণ গুরুপঞ্চমী

প্রাবরণযাত্রা

বিষ্ণু

গুরুষষ্ঠী

গুহযজ্ঞ

কাভিকেশ্বর

শ্রবণ সপ্তমী

আচার্য প্রবন্ধ

কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে ।

সমাগ্নি হয় এবং গোস্বামীমতে ধাত্রীব্রত হয় । দাক্ষিণাত্যে
ঐ দিনে ত্রিপুরোৎসব নামে মহাদেবের পূজা ও সাংকাল্য
দীপদান হয় ।

কেবল বঙ্গ । দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্যে ঐ দিনে বদরী গৌরী
ব্রত, মহারাত্রি নাগ পঞ্চমী এবং উৎকলে গুরুপঞ্চমী ব্রত হয় ।
কেবল বঙ্গ । দ্রাবিড়, মহারাত্রি; কর্ণাট গুজরাট ও
ত্রৈলোক্যে উহাকে চম্পাযজ্ঞ বলে । মহারাত্রি স্বন্দযজ্ঞ ও
বলিয়া থাকে ।

এই দিনের কৃত্য অনেকগুলি ব্রত অপ্রচলিত হইয়া
গিয়াছে । যথা — চিত্রভাস্ক্রব্রত, (অগ্নি হব্য ও চন্দ্রের পূজা) ।
শৈলব্রত, সরিষ ব্রত, মুনিব্রত, (কোন অভীষ্ট শৈল নদী বা
মুনির পূজা) । বায়ুব্রত (বায়ুর পূজা) । স্নগতিব্রত (ইন্দ্রের
পূজা) । সপ্তমী লোকব্রত (সপ্তলোকের পূজা) ভাস্করব্রত
(স্বর্ঘ্যের পূজা) । বহুব্রত (অগ্নির পূজা) ।

অগ্রহারণ শুক্ল দ্বাদশী	অখণ্ডদ্বাদশী ১৩	বিষ্ণু	বঙ্গ, দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্যে প্রচলিত। দ্রাবিড়ে এই দিনে এবং ত্রৈলোক্যে তৎপরদিনকে হুময়ং জয়ন্তী বলে। মিথিলায় কেশব দ্বাদশী এবং উৎকলে ধন্বন দ্বাদশী বলে।
কৃষ্ণাষ্টমী	অষ্টকাত্রাঙ্ক পুষ্পাষ্টকা	পিতৃদেবতা	বঙ্গ, দ্রাবিড়, ত্রৈলোক্য, উৎকল ও মিথিলায় প্রচলিত। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে এই তিথিকে কালভৈরবাষ্টমী বলায় থাকে। উৎকল ও মিথিলায় অষ্টকাত্রাঙ্কের পরদিন অষটকাত্রাঙ্ক এবং তৎপর দিন উৎকলে উপাষ্টকাত্রাঙ্ক হইয়া থাকে।
পৌষ শুক্লাষ্টমী	অন্নপূর্ণাষ্টমী ব্রত	অন্নপূর্ণা	মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। গুজরাটে দুর্গাষ্টমী, ত্রৈলোক্যে শাবিত্রী গোবী, উৎকলে ভদ্রাষ্টমী, মিথিলায় অষ্টলক্ষাষ্টমী।
পূর্ণিমা	মানুষাত্মা	বিষ্ণু	বাঙ্গালায় ও উৎকলে।
কৃষ্ণাষ্টমী	মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ	পিতৃদেবতা	সর্বদেশে প্রচলিত।
কৃষ্ণ চতুর্দশী	রতন্তী চতুর্দশী	রতন্তী কালিকা পূজা	কেবল বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত।
মাঘ শুক্লাচতুর্থী	বরদাচতুর্থী	গোবী	বিনায়ক ব্রত বলিয়া এই দিনে বাঙ্গালা ও মিথিলায় গণেশের ও বারামণী প্রদেশে দুর্গিরাজ গণেশের পূজা হয়। দ্রাবিড়ে এই তিথিকে তিলচতুর্থী ও মহারাষ্ট্রে কুলচতুর্থী বলে।

মাস ও তিথি । ব্রত বা পূজার নাম । কোন দেবতা উপলক্ষে ।
 মাস্য শুক্ল পঞ্চমী ত্রীপঞ্চমী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পূজা

শুক্লষষ্ঠী শীতলাষষ্ঠী ষষ্ঠী
 শুক্লসপ্তমী আরোগ্য সপ্তমী সূর্য্য

শুক্লাষ্টমী ভীষ্মাষ্টমী ভীষ্ম
 শুক্লৈকাদশী ভৈরবী একাদশী

পূর্ণিমা সোমব্রত চন্দ্র

কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে ।
 বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত । ত্রৈলিঙ্গ ও দ্রাবিড় ঐ
 দিনকে লক্ষ্মীপঞ্চমী বলে । অত্রাত্র বসন্তপঞ্চমী বলিয়া থাকে
 ও বিষ্ণুর পূজা করে ।

বঙ্গ শীতলাষষ্ঠী, দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে কুমারষষ্ঠী ।
 বঙ্গ প্রচলিত । দাক্ষিণাত্যে রথসপ্তমী (সূর্য্যের পূজা)
 নেপাল কাশ্মীর ও পঞ্জাবে অচলা সপ্তমী (মহাদেবের
 পূজা) ।

ভীষ্মের তর্পণ করিতে হয় । সর্বত্র প্রচলিত ।
 বাঙ্গালা, দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ, মিথিলা ও উৎকলে ঐ নাম ।
 নেপালে ভীমা, পঞ্জাবে মোহিনী, কাশ্মীরে বোম্ সোন্দহ
 অর্থাৎ ভৈরবী, জম্মুতে সুরমোহিনী ভীমা, এষং মহারাষ্ট্র ও
 গুজরাটে জয়া । এই একাদশীর পর দিন দ্বাদশীকে বাঙ্গালা
 ও উৎকলে বরাহদ্বাদশী বলে ।

চন্দ্রের পূজা করিয়া কৃষ্ণবর্ণ গোক দান করিতে হয় ।
 (অপ্রচলিত) ।

ফাস্তুম গুরু সপ্তমী	ত্রিগতি সপ্তমী	সূর্য্য	বর্ষসাধ্য। প্রথম চারি মাস উক্ত তিথিতে গোময় পাইবার বিধি। মাঝের চারি মাস গোমূত্র ও শেষ চারি মাস ক্ষীর। (অপ্রচলিত)।
গুরু দ্বাদশী	স্বগতি ব্রত	বিষ্ণু	বর্ষসাধ্য। উত্তমাগতি কামনায় একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীর দিন বিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্যঃ ত্রয়োদশীতে পার্ণকরিতে হয়। (অপ্রচলিত)। ধূম্যানক্ষত্র যুক্ত হইলে, বাঙ্গালা ও মিথিলায় এই দ্বাদশীকে গোবিন্দদ্বাদশী ও ত্রৈলোক্যে ইহাকে নরসিংহ দ্বাদশী বলে।
গুরু ত্রয়োদশী	ত্রয়োদশী ব্রত	বিষ্ণু ও লক্ষ্মী	পূজ্যপ্রাপ্তি কামনায় বঙ্গদেশে এই ব্রত করিবার বিধি। অষ্টদল পদ্মে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা পূর্ব্বক নবনীত দ্বারা কপিথ প্রমাণ পিণ্ড করিয়া স্বামি সহ ‘যম্বন্তরাখ্যা ভূতানাং’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠে উহা ভক্ষণ করিতে হয়। (অপ্রচলিত)।
পূর্ণিমা	দোলযাত্রা	ক্লীকৃষ্ণ	বাঙ্গালা ও উৎকলে দোল, অত্র হোলিকোৎসব বলিয়া প্রচলিত। মহারাত্রি, কর্ণাট, গুজরাট, উৎকল ও মিথিলায় এই দিন মন্দির বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। মিথিলায় এই দিনকে কলিযুগান্তও কহে।

ধাম ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন দেবতা উপলক্ষে।	কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে।
" কৃষ্ণাষ্টমী	শাকটিক।	শাকদ্বারা পিত্রাদির পার্কণ শ্রাদ্ধ	বঙ্গ, দ্রাবিড়, ত্রৈলোক্য, উৎকল, মিথিলায় প্রচলিত। দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্যে এই দিনে সীতাব্রত নামে ব্রত হইয়া থাকে ; মহারাত্রি ঐদিন জানকীর জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হয়। জম্মতে এই দিনকে জানকী অষ্টমী বলে। গুজরাট ও মহারাত্রি উহাকে কালাষ্টমীও বলিয়া থাকে এবং কাল ভৈরবের পূজা করে। কাশ্মীরে 'হোরাইঠং হেরং' অর্থাৎ গৃহ পরিকার করিবার দিন বলিয়া থাকে।
" কৃষ্ণত্রয়োদশী	বাকী	গঙ্গাস্নান ও দানাদি	জম্মু, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও কর্ণাট ব্যতীত আর সর্বত্র প্রচলিত।
" কৃষ্ণচতুর্দশী	শিবচতুর্দশী	শিব	সর্বত্র প্রচলিত।
শুক্র প্রতিপদ	নবরাত্রি ব্রত	গৌরী (ভৈরব)	বাঙ্গালা প্রদেশ, উৎকল ও মিথিলা ভিন্ন আর সর্বত্র প্রচলিত। দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্যে এই দিনে নিম্বকুল ভক্ষণ নামক ব্রত হইয়া থাকে।
" শুক্র দ্বিতীয়া	ব্রহ্মব্রত	ব্রহ্মা	বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের কামনায় করিতে হয়। এই দিনে প্রকৃতি পুরুষ ব্রত নামে একটি ব্রতানুষ্ঠানের বিধি আছে ; উহাতে লক্ষ্মীজন্মদিনের পূজা করিতে হয়। উক্ত ব্রতই এক্ষণে অপ্রচলিত।

শুক্র পঞ্চমী

পঞ্চমহাহুত ব্রত

পঞ্চমহাহুত

দ্রাবিড় ও ত্রৈলোক্যে লক্ষ্মীপঞ্চমী এবং পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ইহাকে সরস্বতী পঞ্চমী বলে। এই দিনে পঞ্চমহাহুতাত্মক বিষ্ণুর পূজা করিয়া পঞ্চমহাহুতের ব্রত করিতে হয়।
(অপ্রচলিত)।

শুক্র সপ্তমী

বাসন্তীপূজারম্ভ

দুর্গা

কেবল বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত। দ্রাবিড়, ত্রৈলোক্য ও কর্ণাটে এই দিন সন্তানসপ্তমী এবং পঞ্জাব কাশ্মীর ও জম্মুতে গঙ্গাসপ্তমী নামে অভিহিত।

শুক্র অষ্টমী

অন্নপূর্ণাপূজা

অন্নপূর্ণা

২২২

বঙ্গ প্রচলিত। তথায় এবং দ্রাবিড়, কর্ণাট উৎকল, ত্রৈলোক্য ও মিথিলায় এই দিনকে অশোকষ্টমী, মহারাষ্ট্রে অন্নপূর্ণাষ্টমী এবং জম্মু কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দুর্গাষ্টমী বলিয়া থাকে। এই দিনে ব্রহ্মপুত্রে স্নান এবং শোকসাহিত্য কামনায়া অশোক কলিকোপানের বিধি আছে।

শুক্র নবমী

রামনবমী
মদন ত্রয়োদশী

ত্ৰীরাশচন্দ্র
কন্দর্পের পূজা

ত্ৰীরাশচন্দ্রের পূজা সর্বত্র প্রচলিত।
বাস্তানা ও মিথিলায় মদনত্রয়োদশী; জম্মু, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহীশূর, ত্রৈলোক্যে ইহার নাম অনঙ্গত্রয়োদশী।

পূর্ণিমা

রাসদ্বাত্রা

বিষ্ণু

কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত; দ্রাবিড়ে এই পূর্ণিমা কে চিত্রাপূর্ণিমা এবং শুক্লরাটে হনুমজ্জয়ন্তী বলে ও হনুমানের পূজা করে; অগ্ন্যত্র প্রায় সর্বত্র মরাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

২২৩

মাস ও তিথি।	ব্রতের নাম।	কোন দেবতা উপলক্ষে।	কোন প্রদেশে কি ভাবে চলে।
প্রতি মাসীয় অষ্টমী ও চতুর্দশী	নকুব্রত	মহাদেব	সর্বদেশে প্রচলিত।
কার্তিক বা শ্রাবণের শনিবার	শনিপ্রদোষ ব্রত	শনি	দিনে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষে শনির পূজা মন্ত্র জপ ও কথা শ্রবণ। দক্ষিণাত্যে প্রচলিত।
যুক্ত শুক্ল ত্রয়োদশী	সোমবত্যাঘোষব্রত	দাক্ষীণ্যায়ণ	দক্ষিণাত্যে প্রচলিত। দ্বাদশ বর্ষ সাধ্য।
সোমবারযুক্তোমাবস্থা	সপ্তমীস্নান	রুদ্র ও সূর্য্য	মৃতবৎসার সন্তান হওয়ার পর সপ্তম মাসে অথবা প্রস- বের পর যে কোন শুক্ল সপ্তমীতে কদলীর জলে প্রসূতির স্নান এবং তদনন্তর রক্তবর্ণ তুলা দিয়া পূজা ও পলাস সনিং ইত্যাদি দ্বারা হোম করিবার বিধি আছে। (অপ্রচলিত)।
প্রতিমাসীয় একাদশী	একাদশী ব্রত	বিষ্ণু	সর্বদেশে প্রচলিত। ব্রতের নিত্যস্ব ও কাম্যস্ব সর্ব- দেশ সাধারণ। উপবাসাশক্তির পক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থাও সর্বত্র আছে। কেবল বঙ্গে নবদ্বীপ ও মধ্য দেশীয় সমাজ এবং ভট্টপন্নী কলিকাতা প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত স্থান সমূহে বিধবার পক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থা নাই।

মাস ও সংক্রান্তি ।
বৈশাখ বহাবিশুব

সংক্রান্তিকৃত্য ।

ব্রত পূজা বা দান ।

শক্তু ও বারিপূর্ণ ঘটদান

প্রপাদান ও পিত্রাদির পার্জনশ্রাদ্ধ ।

বিশেষ বক্তব্য ।

প্রায় সৰ্ব্বত্র প্রচলিত । বাঙ্গালায় দানসংক্রান্তি, জল
সংক্রান্তি ও ধর্মঘট ব্রত এই দিনে আরম্ভ হইয়া থাকে ।

সকলেরই পূজ্য দেবতা লক্ষ্মীমারায়ণ । এতদ্ব্যতীত মিষ্ট-

সংক্রান্তি, দাড়িম্ব সংক্রান্তি, বধুসংক্রান্তি, এম্বোসংক্রান্তি প্রভৃতি বোধিৎ প্রচলিত অনেকগুলি ব্রতও
এই দিনে আরম্ভ হয় । ফলসংক্রান্তি বলিয়া আর একটি ব্রতও এই দিনে আরম্ভ হইয়া থাকে ।

উহাতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় দানমাত্র করিতে হয়, কোনরূপ পূজা বিধি নাই । দাক্ষিণাত্যে ধাতু-
সংক্রান্তি, লবণসংক্রান্তি, ভোগসংক্রান্তি, রূপসংক্রান্তি, তেজসংক্রান্তি, সৌভাগ্যসংক্রান্তি, তাম্বুল-
সংক্রান্তি, মনোরথসংক্রান্তি, অশোকসংক্রান্তি (ব্যতীপাত যুক্ত হইলে) আয়ুঃসংক্রান্তি ও ধনসংক্রান্তি
ব্রত হইয়া থাকে ।

প্রায় সকল ব্রতগুলিতেই শ্রবণের পূজা হয় এবং দানাদির ব্যবস্থা আছে ।

প্রপাদান (জলসত্র) প্রধানতঃ বৈশাখে আরম্ভ হইলেও শাস্ত্রমতে উহার কাল শিবরাত্রির দিন
হইতে বর্ষার আগমন পর্য্যন্ত । নিকটে জলাশয় নাই এমন স্থানেই প্রপাদান করিতে হয় ।

চতুষ্পথই প্রপাদানের প্রকৃষ্ট স্থান । ইহাতে তক্রসংযুক্ত যবাণ্ড, পাখা, শর্করোদক, সলবণতক্র,

তাম্বুল প্রভৃতি দ্রব্য অথবা কেবলমাত্র জল দান করিলেই হয় । ব্রাহ্মণের জন্য চিহ্ন দিয়া পৃথক্

পাত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে ।

মাস ও সংক্রান্তি ।

কৈঠে বিষ্ণুপদী

আষাঢ়ে বড়শীতি

আষাঢ়ে দক্ষিণায়ন

ভাদ্রে বিষ্ণুপদী

আশ্বিনে বড়শীতি

কাৰ্ত্তিকে জলবিম্ব

ব্রত পূজা বা দান ।

জানদানাদি

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

বিশেষ বক্তব্য ।

এই দিনে প্রধানতঃ গোদানের ব্যবস্থা আছে ।
দাক্ষিণাত্যে ইহার অধিকতর প্রচলন ।

প্রধানতঃ বস্ত্রাদি দানেরই বিধি । দাক্ষিণাত্যেই
উহার সমধিক প্রচলন ।

যত ধৈর্য্যদি দান করিতে হয় । উক্তরূপ দানের
প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক । অধিকন্তু তথায় এই
সংক্রান্তি দিনে ধাতুসংক্রান্তি ব্রত নামে একটি ব্রতের আরম্ভ
হইয়া থাকে ।

প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে ছত্র দুবর্ণদি দান হইয়া থাকে ।
গৃহ বস্ত্রাদি দানেরই প্রোধান । প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই
কিছু অধিক ।

তিল দুগ্ধাদি দান করিতে হয় । দাক্ষিণাত্যেই এইরূপ
দানের সমধিক প্রচলন । এই সংক্রান্তিতেও তথায় ধাতু
সংক্রান্তি ব্রত আরম্ভ হইতে পারে ।

অগ্রহাষণ বিষ্ণুপদী

ঐ

প্রধানতঃ দক্ষিণাত্যে এই দিনে দীপাদি দান হয়।
ব্রাহ্মণায় এই সংক্রান্তি দিনে কার্তিকের ব্রত এবং পুঙ্খ,
অন্ন সংক্রান্তি ও সর্বজয়া ব্রত হইয়া থাকে। অন্নসংক্রান্তি
ব্রতের পূজ্যদেবতা সলঙ্গীক বিষ্ণু, সর্বজয়ার গৌরী।

পৌষে ষড়শীতি

ঐ

বহুবানাদি দানের বিধি। দক্ষিণাত্যেই উহার প্রচলন
অধিক।

মাঘে উত্তরায়ণ

ঐ

প্রধানতঃ দক্ষিণাত্যে তিল খেচু এবং শীতনাশনহেতু
ইক্ষুনাди দান হইয়া থাকে। বঙ্গের দিনে এবং অনেক
স্থলে ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যকরস্বরবি যাবৎ
শীতবস্ত্র দানের ব্যৱহার আছে। দ্বাত্তসংক্রান্তি ব্রত গ্রহণ
এই সংক্রান্তিতেও হয়। দক্ষিণাত্যে দেবকী ও বিষ্ণুর
প্রীত্যর্থ নবনীতের সহিত দধি ও মহানদণ্ড দানের প্রচলন
আছে।

ফাল্গুনে বিষ্ণুপদী.

ঐ

খেতুকে জল ও তৃণদান করিতে হয়। দক্ষিণাত্যেই
ইহার সমধিক প্রচলন।

চৈত্রি ষড়শী

ঐ

প্রধানতঃ দক্ষিণাত্যে হুমি মালাদি দানের নিয়ম আছে।

সামবৃত্ত

সামবৃত্ত

সামবৃত্ত

সামবৃত্ত

সামবৃত্ত

সামবৃত্ত

এই ব্রতে ভবিষ্য পুরাণোক্ত বশিষ্ঠ মাহাত্ম্য সংবাদে
দ্বাদশ মাসে সূর্য্যের নামে পূজা এবং ব্রতচারীর ভিন্ন ভিন্ন
রূপ ভোজনের বিধি আছে। এই বারে অনেকগুলি ব্রতের
বিধি আছে, তন্মধ্যে আশাদিত্য ও দানফল ব্রত ব্যতীত
জ্ঞার সকলগুলিই অপ্রচলিত। দ্বাদশ মাস ব্যাপক আশা-
দিত্য ব্রত কুষ্ঠব্যাদি প্রশমন কামনায় করিতে হয়। এই
দুই ব্রতের প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই অধিক।

সামবৃত্ত

সামবৃত্ত

স্বন্দ্রপুরাণোক্ত চতুর্দশ-বর্ষব্যাপী উমামহেশ্বর পূজা। এই
ব্রত গ্রহণ করিবার সময় শ্রাবণ, চৈত্র, বৈশাখ, কার্তিক ও
অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সোমবার অথবা সোমবার মাত্রই।
ইহাতে সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান সদৃশ স্বন্দ্র পুরাণোক্ত
সীমন্তিনী ও চন্দ্রাঙ্গদ উপাখ্যান গুনিতে হয়। “এক ভক্ত
সোমবার” ব্রত চৈত্র মাসের অষ্টমীযুক্ত সোমবারে আরম্ভ
করিতে হয়। দাক্ষিণাত্যেই ইহার প্রচলন। সোমব্রত,

সোম্যষ্টমী ব্রত প্রভৃতি বার তিথি যোগের কয়েকটি ব্রত
এক্ষণে অপ্রচলিত ।

মঙ্গলবার ব্রত
মঙ্গলচণ্ডীর পূজা । ঋণমুক্তি কামনায় পুত্রার্থী এবং
ধনার্থী ব্যক্তি মঙ্গলগ্রহ দেবতার ও পূজা করিবেন ।

বুধবার
স্বাতী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী বুধবারে ইহলে এই ব্রত হয় ।
পূজ্যদেবতা মহাদেব । (অপ্রচলিত) বুধবার ব্রত বলিয়া
কোন ব্রত নাই ।

বৃহস্পতিবার
নরসিংহ ত্রয়োদশী ব্রত

ত্রয়োদশীযুক্ত বৃহস্পতিবারে এই ব্রতে নরসিংহের পূজা ।
পূর্ণিমাযুক্ত ইহলে ঈশান ব্রত । (অপ্রচলিত) । ভাদ্র,
পৌষ ও চৈত্রের শুক্লপক্ষে এই বারে লক্ষ্মীপূজা হয় ।

শুক্রবার ব্রত

শ্রাবণ মাসের শুক্রবারে বরদলক্ষ্মীব্রত । শুক্রবার
শ্রবণানক্ষত্র ও অষ্টমী বা চতুর্দশীযুক্ত ইহলে মহাদেবের
পূজামূলক মহাব্রত । (অপ্রচলিত) ।

শনিবার ব্রত

শ্রাবণ মাসের শনিবারে করণীয় । শনিবারে রেবতী
নক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমী বা চতুর্দশী ইহলে বিষ্ণুরূপ ব্রত ।
(প্রচলিত) ।

এই সকল ব্যতীত অক্ষয়া, মন্বন্তরা, যুগাদ্যা (১) প্রভৃতি এবং দশহরা যোগ (২), বারুণীযোগ (৩), মহা জ্যৈষ্ঠযোগ (৪), অর্দ্ধোদয়যোগ (৫), চুড়ামণি যোগ (৬) প্রভৃতি অনেকানেক যোগে মহাফল কামনায় গঙ্গা-স্নানের বিধি আছে। হিন্দুমাতেই উহা মাণ্ড করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া (৭), প্রভৃতিতে স্নানও সর্বত্র হিন্দুর মাণ্ড।

(১) অক্ষয়া—বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া, অমাবস্যাযুক্ত সোমবার, সপ্তমীযুক্ত রবিবার, চতুর্থীযুক্ত মঙ্গলবার।

মন্বন্তরা—জ্যৈষ্ঠী, আষাঢ়ী, কার্তিকী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, ভাদ্র ও চৈত্রের শুক্ল তৃতীয়া, আশ্বিনের শুক্ল নবমী, কার্তিকের শুক্ল দ্বাদশী, পৌষের শুক্লৈকাদশী, মাঘের শুক্ল সপ্তমী, ফাল্গুনের অমাবস্যা।

যুগাদ্যা—বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া, কার্তিক শুক্ল নবমী, ভাদ্র কৃষ্ণত্রয়োদশী ও মাঘীপূর্ণিমা।

(২) জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী দশহরা। গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপক্ষয়। হস্তানক্ষত্রযুক্ত হইলে বিশিষ্টতা হয়। মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী হইলে ভগীরথ দশহরা হয়।

(৩) ফাল্গুন কৃষ্ণত্রয়োদশী বারুণী। শতভিষাযুক্ত হইলে মহাবারুণী। শনিবারে শতভিষা ও শুভযোগ হইলে মহামহাবারুণী।

(৪) জ্যৈষ্ঠানক্ষত্রে শুক্লচন্দ্র, রোহিণীতে রবি, শুক্লবারযুক্ত জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠায় চন্দ্র, অনুরাধায় শুক্ল, কৃত্তিকায় রবি এবং অনুরাধাতে শুক্লচন্দ্র, জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ নামক বর্ষে জ্যৈষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা—এই সকল হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

(৫) পৌষ অথবা মাঘ মাসে অমাবস্যা ব্যতীত যোগ, রবিবার, শ্রবণা নক্ষত্র—এই সকলের সংযোগ হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়। দিব্যতেই উক্ত যোগ প্রশস্ত।

(৬) রবিবারে সূর্যগ্রহণ অথবা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চুড়ামণি যোগ হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে জ্যৈষ্ঠা বা মূলানক্ষত্রে যমুনার জলে স্নান, বিষ্ণু দর্শন ও পিতৃপিণ্ডদানাদির বিধি আছে।

চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে বুদ্ধবার ও পুনর্বসু নক্ষত্র হইলে ব্রহ্মপুত্রস্নানের এবং উত্তরাষাঢ় সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্ক্বে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে।

(৭) সৌর পৌষ সোমবারে মূলানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা হইলে নারায়ণী যোগ হয়। এই যোগে করতোয়া স্নান করিতে হয়।

২। স্ত্রী শূদ্রাদির আচার।

(পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ব্রাহ্মণের বর্ণের লোকেরা স্ব স্ব “সামর্থ্যানুসারে” ব্রাহ্মণাচারের অনুসরণ করিয়া চলিবে, ইহাই আৰ্য্যশাস্ত্রের অভিপ্ৰাণ। উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকেরাও কনিষ্ঠাধিকারী বলিয়া সাধারণতঃ শূদ্রদিগের ত্রায় আচার অবলম্বন করিতে আদিষ্ট। এই কথাটির প্রতি যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতিশ্রুত পক্ষপাত নিবন্ধন তাঁহাদিগের জন্ত আচার পদ্ধতির সৃষ্টি হয় নাই। স্ত্রী এবং শূদ্রের প্রতি নির্দিষ্ট আচার ব্রাহ্মণাচার অপেক্ষা অনেকাংশে সহজ এবং স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সকলেই ব্রাহ্মণাচারের অনুসরণ করিতেও উপদিষ্ট।

(১) শূদ্রের প্রধান কর্ম কার্য্য দ্বিজ-শুক্রবা, জীবনোপায় কার্য্যকার্য্য এবং পাক যজ্ঞেও শূদ্রের অধিকার আছে।

(২) যে শূদ্র বিগুহ্মভোজী, মুগ্ধ মাংস ভোজনে নিবৃত্ত, দ্বিজের ভক্ত এবং বণিকবৃত্তিপরায়ণ, তাহাকে সংশূদ্র বলা যায়।

(৩) শূদ্রের দত্ত এবং শূদ্র ধন দ্বারা ক্রীত, খাণ্ড সামগ্রী শূদ্রানুসারে হুই ; কিন্তু ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রতিগৃহীত হইলে তাহা যজ্ঞীয় হয়।

(৪) যে শূদ্র দানপরায়ণ, ত্রুতপালনশীল, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন সেরূপ শূদ্রের প্রদত্ত ভোজন গ্রহণে দোষ হয় না।

(৫) বৈদিক মন্ত্র পাঠে শূদ্রের অধিকার নাই। পৌরাণিক মন্ত্রপাঠে শূদ্রের অধিকার আছে। কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞ সম্বন্ধে পৌরাণিক মন্ত্রেও শূদ্রের অধিকার নাই। শূদ্রের বৈধ কার্য্য অধিকাংশই “নমঃ” মন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়।

(৬) ত্রায়বর্তী শূদ্র আত্মা দ্বারা নমস্কার মন্ত্রের সহযোগে সামান্য ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধিশ্রদ্ধা নিৰ্ব্বাহ করিতে পারিবে।

দানপ্রধানঃ শূদ্রঃ স্ত্রীাদিত্যাহ ভগবান্ প্রভুঃ।

দানেন সৰ্ব্বকামাশ্চি হুঁশ্চ সংজায়তে যতঃ ॥

শূদ্রের কর্ম দান প্রধান হইবে, দানের দ্বারাই তাঁহার সকল ফল লাভ হয়।

(৭) শূদ্রের দস্তধাবন কাষ্ঠিকা চতুরঙ্গুল পরিমাণের হইবে, ব্রাহ্মণের দস্তকাষ্ঠিকার ত্রায় দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ হইবে না।

(৮) শূদ্রের তিলক গোলাকার হইবে।

(৯) শূদ্রের ভোজনপাত্রের নিম্নবর্তী গণ্ডল বর্তুলাকার হইবে।

